চিন্তা ও মর্ম্মবাণী

স্বর্গীয় শান্তিপ্রিয় দেব প্রণীত

১৩৪০ সাল

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীসুশোভন দত্ত
দেব কুটীর
৫৮, ক্রীক রো,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সরকার
লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌,
১৬নং মদন বড়াল লেন,
কলিকাতা।

স্বর্গীয় শান্তিপ্রিয় দেব।

প্রকাশকের নিবেদন।

গ্রন্থকার এই পুস্তকখানির অসমাপ্ত অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সে জন্য তাঁহার হস্তলিপি হইতে এই পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া আমরা ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। সে জন্য ইহার মধ্যে যে সকল ভুল ত্রুটী রহিয়া গেল আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থকারের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সন ১২৯২ সালে ৩রা কার্ত্তিক ইংরাজি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই অক্টোবর রবিবার বিজয়া দশমির দিন হুগলি জেলাস্থিত কোন্নগর গ্রামে শ্রীমান্ শান্তিপ্রিয় দেবের জন্ম হয়। শান্তিপ্রিয় দেবের পিতামহ স্বর্গীয় সাধু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় কোন্নগর গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু, শিক্ষিত, পূত চরিত্র, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক ব্রাহ্ম

ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কায়মনবাক্যে আত্মার সূচিতা, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায় ও সত্য ধর্ম্মের প্রতিপোষক ছিলেন। সকল প্রকার সাধু কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং কোন্নগর গ্রামে তাঁর প্রভূত কীর্ত্তি এখনও জাজ্বল্যমান। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ, কোন্নগর ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর লাইব্রেরী, কোন্নগর হোমিওপ্যাথি ডিস্‌পেন্সারি প্রভৃতির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং এই সকল সাধু কার্য্যেই তিনি প্রভূত অর্থদান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র ৺সত্যপ্রিয় দেব, পিতার পদানুসরণ করিয়া, তাঁহার সকল কীর্ত্তিই রক্ষা করিয়া ন্যায় ও সত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। শান্তিপ্রিয় —সত্যপ্রিয় দেবের একমাত্র পুত্র। এই সাধু বংশের পুত্র কন্যারা সকলেই সেই সাধু মহাপুরুষের সাধুতা ও ন্যায়নিষ্ঠার অধিকারী বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

এই সাধু বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শান্তিপ্রিয় তাঁহার পিতামহের নিকট হইতেই আদর্শ নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সকল গুণে বিভূষিত হইবার জন্য বাল্যকাল হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ করেন। শিশুকালেই তাঁহার প্রবল ধর্ম্মজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া

যায় এবং নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচায়ক। স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। সেই সময় শান্তিপ্রিয় কথামালা পড়েন। কিন্তু কথামালার বর্ণিত পশুপক্ষীরা মানুষের ন্যায় কথাবার্ত্তা বলে এই অসম্ভব কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না ও তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেন। একদিন স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি বলিলেন, "তোমার কথামালায় সব মিথ্যাকথা লিখিয়াছ কেন? পশুপক্ষীরা কি কখন মানুষের মত কথা বার্ত্তা বলিতে পারে? যে পুস্তকে মিথ্যাকথা লেখা থাকে সে পুস্তক আমি পড়িব না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় শিশুর মুখে এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আমার বোধোদয় পড়িও তাহাতে সব সত্যকথা লেখা আছে।" ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও অধ্যবসায়, পিতামহের এই বিশিষ্ট গুণাবলীর অধিকার শান্তিপ্রিয় বাল্যকাল হইতেই লাভ করিয়াছিলেন।

বংশের একমাত্র দুলাল ও পিতৃ পিতামহের অতি আদরের সন্তান হইয়া এবং আত্মীয় স্বজনের অতিরিক্ত

আদর স্বত্বেও তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও লেখাপড়ায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। অতি শিশুকাল হইতেই খেলা, ধূলা অপেক্ষা লেখা পড়াতেই আগ্রহ থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি Animal Alphabet ছবির বই উপহার দেন। এই পুস্তকের সাহায্যে অতি শীঘ্রই ইংরাজী অক্ষর ও সেই অক্ষরের পশুর নাম আয়ত্ত করেন। চারি বৎসর বয়সেই বর্ণপরিচয় সমাধা হয়।

তাঁহার পিতামহের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা সত্যপ্রিয় পুত্রের সকল প্রকার শিক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। শান্তিপ্রিয় চিরকালই শান্তি ভালবাসিতেন এবং বাল্যকাল হইতেই অতিশয় শান্ত ও ধীর স্বভাবাপন্ন ছিলেন। কখনও অন্য কোন বালকের সহিত মিশিতে পারিতেন না ও চাহিতেন না। বিদ্যার প্রতি প্রবল অনুরাগের জন্য তিনি সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। চিত্রাঙ্কন, পদ্য ও গল্প রচনাই তাঁর বাল্য-কালের ক্রীড়া ও বিশ্রামের সময়ের আমোদ ছিল। তাঁর বাল্যকালের অঙ্কিত অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র ও ছোট ছোট পদ্য ও গল্পে তাঁর খাতা সকল পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রকাশিত 'বিচিত্র কাহিনী' তাঁহার বাল্যকালের রচনা, বালকবালিকাদিগের উপযোগী একটী অতিশয়

চিত্তাকর্ষক পুস্তক। তিনি নিজের অধ্যবসায় গুণে ইউনিভারসিটীর সকল পরীক্ষাতেই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁর পিতার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনিই শান্তিপ্রিয়ের একমাত্র শিক্ষাদাতা, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইংরাজী ১৯২১ সালের ২৩শে জুন (৯ই আষাঢ়) তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই সময় হইতেই শান্তিপ্রিয়র জীবনের গতি গভীর বিষাদ ও হতাশের পথে প্রবাহিত হয়। তাঁর স্বাস্থ্য ও এই সময় অতিশয় দুর্ব্বল ও ব্যাধিক্লিষ্ট ছিল। শারীরিক এই দুর্ব্বল অবস্থায় একমাত্র সুহৃৎ ও আজীবনের সঙ্গী পিতাকে হারাইয়া, সংসারে একেবারে অনভিজ্ঞ, জীবনে কেবল পাঠই যাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, তিনি যেন গভীর সমুদ্রে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এই সময়ের তাঁর মনোভাব তাঁর লিখিত "শোকান্ধকারে" বিষদরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধুই আইনজ্ঞ এটর্ণী, সেজন্য বি, এ, পাশ করিবার পর তাঁর পিতা তাঁকেও ঐ কাজ শিখিবার জন্য কিছুদিন একটী এটর্ণী অফিসে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু সেখানে নানারূপ নীতিবিগর্হিত কার্য্যের সংস্রব অতিশয় অপ্রীতিকর হওয়ায় তিনি সে

পন্থা চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। এবং তখন হইতেই জগতের ভীষণ অন্যায়, অধর্ম্ম, দুর্নীতি প্রভৃতি দেখিয়া তাঁর হৃদয় একেবারে ব্যথিত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে। তিনি পুনরায় এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর তাঁকে সে ইচ্ছাও পরিত্যাগ করিতে হয়, এবং তাঁর চিরদিনের অভিপ্সিত সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তাঁর রচিত মর্ম্মগীতি, মর্ম্মবাণী ও অতীতের স্মৃতি যেন তাঁর সেই ব্যথিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। জগতের এই ঘোর অধর্ম্ম, দুর্নীতি, ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রভৃতি যাহা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কি প্রকারে তাহার প্রতিরোধ হইতে পারে, তাহার জন্য ভগবানের চরণে আকুল প্রার্থনাই তাঁর রচনার সার মর্ম্ম।

তাঁর শেষ জীবনে তিনি এই সকল রচনা প্রকাশিত করিয়া সাধারণের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের আশায় প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন হইয়া যায়। এই সময় তাঁর দুইখানি পুস্তকই, মর্ম্মবাণী ও মর্ম্মগীতি, যন্ত্রস্থ ছিল।

তাঁহার পিতামহের একটী বৃহৎ পুস্তকাগার ছিল, এবং তাঁহার পিতাও অনেক নূতন পুস্তক সংগ্রহ করেন।

শান্তিপ্রিয় তাঁহার সাহিত্য চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকাগারের আমূল সংস্কার করেন। সমস্ত অপ্রয়োজনীয় পুস্তক, অলস গল্পের বই ও আধুনিক দুর্নীতিপূর্ণ উপন্যাস সকল তিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভাল ভাল গ্রন্থকারের মূল্যবান পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন এবং সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন উন্মার্গগামী যুবকসকল এই সমস্ত ভাল বই কেন পাঠ করে না। তাঁর নিজের পুস্তকালয়কে সাধারণ পাঠাগারে পরিণত করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বল স্বাস্থ্য, লোকবল ও সম্যক্ অর্থবলের অভাবে তাঁহার সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

তিনি আজীবন ঘোর ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং বৃদ্ধা বিধবা মাতার স্নেহক্রোড়ই শেষ জীবনে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল ছিল। ইং ১৯৩৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ৪৭ বৎসর বয়সে ঈশ্বরপরায়ণ, পূতচরিত্র, নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় বিধবা মাতা, দুই ভগ্নী ও বহু আত্মীয় বন্ধুদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শান্তিময়ের ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করেন।

তিনি জীবনে কখনও কোন অসত্য, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর দুর্নীতি, অধর্ম্ম ও অসত্য বিনাশ করা। তাঁহার সাধু চরিত্রের আদর্শ যাহাতে যুবকদিগের জীবনের আদর্শকে গঠিত করিতে পারে সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইল। যদি তাঁর রচনা পাঠে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সংসাধিত হয় তাহা হইলে তাঁর জীবনের চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিভৃত-চিন্তা (Meditations) ও মর্ম্মকথার মধ্যভাগের (১৯১৯—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত) 'অতীতের-স্মৃতি'-বিষয়ক অংশটি স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইল। এতদ্ব্যতীত একটি ভূমিকা, ও পরিশেষে সমাপ্তিরূপে এক অধ্যায় সম্প্রতি নূতন লিখিত ও গ্রন্থ-মধ্যে সংযোজিত হইল। কাল-সাগরের তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমার অন্তরে যে চিন্তা ও ভাব-পরম্পরার প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, এই পুস্তিকাতে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস ব্যক্ত হইয়াছে। আমার দুঃখময় বাস্তব জীবনের কথা ইহাতে প্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই।

"Not unless God made sharp thine ear
With sorrow such as mine,
Out of that delicate lay couldst thou
Its heavy tale divine."

—ভগবান যদি আমার মত দুঃখ দ্বারা আর কাহারও (মানস-)শ্রবণকে তীক্ষ্ণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে

কেহ এই ক্ষীণ গদ্যময় গীতি হইতে ইহার দুঃখময় কাহিনী অনুমান করিতে পারিবেন না।

অধিকন্তু, ব্যক্তিগত চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ অনুসরণে আরম্ভ হইলেও, মানব-হৃদয় ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-মূলক আলোচনারূপে বিশ্বজনীনভাবে অভিব্যক্ত হওয়াতে, বর্ত্তমান পুস্তকখানি সাধারণ সাহিত্যরূপে পরিগণনীয় হইয়াছে। এবং শিক্ষিত ও সাহিত্যরসজ্ঞ কেহ কেহ ইহা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করায় আমি ইহা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের সমক্ষে সমুপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

[১৯৩০] গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

তত্ত্বজ্ঞানী উপদেশ দিয়াছেন, "আত্মানং বিদ্ধি"— "আপনাকে জান"। প্রাচীন গ্রীস দেশের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী, কবি, ও শাস্ত্রকার সোলনের একটি প্রসিদ্ধ বিধি,— "Know thyself"—আপনাকে জান।" কথিত আছে যে গ্রীস দেশের ডেল্‌ফী-(Delphi)-নগরে আপোলো (Apollo)দেবের যে প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল, তাহার উপরে উপরোক্ত বিধি বা উপদেশটি খোদিত ছিল।

আত্মজ্ঞানই আত্মোন্নতি ও ধর্ম্মলাভের সোপান। এজন্য, ছান্দোগ্য উপনিষদে তত্ত্বোপদেষ্টা বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি"

[ছাঃ ৮ম অধ্যায়, ৭ম খণ্ড।]

"যিনি সেই আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হন, তিনি সমুদয় লোক ও সমুদয় কামনা লাভ করেন।"

পাশ্চাত্য কবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন ঃ—

"Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power."

—'আত্ম-শ্রদ্ধা, আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-সংযম,—এই তিনটিই জীবনকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে লইয়া যায়।'

জার্ম্মান দেশের সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ও কবি গ্যেটে (Goethe) বলিয়াছেন ঃ—

"The loftiest end to which any man can attain consists in the consciousness of his own sentiments and thoughts, that knowledge of himself which enables him to attain also an insight into the temper and frame of mind of others".

—'উচ্চতম লক্ষ্য যাহা কোন মানুষে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা তাঁহার আপনার ভাব ও চিন্তা সমূহের জ্ঞানে নিহিত,— সেই আত্ম-জ্ঞান যদ্দারা তিনি অন্যেরও স্বভাব ও মনোভাবের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হন।'

কিন্তু এই আত্ম-জ্ঞান—চিন্তা ও ভাব জগতের জ্ঞান লাভ করা যে সহজ নয়, পরন্তু বিশেষ কঠিন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি উপলব্ধি করেন। কিন্তু অল্প লোকেই তাহার চেষ্টা মাত্র করেন।

একজন চিন্তাশীল কবি লিখিয়াছেন ঃ—

"But, more than all unplumb'd,
Unscal'd, untrodden is the heart of man,
More than all secrets hid, the way it keeps.

*　　　*　　　*

Yea, and not only have we not explor'd
That wide and various world, the heart of others,
But even our own heart,........."

—'কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরিমাপিত, অনারোহিত (গিরি সদৃশ), অনধিগত—এই মানব-হৃদয়। সকল গূঢ় তত্ত্ব অপেক্ষা নিগূঢ়,—ইহা যে পথ অনুসরণ করে। ......শুধু তাহাই নহে, আমরা যে সেই বিস্তৃত ও বিচিত্র জগৎ—অন্যের হৃদয়,—আবিষ্কার করি নাই, শুধু তাহা নয়, কিন্তু এমন কি আমাদের নিজেদের হৃদয়ও......'।

সুতরাং, এই পুস্তকে স্বীয় চিন্তা ও ভাব ধারার অনুসন্ধান ও অনুসরণ-প্রসঙ্গে মানব-হৃদয় ও মনস্তত্বের বিশ্লেষণ-সম্বলিত যে অনুসন্ধান, আলোচনা, ও চিন্তা করা হইয়াছে, তাহা 'অলস ভাবুকতা' বলিয়া উপেক্ষণীয় ও অবজ্ঞাভাজন বিবেচিত না হইয়া. মানব-হৃদয় ও মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের সহায়করূপে কিঞ্চিৎ বিবেচনা ও অনুধাবন যোগ্য মনে করিলে, আশা করি, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বা অবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৯-৮-১৯৩০

চিন্তা ও মর্ম্মকথা।

"Grief's sharpest thorn hard pressing on
my breast,
I strive, with wakeful melody, to cheer
The sullen gloom, sweet Philomel, like thee,
And call the stars to listen,............".

অতীতের স্মৃতি।

"We look before and after,
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;"

........."Soft sweet regrets, like sunset
Lighting old windows with gleams day had not.
Ghosts of dead years, whispering old silent names
Through grass-grown pathways, by halls mouldering now.
Childhood—the fragrance of forgotten fields ;
....
Passed like a breath ;...........".

[চিন্তা ও মর্ম্মকথা ।

অতীতের স্মৃতি।

(১)

নিবেদন।

(ক)

[১৯১৯]

হে তারকা-খচিত অনন্ত আকাশ ! তুমি আমার চির-পরিচিত বন্ধুর মত চাহিয়া আছ। শৈশবে যখন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিতাম, তখনও তুমি এমনি চাহিয়া থাকিতে ; আর এখন এই পরিণত বয়সে, দুঃখ-ক্লেশাদি-নিপীড়িত অবসন্ন দেহ-মনে, এই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে যখন ঘোর নির্জ্জনতার মধ্যে, তোমার অনন্ত নীরবতাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া তাহার মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধির চেষ্টা করিতেছি,—এখনও তুমি তেমনি চাহিয়া আছ। আর সব জিনিসের মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি ; কেবল তুমি একাকী অপরিবর্ত্তনীয়রূপে অচ্যুত অক্ষয় পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ বিরাজমান

রহিয়াছ। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তোমার এই পরিবর্ত্তনহীন পুরাতন চির-পরিচিত মুখাকৃতি যেন আমাকে পুরাতন বন্ধুর মত সম্ভাষণ করিতেছে। মনে হইতেছে, তোমার মত আপনার, আর আমার এ জগতে—এই দৃশ্যমান বহির্জগতের মধ্যে—এ সংসারে, কে আছে?

(খ)

[১৯২১]

হে আকাশ! আমার জীবনব্যাপী অনেক দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা তুমি দেখিয়াছ, তুমিই আমার সাক্ষী; আমার মর্ম্মবেদনা, আমার আর্ত্তনাদ, তোমার অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে বিকীর্ণ ও তোমার অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়াছে। তুমিই আমার একমাত্র আশৈশবের পুরাতন বন্ধু—যাহাকে এখনও দেখিতে পাই; আমার ঘোর দুঃখ ক্লেশের মধ্যে তোমার অনন্ত নীলিমা ও সূর্য্যচন্দ্রতারা-খচিত মহিমা অবলোকন করিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করি।

আর, "বৃক্ষইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" :—'বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া একজন আকাশে বিরাজ করিতেছেন', —এই প্রাচীন ঋষি-প্রোক্ত বিশ্বাস এখনও আমার অন্তরে গ্রথিত, মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে,—শত ব্যথা ও আঘাতের মধ্যেও তাহা ছাড়িতে পারিতেছি না। তাই, সেই একমাত্র চিন্ময় সৎ-স্বরূপ পরমব্রহ্মের অনন্ত সিংহাসন, ও প্রতিবিম্বরূপে তোমাকে সম্মান করি।

সুতরাং, হে আকাশ! হে অনন্ত নীরবতা! তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে আমার নিভৃত হৃদয়ের নীরব বেদনা জ্ঞাপন করিব,—আমার মনের কথা বলিব? আজি তাই তোমাকেই আমার মর্ম্মকথা **নিবেদন** করিলাম।

অতীতের স্মৃতি।

(২)

[১৯২০]

আবার অনেক দিন পরে, এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নীরব নিশীথে, হে উদার আকাশ! তোমার শুভ্র-জ্যোৎস্নামর চন্দ্রাতপতলে, আমার নিভৃত হৃদয়ের শত নীরব বেদনা ভেদ করিয়া কত পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! বাল্যের আশাদীপ্ত কত দিবসের স্মৃতি অদ্যকার এই জ্যোৎস্নার সহিত যেন ভাসিয়া আসিতেছে! তখন আশার জ্যোতি দিবসের আলোককে যেন উজ্জ্বলতর করিত; নিশীথের জ্যোৎস্না কল্পনার ঐন্দ্রজালিক তুলিকা-স্পর্শে অধিকতর মোহনরূপ ধারণ করিয়া যেন এক বিচিত্র স্বপ্নলোক রচনা করিত। সেই আকাশ, সেই তারকা, সেই জ্যোৎস্না—এ সকলি ত তেমনি রহিয়াছে। তবে কি যেন নাই! কি যেন চলিয়া গিয়াছে! কি যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছে!—এ পরিবর্ত্তন কি বহিঃ-প্রকৃতিতে, না শুধু আমাদের জীবনে ও আমাদের অন্তরে?

একজন গভীর ভাবুক কবি বলিয়াছেন—

"If I walk in Autumn's even
While the dead leaves pass,
If I look on Spring's soft heaven,—
Something is not there which was.
Winter's wondrous frost and snow,
Summer's clouds, where are they now ?"

—'যদি আমি হেমন্তের সন্ধ্যায়,— যখন মৃত পত্ররাজি চলিয়া যাইতে থাকে,—পরিভ্রমণ করি, যদি আমি বসন্তের মৃদু আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি,—এমন কিছু যাহা ছিল, আর সেখানে নাই। শীতকালের বিস্ময়কর শিলা ও তুষার, নিদাঘের মেঘরাজি,—সে সকল এখন কোথায় ?'

প্রকৃতি হইতে বাস্তবিকই কি কিছু চলিয়া গিয়াছে ? মনে হয় যেন কি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন বাহিরে, বহিঃ-প্রকৃতিতে,—না আমাদের মধ্যে—জীবনে ও অন্তরে ?

চিন্তাশীল মহাকবি Wordsworth বলেন :—

There was a time, when meadow, grove and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem

Apparelled in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.
It is not now as it hath been of yore ;—
Turn wheresoe'er as I may,
By night or day,
The things which I have seen I now can see no more."

'এক সময় ছিল, যখন মাঠ, বন, নদী, এই ধরণী, এবং প্রত্যেক সাধারণ দৃশ্য আমার নিকটে স্বর্গীয় আলোকে সজ্জিত—স্বপ্নের দীপ্তি ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত—বলিয়া মনে হইত। পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখন তেমন নাই ; আমি যে দিকেই ফিরি, দিবসে অথবা নিশীথে, পূর্ব্বে যে সকল দেখিয়াছি, এখন আর দেখিতে পাই না।'

সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, তেমনি রহিয়াছে ; উন্মুক্ত আকাশে জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; তথাপি মনে হয় :—

"But yet I know, where'er I go,
That there hath passed away a glory from the earth"

'কিন্তু তবু জানি আমি, যেদিকেই ফিরি,
ধরা হতে চলে গেছে, যেন কি মাধুরী।'

কেন এরূপ বোধ হয় ? কবি বলিতেছেন ঃ—

"The clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from an eye
That hath kept watch over man's mortality."

—'অস্তগামী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে সকল মেঘ জড় হয়, তাহা মানবের মরত্ব—মানব-জীবনের নশ্বরতা—যে চক্ষু অবলোকন করিয়াছে তাহা হইতে গভীর বর্ণ ধারণ করে।'

জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে মানব-জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া আমাদের অন্তরেই এই পরিবর্ত্তন ?—তবে কেন এই কবিই বলেন ঃ—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky :
So was it when my life began,
So is it now I am a man."

—'হৃদয় মম উঠে গো নাচিয়া, যবে হেরি
রামধনু গগনের মাঝে :
এমনি হইত মম জীবন-প্রভাতে,
এখনো তেমনি হয়, পূর্ণ বয়সেতে।'

জীবন-প্রারম্ভে,—শৈশবে অথবা বাল্যকালে, রামধনু-দর্শনে উক্ত মহাকবির যেরূপ হৃদয়-স্পন্দন হইত, যেরূপ তীব্র আনন্দের সঞ্চার হইত, পরিণত-বয়সে,—প্রবীণ বয়সে, রামধনু-দর্শনে যখন হৃদয়-স্পন্দন হইত, তখনও কি বাল্যের ঐ আনন্দের ঠিক তুল্যরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন? এই শেষোক্ত কালের উক্ত অবস্থায় জাত মনোভাব—হউক তাহা আনন্দময়—ঠিক্ কি বাল্যেরই মত? তাহা কি উক্ত কবির অন্তরেও কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ ভাব পরম্পরার উদ্রেক করিত না? তিনিই ত পূর্ব্বোদ্ধৃত তাঁহার অন্য কবিতাতে (Immortality Odeএ) বলিয়াছেন,—"there hath passed away a glory from the earth,"—'ধরণী হইতে একটি দীপ্তি চলিয়া গিয়াছে,'—এবং আভাস দিয়াছেন যে জীবন-দিবা-শেষে বহিঃদৃশ্যাবলী—মেঘপুঞ্জাদি—প্রবীণ ব্যক্তির চক্ষে,—যে নেত্র মানব-জীবনের নশ্বরতা অবলোকন করিয়াছে, তাহার নিকট—মলিনতর (অর্থাৎ বিষণ্নতা-যুক্ত) আভা ধারণ করে। বাল্যে যখন রামধনু দর্শন করিতেন তখন যাঁহারা জীবিত ছিলেন, বার্দ্ধক্যে রামধনু-দর্শনকালে তাঁহাদের অনেকে যে আর জীবিত নাই, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার শেষোক্ত কালের আনন্দ বিষাদমণ্ডিত হইত না কি?

[আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত কবির হৃদয় পরিণত-বয়সেও রামধনু-দর্শনে যে ভাবে ‘নাচিয়া উঠে’, আমার জীবনের কোনও কালেই আমার হৃদয় যে কিছুতে সেরূপ নাচিত, একথা কোনও ক্রমে বলা চলে না। আমার জীবনে বাল্যকালেও সামান্য যাহা কিছু আনন্দ ছিল, তাহাও বিষাদ-বিরহিত ছিল না। সেই জন্যই যখন কবি-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছি—

"Out of the day and night.
A joy has taken flight,"—

—‘দিবস নিশীথ হ’তে, গিয়াছে আনন্দ’,

তখন সে ‘আনন্দ’ Wordsworthএর—

"The coarser pleasures of my boyish days,
And their glad animal movements."

(*Tintern Abbey*)

—হইতে যে কত ভিন্ন, তাহা যে—

"Delight and liberty, the simple creed
Of childhood,"—(Immortality Ode)

‘স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা, শৈশবের সহজ ধর্ম্ম’—

হইতেও ভিন্ন, তাহা যে Coleridgeএর—

"O ! the joys, that came down shower-like,
Of friendship, love, and liberty."

"বন্ধুত্ব, প্রেম ও স্বাধীনতার যে আনন্দসমূহ বৃষ্টিধারার মত আসিত,"

—তাহা হইতে কত দূরে,

Shelleyর 'joy' ও 'delight' হইতেও কত দূরে,—তাহা কি করিয়া বলিয়া বুঝাইব ? আমার সে 'আনন্দ' যে কত ক্ষীণ ও বিষাদ-মণ্ডিত, তাহা যে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার ভিত্তির উপরেই কিরূপ প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমি বলিয়া বুঝাইতে বুঝি বা অক্ষম !

আমার শৈশবের সে আনন্দ, প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম-চ্ছটার ঈষৎ আভাযুক্ত, কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভাত-গগনের মৃদু আলোকের মত, বলিলে বোধ হয় আমার মনোভাব কতক প্রকাশ করা হইবে।]

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের অন্তরের প্রকৃতি প্রায় সেই একই আছে। কিন্তু, বাস্তব জগতে—বাস্তব জীবনে—অলক্ষিত-ভাবে পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে।

"Life glides away, like a brook ;
For ever changing, unperceived the change,
In the same brook none ever bathed twice,
To the same life none ever twice awoke."

'জীবন তটিনীর মত ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, অনবরত পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি না। (প্রকৃতপক্ষে) একই তটিনীতে কেহ দুইবার স্নান করে নাই, একই জীবনে কেহ দুইবার জাগে নাই।'—যাহা আমরা এক মনে করি ও বলি তাহা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ও নূতন।

মহাকবি Shellyও বলেন,—

"The stream we gazed on then rolled by ;
Its waves are unreturning ;"

—'তখন যে তটিনী নিরীক্ষণ করিতাম তাহা বহিয়া গিয়াছে ;
তাহার প্রবাহ-মালা আর ফিরিতেছে না' ।

তটিনীর ন্যায় জীবনেও পূর্ব্ব-পরিচিত পুরাতন প্রবাহ-মালা বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন যে প্রবাহ বহিতেছে তাহা নূতন ও অপরিচিত। 'তাই জীবনের পরিবর্ত্তিত অবস্থা ও আবেষ্টনের জন্য মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন। তাই জীবনের সেই পুরাতন লহরীমালার জন্য, সেই হারাণো সুরের জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। তাই নিশীথে, নিভৃতে, ।বিষাদিত অন্তরে পুরাতন লহরীমালা

ভাসিয়া আসিতে থাকে,—মানস-পটে **অতীতের স্মৃতি** ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

বঙ্গ-কবিচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন তাই আক্ষেপ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে ?"

জীবন-নদের নীর শুধু যে স্থির নয় তাহা নহে ; আমরা দেখিলাম যে পূর্ব্বের সলিলরাশি একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। সেই অতীত দিনে যে জাহ্নবী-সলিলে অবগাহন করিয়াছিলাম, সে সলিলরাশি বহুকাল পূর্ব্বেই মহাসাগর-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আপাত-দৃষ্টিতে যেন সেই জলই আছে : সেই পূর্ব্বের পরিচিত ঘোলা গঙ্গাজল, সেই পোতাবলীর গমনাগমনে আন্দোলিত তরঙ্গমালা ! কিন্তু হায় ! এ সবই যে ভিন্ন। ভিন্ন জল-রাশি, ভিন্ন পোত-সমূহের সঞ্চালনে আন্দোলিত ভিন্ন তরঙ্গমালা ! সেইরূপ আমাদের জীবন-জাহ্নবীতেও সব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন জীবনের যে তরঙ্গমালার প্রবাহে সন্তরণ করিতে ছিলাম, এখন আর সে সকল বর্ত্তমান নাই ; ভিন্ন জলে, ভিন্নভাবে, হয়ত ভিন্নদিকে, ভিন্নরূপ স্রোত বহিতেছে ; ভিন্ন ও ভিন্নরূপ তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে ; ভিন্ন পোতের সঞ্চালিত

প্রবাহ আঘাত দিতেছে; অনুকূল স্রোতের স্থানে প্রতিকূল স্রোত বহিতেছে। জীবনের সে জলপ্রবাহ, সে তরঙ্গমালা, সে স্রোত, বহুকাল পূর্ব্বেই কালের মহাসাগর-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

(৩)

দিনের সৌরকর যেরূপ উজ্জ্বল, নিশীথের জ্যোৎস্না —যেরূপ স্নিগ্ধ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত—তখন ছিল, এখনও প্রকৃতপক্ষে সেইরূপই আছে। পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ আমাদের জীবনে ও অন্তরে। তখনকার আলোক যে কল্পনার প্রভায় উজ্জ্বলতর দেখাইত,—

"The light that never was, on sea or land
The consecration and the Poet's dream" ;

—'যে আলোক জলে বা স্থলে কোথাও ছিল না, সেই (কল্পনার) নৈবেদ্য, এবং কবির স্বপ্ন'—তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু শুধু তাহাই নয়;—প্রধান পরিবর্ত্তন এই যে, তখনকার দিনের আলোক **জীবন-প্রভাতের অরুণ-রাগ-রঞ্জিত ছিল :** তখন সমস্ত জীবন সম্মুখে ছিল, সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্র

সম্মুখে প্রসারিত দেখিতাম, **আশার** প্রভায় সমস্ত উজ্জ্বলাকার ধারণ করিত। এখন যে বাস্তবের আঘাতে কল্পনার সৌধ চূর্ণ হইয়াছে, শুধু তাহা নয়; জীবনের যে দিনগুলি ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। তাহা সুখের দিন ছিল বলিয়া যে খেদ, তাহা নয়। বলিয়াছি ত' আমার জীবনে তাহা বড় সুখের ছিল না: তখনকার যেটুকু সামান্য আনন্দ ছিল, তাহা বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার ও আশার উপরেই অনেক বেশী নির্ভর করিত ঃ—

"There were sweet dreams in the night
Of time long past :
And was it sadness or delight,
Each day a shadow onward cast
Which made us wish it yet might last
That time long past."

'সেই সুদূর অতীত দিনে,
আশাও কল্পনার স্বপ্ন ছিল, এবং বিষাদ বা আনন্দ যাহাই থাকুক, প্রতিদিবস সম্মুখে ছায়াপাত করিত, যাহাতে ইহা আরও থাকুক এ ইচ্ছা করিতে হইত।'

"And the thoughts of youth are long,
long thoughts".

'এবং বাল্যকালের চিন্তাসমূহ দূর—দূর-প্রসারিত।'

কিন্তু শুধু যে কল্পনার স্বপ্ন বিলীন হইয়াছে, তাহা নয়; বাস্তব জীবনেও ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কবি কোল্‌রিজ বলিয়াছেন ঃ—

"Life's current then ran sparkling
to the noon,
Or silvery stole beneath the
pensive moon:
Ah! now it works rude brakes among,
Or o'er the rough rock bursts and
foams along!"

'জীবনের স্রোত তখন মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে চাক্‌চিক্য-সহকারে প্রবাহিত হইত, কিম্বা চিন্তাযুক্ত (চিন্তা-উদ্দীপক) চন্দ্রালোকতলে রজত-ধারায় প্রবাহিত হইত: হায়! এখন ইহা বর্ব্বর জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিতেছে, বা বন্ধুর শৈলের উপরে বিদীর্ণ হইয়া ফেনায়িত হইয়া বহিতেছে।'

—তখন যে জীবন আশালোকদীপ্ত উজ্জ্বল ধারায় প্রবাহিত হইত, তাহা এক্ষণে নানাপ্রকার প্রতিকূলতার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে, মন্থরগতিতে, ও

কখনও বা বাস্তব বিরুদ্ধতার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ফেনায়িত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়াছে।

আশার স্বপ্নও চূর্ণ হইয়াছে।

"Lighter than air, Hope's summer visions die,
If but a fleeting cloud obscure the sky ;"

—'বায়ু অপেক্ষাও লঘু, আশার নিদাঘ-স্বপ্নসমূহ বিনষ্ট হয়, যদি একটি প্রবহমান (বাস্তবের) মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করে।'

যে দিনগুলি গিয়াছে তাহার আলোকই যে শুধু নিবিয়া গিয়াছে, তাহা নয় : জীবনের কার্য্য সাধনের—কর্ম্ম-সাধনার,—অবসর ও সুযোগও লইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই, অনুভব করিতেছি ঃ

"Like the ghost of some dear friend dead
Is time long past.
A tone which is forever fled,
A hope which is now forever past."

—'সুদূর অতীতকাল, মৃত প্রিয়বন্ধুর প্রেতের মত,
—একটি সুর যাহা চিরতরে পলাইয়াছে,
একটি আশা যাহা চিরতরে চলিয়া গিয়াছে।'

তখন চিত্ত ভবিষ্যতের দিকে আশা ও উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রসারিত ছিল। এখন তাহার নিরাশ, বিষাদ-ম্লান, সজল নয়ন নত-দৃষ্টি বা অন্তর্নিবদ্ধ। সেই জন্যই,—

"There is regret, almost remorse,
For time long past :
'Tis like a child's beloved corpse
A father watches".........

অর্থাৎ—'সুদূর অতীতকালের জন্য খেদ, প্রায় অনু-শোচনা, আছে ; উহা প্রিয় সন্তানের মৃতদেহের মত—যাহা তাহার পিতা নিরীক্ষণ করিতেছেন'।

(৪)

[১৯২১]

গভীর দুঃখের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অতীত দিবসের নির্ব্বাপিত আলোকের স্মৃতি কত মধুর বলিয়া মনে হয়! তাহার সহিত কত বেদনা বিজড়িত, তবু তাহা এক করুণ স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে।

"Oft in the stilly night

*　　*　　*　　*

Sad memory brings the light

Of other days around me":

'কত সময়ে নীরব নিশীথে, বিষাদময় স্মৃতি অন্য (অতীত) দিবসের আলোক আমার চতুর্দ্দিকে লইয়া আসে!"

কত কথা মনে পড়ে—

"The smiles, the tears

Of boyhood's years."

'বালক-কালের হাসি কান্না,'

"The eyes that shone.

Now dimm'd and gone"

—সেই 'কত হর্ষোজ্জ্বল নয়ন, যাহা এখন নিবিয়া গিয়াছে',—

সেই গৃহ যেখানে আমি জন্মিয়াছিলাম,—

["I remember, I remember

The house where I was born".]

—'মনে পড়ে, মনে পড়ে, সেই গৃহখানি,

যথায় প্রথম আমি হেরিনু ধরণী'—

যেখানে আমার বাল্যকাল কাটাইয়াছিলাম, সেই বাড়ী, সেই বাগান, সেই, তখন প্রভাতে সূর্য্যালোক কেমন উজ্জ্বল ও মধুর মনে হইত ! সেই কত বিহগের প্রভাতী-গান,—কলকাকলী,—হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে কত সঙ্গীত সমুত্থিত করিত,—কত আশার রাগিণী বাজাইত।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন,—

"That a sorrow's crown of sorrow is
Remembering happier things", —

'যে, দুঃখের পরম চূড়াও অপেক্ষাকৃত সুখকর বিষয় স্মরণ করিতেছে' ; তাই, আমার বর্ত্তমান দুঃখ ক্লেশের মাঝখানে অতীতের স্নিগ্ধ অরুণালোক অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। এই প্রকার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া মনস্তত্ত্বজ্ঞ কবি কোল্‌রিজ লিখিয়াছিলেন :—

"Visions of childhood ! oft have ye
beguiled
Lone manhood's cares, yet waking
fondest sighs :
Ah ! that once more I were a careless
child !"

'শৈশবের দৃশ্যাবলী ! অনেক সময়ে তোমরা পরিণত-বয়সের জীবনের নিভৃত ভাবনা চিন্তা-সমূহকে অপনয়ন করিয়াছ,—যদিও কাতরতম দীর্ঘশ্বাস উত্থিত করিয়াছ ঃ হায় ! যদি আমি পুনরায় ভাবনাবিহীন শিশু হইতাম !'

যখন দুঃখ ক্লেশ নিবিড় হইয়া উঠে, তখন যেন মনে হয় মৃত্যু-যন্ত্রণার মাঝেও চিদাকাশে এক মন-পাখী গাহিতেছে'—

"I bear away with me
The sunshine's dear remembrance,
and the low
Soft murmurs of the spring."

'যেতেছি লইয়া সাথে, মরণের দেশে,
দিনমণি-কিরণের স্মৃতি সুমধুর,
আর বসন্তের মৃদু, অস্ফুট মর্ম্মর' ।*

[মূলের - "Spring শব্দটি হয়ত 'বসন্ত' না হইয়া 'নির্ঝর' অর্থে ব্যবহৃত ; সুতরাং ঠিক অনুবাদে, ৩য় চরণ ঃ—'আর নির্ঝরের মৃদু, অস্ফুট মর্ম্মর',—হয়ত এইরূপ হইবে। কিন্তু, আমার নিজের মনে কোন 'নির্ঝর' অপেক্ষা 'বসন্তের' স্মৃতিই মুদ্রিত। তাই, আমার 'মর্ম্ম-কথায়' 'বসন্তের' কথাই লিখিলাম ।]

(৫)

নীরব নিশীথে সহসা এক কোকিলের ঝঙ্কার বসন্তের পুনরাগমন-বার্ত্তা শুনাইয়া দিল। প্রতি বৎসর, শীতের অবসানে অবসন্ন শুষ্ক ধরণী পুনরায় নবীন জীবন লাভ করিয়া নব পত্র-পুষ্পে শোভিত হর্ষোজ্জ্বল শ্রী ধারণ করে। কিন্তু আমাদের জীবনে বসন্ত একবার আসিয়া চলিয়া গেলে, হায়! আর কখনও ফিরিয়া আসে না।

—"The moments we forego
Eternity itself cannot retrieve."—

—'যে মুহূর্ত্তগুলি আমরা হারাই, অনন্তকালও তাহা পুনরুদ্ধার করিতে পারে না।'

কোকিলের ঐ এক 'কুহু' স্বরের কত গভীর ব্যঞ্জনা, কত নিবিড় অর্থজ্ঞাপক ভাবপরম্পরার আভাষ ও ছায়া-পাত! পৃথিবীর নিকটে তাহা নব-বসন্ত-সমাগমের হর্ষোৎফুল্ল বার্ত্তা,—নবীন বসন্তের প্রথম সঙ্গীতধারা।

কিন্তু আমার নিকটে আজ তাহা কত গভীরতর করুণ সঙ্গীতের সুর সমুত্থিত করিতেছে। আমার অন্তরে, ঐ একটি মাত্র 'কুহু'-রবের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-প্রভাতের অরুণ-রাগ-রঞ্জিত দিবসের স্মৃতি—সেই একটি তরু-চ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন পল্লীগ্রামের সৌরকরোজ্জ্বল শ্যামলশ্রী—

নববসন্ত-সমাগমে উৎফুল্ল, নব-প্রস্ফুটিত কুসুম ও মুকুলিত আম্রবৃক্ষ-নিচয়ের সৌরভে আমোদিত—তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! তাহার পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে;

'কত দীর্ঘ শীত গ্রীষ্ম গিয়াছে চলিয়া',—

কত পরিবর্ত্তনের স্রোত জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; তখনকার কত সুপরিচিত মুখ মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে; কত আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে, কত আনন্দ নিরানন্দে পর্য্যবসিত হইয়াছে; জীবনের ছোট বড় কত বস্তুই কালের মহা-সাগর-গর্ভে চির-বিসর্জ্জন লাভ করিয়াছে! তাই মনে হয়,—

"কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় আসিনু হায়!"

তাই 'তখন' আর 'এখন'-কার মধ্যে কি ঘোর পরিবর্ত্তন—

"Ah! for the change twixt Now
and Then!"

—ভাবিয়া রোমাঞ্চিত হই,—

'Trembling at that where I stood before'

—'যথায় দাঁড়ায়েছিনু, শিহরি ভাবিয়া।'

এখন, যদি কি ছিল কি নাই, কি আছে কি গিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ করিতে বসি, তাহা হইলে বুঝি আর কূল-কিনারা পাই না! যখন ঐ কোকিলের স্বর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন যেন মনে হইল, তাহা স্থান ও কালের সুদীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেই আমার জন্মভূমি ও বাল্যের আবাস ও ক্রীড়াস্থল সেই প্রিয় পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধশীতল তরুচ্ছায়ার মধ্য হইতে ও সেই বহুদিন অতীত আমার বাল্যকাল হইতে আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতির সুর-পরম্পরা অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কত কথাই মনে হইতে লাগিল: শৈশবের কথা—স্বপ্নের মত;—বাল্যের কথা—যখন বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মের ছুটিতে সাগ্রহে সেই পল্লীগ্রামের বাটীতে গিয়া আনন্দে কয়েক-দিন কাটাইতাম। তাহার সহিত, সেই আশা ও উৎসাহ-দীপ্ত বাল্যকালের আনন্দ-সমন্বিত মনোভাব ও অনুভূতির স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্মৃতি আমার বর্ত্তমান বিষাদান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎরেখার মত খেলিয়া গেল। তখন আমি নিজের অনুভূতির মধ্যে, Wordsworthএর "Reverie of Poor Susan" নামক বহুবৎসর পূর্ব্বে অধীত কবিতাটির মর্ম্ম গভীরতররূপে হৃদয়ঙ্গম

করিলাম ঃ তখন আরও ভাল করিয়া বুঝিলাম, কেন 'Poor Susan' মহা-নগরীর রাস্তার মাঝে একটি Thrush পক্ষীর গান শুনিয়া—

"She sees

A mountain ascending, a vision of tress ;"

—যেন তাহার জন্মভূমির—'পর্ব্বত ও তরুরাজির ছবি দেখিল',

"And a single small cottage, a nest
like a dove's
The one only dwelling on earth she loves".

—'আর দেখিল, একটি ক্ষুদ্র কুটীর,—কপোতের বাসার মত,—পৃথিবীর সেই একমাত্র আবাসগৃহ - যাহা তাহার প্রিয়।' আমারও কোকিলের ডাক শুনিয়া জন্মভূমি সেই প্রিয় পল্লীগ্রামের ও বাল্যের আবাস-ভূমি সেই পুরাতন গৃহের, কথাই মনে হইতে লাগিল।

শুধু কোকিলের ডাক শুনিয়া নহে, যখন বসন্ত-সমীরণের মৃদু হিল্লোল আসিয়া শরীরকে স্পর্শ করিল, যখন নিশার নীরবতার মধ্যে নব-বসন্ত-সমীরণের একটি হিল্লোল আসিয়া আমার দুঃখক্লেশ-অবসন্ন দেহ-মনের উপর দিয়া খেলিয়া গেল, যখন সেই নৈশ শীতল বায়ু

আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল,—তখনও যেন তাহা আমার অবসন্ন দেহ-মনে পুনরায় ক্ষণিকের জন্য চেতনা-সঞ্চার করিল, ও আমার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল :

আমার সেই অতীতের কথাই মনে হইতে লাগিল —সেই তরুচ্ছায়াশীতল পল্লীগ্রামে অতিবাহিত শৈশবের কথা ; তথায় অতিবাহিত বাল্যের নিদাঘ-অবকাশ-কালের কথা ; সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বয়সের আশা-ও-উৎসাহ-দীপ্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ক্ষণিকের জন্যও মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল ! তখন অনুভব করিলাম,—

"I remember the gleams and glooms that dart
Across the schoolboy's brain ;
The song and the silence in the heart,
That in part are prophecies and in part
Are longings wild and vain."

—'মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের বালকের মস্তিকের মধ্য দিয়া যে দীপ্তি-রেখা ও তিমিররাজি ধাবিত হয় ; হৃদয়ে গীতি ও নীরবতা, যাহা অংশতঃ ভবিষ্যদ্বাণী, ও অংশতঃ অনিয়ন্ত্রিত ও শূন্যগর্ভ আকাঙ্ক্ষাসমূহ ।'

—সেই সময়ের কথা, যখন অন্তরে একটুখানিও আনন্দ ছিল,—অন্যের তুলনায় তাহা অতি ক্ষীণ হইলেও এবং সে সময়েও আমার জীবনে দুঃখ-কষ্টের অভাব না থাকিলেও, তাহা আনন্দ ; সেটা কিরূপ, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিক-কবির মনোজ্ঞ ও মর্ম্ম-জ্ঞাপক বাণীতেই যেন তকটা পরিব্যক্ত :—

"There was a time when, though my
path was rough,
This joy within me dallied with distress,
And all misfortunes were as the stuff.

Whence Fancy made me dreams of
happiness :
For hope grew around me, like the
twining vine,
And fruits and foliage not my own.
seemed mine.
But now afflictions bow me down to
earth."

—'সে এক সময় ছিল যখন, যদিও আমার জীবন-পথ কর্কশ বা বন্ধুর ছিল, আমার মধ্যে এই **আনন্দ** দুঃখের সহিত খেলা করিত, এবং সকল দুর্ভাগ্য দিয়া

কল্পনা সুখের স্বপ্ন নির্ম্মাণ করিত ঃ কারণ আমার চারিধারে দ্রাক্ষালতার মত, আশা(-তরু) বর্দ্ধিত হইত, এবং ফল ও পত্র—যাহা আমার নয়-আমার বলিয়া মনে হইত। (অর্থাৎ, যে সকল আশা আমার জীবনে পুষ্পিত ও সফল হইবে না, তাহাও যেন হইবে বলিয়া মনে হইত।) কিন্তু এখন দুঃখক্লেশসমূহ আমাকে ধরণীতে লুন্ঠিত করে!'

[১১২৩

(৬)

[আমার নিভৃত-চিন্তা-সিন্ধু-ধারার লেখা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে যে স্থলে থামিয়াছিলাম, তাহার পরে যে অনেক দিন কাটিয়া গেল, ও অনেক বাধা উপস্থিত করিল, শুধু তাহা নয়. ঘোর কাল-সিন্ধুর প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আকস্মিক ঘোর বিপৎপাত ও তীব্র শোকের নিবিড়-অন্ধকারে আমার জীবনকে কিরূপ আচ্ছন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিল,—সে কথা অথবা সে সকল সময়ের আমার 'মর্ম্মকথা' বা মর্ম্মবেদনা' এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে এ প্রবন্ধে পূর্ব্বচিন্তার ধারা সম্পূর্ণ

বিলোড়িত, ও পূর্ব্বচিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইত, (এবং সে সকল তীব্র ঘোর ভাবতরঙ্গ-নিচয় ভাষায় প্রকাশ করাও বোধ হয় অসম্ভব হইত) ; তাই তাহার কিয়দংশ মাত্র স্বতন্ত্র নিবন্ধে* অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে ;

মধ্যে কালের প্রবাহ আমার চিত্তকে নিদারুণ ভাবেই বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং পূর্ব্বচিন্তার ধারা ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব করিয়াছে।

"We cannot kindle when we will
The fire that in the heart resides,
Our spirit bloweth and is still,
In mystery our soul abides :
But tasks in hours of insight will'd
Can be through hours of gloom fulfill'd."

'আমরা যখনই ইচ্ছা করি, (হৃদয়ে) যে অগ্নি বাস করে, তাহা প্রজ্জলিত করিতে পারি না ; আমাদের প্রাণধারা প্রবাহিত হইয়া আবার স্থির হইয়া যায়,

* ['শোকান্ধকারে' শীর্ষক নিবন্ধ ঃ তাহা 'তত্ত্বকৌমুদী' নামক পাক্ষিক পত্রিকার ১৩২৯ সালে **১লা আষাঢ়ের** সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। নিবন্ধটি সম্প্রতি সম্পূর্ণাকারে একটি পরিশিষ্টসহ স্বতন্ত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে।

'আমাদের আত্মা রহস্যের মধ্যে অধিষ্ঠান করে :—কিন্তু (শান্ত) অন্তর্দৃষ্টির কালে সঙ্কল্পিত কার্য্যসমূহ, (দুঃখ-) তিমিরাচ্ছন্ন কালের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়'—ইহা আমি অনুভব করিতেছি। কারণ—তাহার পর, প্রায় দুই বৎসর পরে আজ আবার এই সুগভীরতর নিশীথে, আজ প্রায় শীতাবসানে সহসা কোকিলের সেই ঝঙ্কার এবং সেই চির-পরিচিত কৌমুদীর নিশাশেষের ম্লান করুণ আলোক, ক্ষণিকের জন্য আমার মানস-পটে পূর্ব্ব-চিন্তাধারার ছায়াপাত করিল ; তাই আমি আমার ছিন্ন-চিন্তাসূত্র পুনর্ব্বার ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।]

—০—

কেন এই নিশার নীরবতার মধ্যে ফিরিয়া ফিরিয়া **সুদূর অতীতের** কথা মনে হয়, কেন সেই '**অতীতের স্মৃতি**' অন্তরে জাগিয়া উঠিতে থাকে ? কেন কোকিলের স্বর সহসা তাহা চিত্ত-বীণায় ঝঙ্কৃত করে ? কেন নিশায় উন্মুক্ত আকাশের বিশুদ্ধ শীতল বায়ু তাহা পুনঃ পুনরুদ্রিক্ত করে ? কেন একটি মাত্র ধ্বনি, একটি মাত্র স্পর্শ, শুধু তাহাই নয়—অনেক রূপেই—একটি মাত্র ধ্বনি, স্পর্শ বা গন্ধ (একটি কুহু-ধ্বনি, বায়ুর একটি হিল্লোলের স্পর্শ, বা একটি ফুলের গন্ধ)—সেই

অতীত জীবন-প্রভাতের স্মৃতি, সেই শৈশবের আবাসস্থল সেই তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পল্লীগ্রাম ও সেই পুরাতন গৃহ, ও তথায় যাপিত কালের স্মৃতি মানস-পটে পুনঃ-প্রতিবিম্বিত করে ?

অবশ্য আমার জীবনে ইহার কয়েকটি ব্যক্তিগত কারণও ছিল, তাহা স্মরণ ও উপলব্ধি করিয়াছি।

ভাবুকগণ বলেন,

"Coming events cast their shadows before".

—'আসন্ন ঘটনাবলী তাহাদের ছায়া পূর্ব্বে পাত করে।'

অনেক সময়, পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ঘটনাতেও আসন্ন ঘোর দুঃখ, শোক বা বিপদের করাল ছায়া পড়ে। আমার জীবনেও, তাহার অল্পদিন-পরবর্ত্তী কয়েকটি ঘটনাতে, পরে একথা আমার মনে উদিত হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলীও আভাস দিয়াছে কিরূপে সে সকলের পূর্ব্ব-গামিনী ছায়া হয়ত অলৌকিক রহস্যময় কারণে বিপরীত প্রতিবিম্ব তুলিতে সহায়তা করিয়াছে।

যথা:—(১) তাহার পরেই উক্ত পুরাতন বাটীখানি বিক্রীত হইয়া যায়, (ইহা সেই বাটী ও সেই বাটীতে

এই শ্রেণীর কারণ-নির্দ্দেশ বা তাহাতে বিশ্বাস,—"mysticism" বা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত-তত্ত্বে বিশ্বাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সুতরাং তাহা যুক্তি, তর্ক বা সম্যক্ আলোচনার ঠিক যোগ্য না হওয়া সম্ভব ; এজন্য তাহার আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আর একটি কারণও আমার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং এক অর্থে ব্যক্তিগত কারণ ; অথচ ইহা অন্য অনেকেও অল্লাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন। আমার বর্ত্তমান জীবন দুঃখান্ধকারাচ্ছন্ন ; সুতরাং আমার মন স্বভাবতঃই সেই সুদূর অতীতের—শৈশবের ও বাল্যের, অপেক্ষাকৃত আনন্দ-সমন্বিত কালের দীপ্তির - জীবনের অরুণ-রাগ-দীপ্তির -- দিকে যে সতৃষ্ণনয়নে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু অন্যেও এই ভাব অনুভব করিয়াছেন : কোনও কোনও ভাবুক বা কবি তাহা কবিতায় বা গদ্যনিবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন।

Shelly করুণ-মধুর গীতি-কবিতায় গাহিয়াছিলেন—

"Out of the day and night
A joy has taken flight,"
—'দিবস নিশীথ হ'তে গিয়াছে আনন্দ।'

Thomas Hood শৈশবের কথা স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন—

"My spirit flew in feathers then
That is so heavy now"

—'তখন আমার প্রাণ ডানা মেলিয়া উড়িত,—এখন তাহা বিষাদ-ভারাক্রান্ত !'

Thomas Moore অতীত দিন ও গতাসু বন্ধুবর্গের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"I feel like one
Who treads alone
Some banquet-hall deserted
Whose ligts are fled
Whose garlands dead,
And all but he departed !"

—'আমার বোধ হয় আমি যেন কোন পরিত্যক্ত উৎসব-গৃহে একাকী বিচরণ করিতেছি, যেখানকার দীপাবলি (নিবিয়া) গিয়াছে, কুসুমমালাসমূহ বিশুষ্ক হইয়াছে, এবং আমি ভিন্ন আর সকলেই মহাপ্রস্থান

করিয়াছে।' এবং অন্যত্র বলিয়াছেন, যে *যেমন পথিকগণ সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে যাইতে তাহাদের পশ্চাতে পরিত্যক্ত ক্ষীণ আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য অনেক সময় পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে, তেমনি আনন্দের দিনের অবসানের বিষাদময় মুহূর্ত্তে,—

"We turn to catch one fading ray
Of joy that's left behind us."

'আমাদের পশ্চাতে পরিত্যক্ত আনন্দের একটি মাত্র ক্ষীণরেখা ধরিবার জন্য ফিরি'।

ইঁহাদের কাহারও পরবর্ত্তী জীবন, আমার বর্ত্তমান জীবনের মত ঘোর-দুঃখ-সমাচ্ছন্ন ছিল না, একথা আমি

*["As travellers oft look back at eve
When eastward darkly going,
To gaze upon that light they leave
Still faint behind them glowing,—
So, when the close of pleasure's day
To gloom hath near consign'd us,
We turn to catch one fading ray
Of joy that's left behind us."]

জোর করিয়া বলিতে পারি। তবু তাঁহারাও কেন এরূপ ব্যাকুল ও সতৃষ্ণভাবে অতীতের দিকে চাহিয়াছেন? কেন Wordsworthএর মত 'Optimist' বা 'সর্ব্ব-মঙ্গলবাদী'—যিনি পরিণত ও প্রবীণ-জীবনে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও দুঃখক্লেশহীন প্রশান্ত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, তিনিও বলিয়াছেন—

"Life is but a tale of morning grass
Wither'd at eve",

—'জীবন, প্রভাতের নব-দূর্ব্বা, সন্ধ্যায় বিশুষ্ক,—তাহারি কাহিনী" ?

তাঁহাদের পরিণত-জীবনে যে আনন্দ ছিল না, তাহাত কোনও মতেই বলা যায় না; তবে কেন তাঁহারা এরূপ বিষাদময়, ও অতীতের প্রতি সতৃষ্ণ, মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ?—

Byron কথাটার রহস্য কতকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সত্যের একদিক্ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন :—

"There's not a joy the world can give
like that it takes away
When the glow of early thought declines
in feeling's dull decay ;

"Tis not in youth's smooth cheek the
blush alone which fades so fast,
But the tender bloom of heart is gone,
ere youth itself be past."

'সংসার যে আনন্দ লইয়া যায়, তাহার তুল্য কোন আনন্দ দিতে পারে না ; তরুণ বয়সের অনুভূতির দীপ্তি ম্লান শুষ্কতায় পরিণত হয় ;...তরুণ বয়স না যাইতেই হৃদয়ের কোমল ফুল্লতা চলিয়া যায় (বিনষ্ট হয়) ।'

কাল-সাগরের তরঙ্গমালা চিরন্তন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে ।—

"But the tender grace of a day that
is dead
Will never come back to me."
—(Tennyson)

—'কিন্তু যে দিন মহাপ্রস্থান করিয়াছে, তাহার কোমল মাধুর্য্য আমার নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না ।'

কথাটা সুতরাং কতকটা এই দাঁড়াইতেছে যে, শুধু যে বাস্তব-জীবনেই পরিবর্ত্তন, তা' নয়, আমাদের হৃদয়ের, অন্তরের, মধ্যেও পরিবর্ত্তন : আমাদের হৃদয়ও তাহার প্রথম কালের তরুণতা, আনন্দ-প্রবণতা হারায় ।

তবে, সকলের অন্তরের মধ্যে ঠিক একরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। Byron যে-ভাবে বলিয়াছেন, সে-ভাবে পরিবর্ত্তন তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে Wordsworthএর মত কাহারও কাহারও মনের প্রথম বয়সের তরুণতা সম্পূর্ণ যায় না। Wordsworth ত বলেন, তাঁহার এ বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—তাইত তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রথম বয়সেও ("জীবন-প্রারম্ভে") রামধনু-দর্শনে হৃদয় যেরূপ উৎফুল্ল হইত, পূর্ণ-বয়সেও সেইরূপ 'নাচিয়া উঠে'। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের—হৃদয়ের—স্বভাবজাত প্রকৃতি সেই একই আছে, আমাদের অন্তরের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বাস্তব-জীবনের ঘটনাবলীর, ও আবেষ্টনের ঘাত-প্রতিঘাতে, এবং কালের প্রবাহে পরিবর্ত্তমান জীবন-ধারায় আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই হইয়াছে,—আমাদের মনের দৃষ্টির—outlookএর পরিবর্ত্তন হইয়াছে:—জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এক গভীরতা ও বিষাদ আসিয়া আমাদের অন্তরের মূল (essential) প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছে।

Wordsworthএর মত যাঁহার মনের বাল্যের তরুণতা ও আনন্দ-প্রবণতা যায় নাই (যেমন Byron

প্রভৃতি অনেকে গিয়াছে বলিয়া অনুভব ও ব্যক্ত করিয়াছেন), ও যাঁহার পরবর্ত্তী জীবন দুঃখ-ক্লেশাদি-ভারাক্রান্ত হয় নাই, তিনিও শোকের আঘাত সহ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"A deep distrees hath humanized my soul," 'একটি ঘোরদুঃখ আমার আত্মাকে মানবীয় কারুণ্যযুক্ত করিয়াছে'; এবং এই জন্যই বলিয়াছেন (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যে 'অস্তগামী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকের মেঘ, মানবের মৃত্যু-প্রবণতা-পর্য্যবেক্ষণকারী নয়নের নিকট ঘোরবর্ণ ধারণ করে': অর্থাৎ মানবের মধ্যে মৃত্যুর লীলা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে আমাদের (সকলেরি) অন্তিম জীবনে অন্তর অপেক্ষাকৃত বিষাদমণ্ডিত হয় ও সেইজন্য সকল বস্তুই আমাদের চক্ষে পূর্ব্বের উজ্জ্বলতা কিয়ৎপরিমাণে হারায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সকলেরি প্রথম বয়সের ফুল্লতা বা আনন্দ-প্রবণতা অল্পাধিক হ্রাস হয়।

[অবশ্য আমার মত যাহার পরবর্ত্তী জীবন সম্পূর্ণ দুঃখান্ধকারচ্ছন্ন, যাহার সকল আশা—নিরাশায় পরিণত হইয়াছে, যাহার স্বজনগণ একে একে ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহাদের স্থান পূরণ

করিবার নাই ও আসিতেছে না, যাহার রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ শতক্লেশের পীড়ন নিয়ত বর্ত্তমান রাখিয়াছে,—তাহার অন্তরে এই পরিবর্ত্তন গভীরতমরূপে অনুভূত : তাহার নিকট আনন্দ কেবলমাত্র স্মৃতির ও কল্পনার বস্তু। তাই, এত তীব্র ও করুণভাবে আমার অন্তরে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে থাকে। তাই বুঝি আমার এখন বাল্যের কথা এত বেশী মনে পড়ে!]

কিন্তু অন্যেরও **শৈশবের** কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে, ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি ; এবং ভাবুক কবিগণ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কেবল অতীতের অপেক্ষাকৃত আনন্দের দিনের কথা নয় :—বিশেষভাবে বাল্যের কথা। আর শুধু বাল্যের কথাও তত নয় :—এই নগরীর কল-কোলাহলের মধ্যেও আমার বাল্যকালের অনেকাংশ—বিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন —অতিবাহিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাও তত নয়, যতটা আমার জন্মস্থান—সেই অপেক্ষাকৃত নিভৃত, শান্ত তরু-চ্ছায়াচ্ছন্ন পল্লীগ্রামে অতিবাহিত প্রথম-জীবন বা শৈশবের কথাই মনে পড়ে।

"And with joy that is almost pain
My heart goes back to wander there,
And among the dreams of days that were
I find my lost youth again".

—(Longfellw.)

'এবং আনন্দের সহিত—যাহা প্রায় কষ্টের মত,—আমার চিত্ত সেখানে পরিভ্রমণ করিতে ফিরিয়া যায়, এবং অতীত দিনের স্বপ্ন-পুঞ্জের মধ্যে আমার হারাণো তরুণতা খুঁজিয়া পাই।'

মনস্তত্ত্বাধ্যায়ী চিন্তাশীল মহাকবি Wordsworthও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"Our childhood sits,
Our simple childhood, sits upon a throne
That hath more power than all the
elements".

—'আমাদের শৈশব,—আমাদের সাদাসিধে শিশুকাল —একটি সিংহাসনে (বা উচ্চ আসনে) অধিষ্ঠিত, চতুর্ভূত অপেক্ষাও যাহার অধিক শক্তি আছে।'

এবং অন্যত্র তিনি 'কেন এরূপ হয়' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর-অন্বেষণে মানব-মনের এক গভীর তত্ত্বের উদ্ঘাটন করিয়াছেন :—

"Ah ! why in age
Do we revert so fondly to the walks
Of childhood—but that there the soul discerns
The dear memorial footsteps unimpaired
Of her own native vigours—thence can hear
Reverberations ; and a choral song
Commingling with the incense that ascends
Undaunted toward the imperishable heavens,
From her own lonely altar ?"

—'আহা ! কেন আমরা প্রবীণ বয়সে শৈশবের পথে ফিরি ? কারণ এই নয় কি যে, সেখানে আত্মা তাহার স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির পদক্ষেপের প্রিয় স্মৃতি-চিহ্ন অটুট উপলব্ধি করে—সেখান হইতে প্রতিধ্বনি শুনিতে পায় ; এবং একটি সমবেত-কণ্ঠ সঙ্গীত, অক্ষয় আকাশের দিকে নির্ভয়ে যে পূজা-ধূপ তাহার নিভৃত পূজা-বেদী হইতে উঠিতেছে, তাহার সহিত মিশাইতে থাকে।' অর্থাৎ আত্মা তাহার স্বীয় জীবনের

ক্রম-বিকাশের ইতিহাসের আভাস প্রত্যক্ষ করে; এবং তাহাতে তাহার এই অনুভূতির পুলকে ঊর্দ্ধাভিমুখী আনন্দ-গান অন্তরে বাজিয়া উঠে।

(৭)

১৯২৪

তাই বুঝি আমার সেদিন (এখন তাহা তিন বৎসর পূর্ব্বে স্মৃত একটি দিন—তখনও তীব্রতম শোকের আঘাত আমার উপরে পড়ে নাই) কেবল সেই শৈশবের পল্লীগ্রামের পথে পথে—সেই তরুচ্ছায়া-শ্যামল পথে—এবং সেই খোলামাঠের পথে,—যেন আমার চিত্ত ব্যাকুল-ভাবে ঘুরিতেছিল: বাল্যের কত বিস্মৃত বা বিস্মৃতপ্রায় ভাব ও অনুভূতির স্মৃতি অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছিল, অশ্রুকণা যেন নয়নকোণে ফুটাইতেছিল। কবি প্রকৃত অনুভূতি সূক্ষ্মভাবে ঠিকই ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the eyes
In looking at the happy autumn fields,
And thinking of the days that are no more."

—(Tennyson).

"আনন্দময় হেমন্তের ক্ষেত্রপুঞ্জ অবলোকন করিয়া, ও যে সকল দিন আর নাই, সেগুলির কথা ভাবিয়া কোন্ এক স্বর্গীয় নৈরাশ্যের গভীরতা হইতে অশ্রুবিন্দু হৃদয়ে উত্থিত হয়, এবং নয়নে জড় হয়।" এবং

"So sad, so fresh the days that are
no more".

—'যে দিনগুলি আর নাই, সেগুলি এত করুণ, এত টাট্‌কা।'

বাল্যের ক্রীড়াস্থান সেই ক্ষেত্রপুঞ্জ দর্শন করিলেও এই বিষাদ-করুণভাব উত্থিত হয়ই: তাহা স্মরণেও তদনুরূপ ভাব আমার হৃদয়ে উত্থিত হইতেছিল।

আজও তাই এই গভীর পূর্ণিমা নিশীথে, সেই বিস্মৃত-প্রায় অতীতের কত কথা, কত ভাব, কত অনুভূতি, বায়ুর হিল্লোলের সহিত, নিশীথের জ্যোৎস্নার সহিত, যেন ভাসিয়া আসিতেছে, ও হৃদয়ের গভীরতার মধ্যে শান্ত-স্নিগ্ধ করুণ স্বর তুলিতেছে,—অবর্ণনীয় ভাব-পরম্পরার প্রবাহ তুলিতেছে।

(৮)

আজ আবার এই বসন্তের দিনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিবালোকে এই তিন বৎসর পূর্ব্বের একটি দিনের স্মৃতি মনে আসিতেছে :—সেও এইরূপ পূর্ণ-বসন্তের একটি আলোক-সমুজ্জ্বল দিবস ;—সেই যে দিন একাদশ বর্ষ পরে আমার জন্মভূমি ও শৈশব-আবাস সেই পল্লীগ্রাম, ও আমার জন্মস্থান ও শৈশব-নিকেতন সেই পুরাতন বাটী পুনরায় প্রথম দর্শন করিলাম।

সেদিনও সূর্য্যকর, আলোক, ও বর্ণ-বৈচিত্র্য সেই বাল্যের মত তেমনই উজ্জ্বল ও মধুর মনে হইতে লাগিল। নববসন্তাগমে নবপত্রাদি-সমন্বিত তরুরাজি তেমনি সুন্দর হরিদ্বর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছিল; তরুলতা-সমাচ্ছন্ন সেই পল্লী-ভূমির শ্যামলতা, মেঘমুক্ত আকাশের বসন্তদিনের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক-সমুদ্ভাসিত মৃদুমধুর নীলিমা, সেই ভাগীরথীর কল্লোলময় জল-প্রবাহের উপরে সৌরকরের মনোহারিণী লীলা, আবার বহু বৎসর পরে সেই দিন প্রথম দর্শন করিলাম। সেই শান্ত ভাগীরথী-বক্ষে, বিরলজনতা সেই পল্লীগ্রামের কোলাহলহীন শান্ত মধ্যাহ্নে, নীরবে ধীরে ধীরে দূরে দু’-একখানি নৌকা যাইতেছিল—সেই বাল্যের মত তেমনি—ছবির মত

দেখিলাম। সেই বসন্তদিনের মৃদু-মধুর সমীরণে [illegible] তরুলতা-রাজি, বাল্যের মত তেমনি স্বর্ স্বর্ শব্দে যেন ঘুম পাড়াইতেছিল। মনে হইল যেন সবই তেমনি আছে!

তারপর যখন সেই পুরাতন বাটীতে উপনীত হইলাম, —যদিও তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভগ্নদশায় দেখিলাম,—তখন তাহা পুরাতন বন্ধুর মত যেন আমাকে নীরবে সম্ভাষণ করিল। যখনি তাহা প্রথম দর্শন করিলাম, তখনই একটি প্রিয়স্মৃতির পুলক অন্তরে সঞ্চারিত হইল;— সহসা যেন পুরাতন কবির ভাবের প্রতিধ্বনি অনুভব করিলাম,—

"ঐ দেখা যায় কুটীর আমার,
চৌদিকে মালঞ্চের বেড়া!"

—যদিও সেটা ঠিক কুটীর নয়,—জীর্ণ অট্টালিকা; এবং বাগানের বেড়া বহুকাল পূর্ব্বেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, ও তথায় গাছপালার সঙ্গে আগাছা বিস্তর জন্মিয়া প্রায় ছোট খাট জঙ্গল করিয়াছিল: তবু সেই জীর্ণ প্রাচীর ও দেওয়ালগুলির সবুজ-শৈবালাচ্ছন্ন আকৃতি আমার চক্ষে যেন মনোহারিণী শোভা বিস্তার করিল। [হায়! এখন সে বাটী 'আমার' বা আর আমাদেরও

নয় ; এবং তাহা জীবনে হয়-ত আর কখনও দেখিব না।]

এ সকল দর্শন করিয়া বহুবর্ষ পূর্ব্বের কত পুরাতন কথা মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমি যেন বাস্তবিকই স্মৃতি-লোকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম: Maeterlinkএর চিত্রিত "land of memory"তে—'স্মৃতির দেশে'—যেন বাস্তবিকই উপস্থিত হইলাম:—সেই যেখানে পূর্ব্বে যেমন ছিল, ঠিক তেমনিটি আছে: ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা প্রভৃতি প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণ,—যাঁহাদিগকে বহুবর্ষ পূর্ব্বে হারাইয়াছি,—তাঁহাদিগকে সব সেই পূর্ব্বের—শৈশবের—মত বিরাজিত দেখিব।

অবশ্য পরক্ষণেই মনে পড়িল, তাঁহারা—

"The undiscover'd country from whose bourne
No traveller returns,"—

—'সেই অনাবিষ্কৃত দেশ যাহার সীমান্ত হইতে কোন পথিক ফিরিয়া আসে না'—

—সেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাই, তাঁহাদের স্মরণ করিয়া ভাবগদ্গদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম,—

"They have all gone into the world of light!
And I alone sit lingering here ;

(৫৫)

Their very memory is fair and bright,
And my sad thoughts doth clear."

['তাঁহারা সকলে জ্যোতির্ম্ময় লোকে চলিয়া গিয়াছেন! আমি একাকী এখানে পড়িয়া রহিয়াছি; তাঁহাদের স্মৃতি(টী পর্য্যন্ত) সুন্দর ও উজ্জ্বল, এবং আমার বিষাদময় চিন্তাসমূহকে আলোকিত করিতেছে।']

(৯)

["Time's fatal wings do ever forward fly"
—'কালের মারাত্মক পক্ষদ্বয় নিরন্তর সম্মুখে উড়িয়া চলিয়াছে'!

"Unfathomable Sea! whose waves are years,
Ocean ef Time, whose waters of deep woe
Are brackish with the salt of human tears!"

—'অতলস্পর্শী সমুদ্র! বর্ষনিচয় যাহার তরঙ্গমালা; কাল-মহাসাগর! যাহার গভীর দুঃখময় সলিলরাশি মানবের অশ্রুজলে লবণাক্ত!']

হায়! যতই দিন যায়, দুঃখের তিমির ততই ক্রমশঃ ঘনীভূত—ততই বিষাদ গভীর হইতে গভীরতর—হইতে থাকে:—অন্ততঃ আমার জীবনে ইহা দেখিতেছি।—সেই দিনটি—যখন সেই আমাদের প্রাচীন গৃহে আমরা কয়েক-জন, আত্মীয়-স্বজনাদি, যেন বিদায় সম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলাম যে কয়েকজন, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; কিন্তু, হায়! এখন একজনকে অন্ততঃ এ পৃথিবীতে আর কখনও দেখিতে পাইব না! —ঐ বিশেষ দিনের কয়েক মাস পরেই একদিন আমার পিতা সহসা একদিন আমাকে শোকান্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন!

সেই দিন বিষণ্ণ-হৃদয়ে পল্লীভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় যে আশ্বাসটুকু (যে আমার সেই শৈশবের আত্মীয়বর্গের মধ্যে আমার পিতা জীবিত আছেন—) লইয়া এখানকার গৃহে ফিরিয়াছিলাম, তাহার পর কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই, আমার সেই আশ্বাসের শেষ সম্বলটুকুও আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল।

তাহার ত্রিশবৎসারিক পূর্ব্বে যেদিন প্রভাতে আমার শৈশবের সঙ্গী পিতামহ মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন,— সেই জীবনের প্রথম শোক বা গভীর বিষাদের দিন হইতে

যিনি জীবনের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আমার প্রায় নিত্যসঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, সহসা একদিন তাঁহাকে হারাইয়া আমি ঘোর একাকীত্বের মধ্যে পড়িয়াছি।

তাই, শিশু যেমন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে,— তেমনি আমার অন্তরে ফিরিয়া ফিরিয়া সেই মর্ম্ম-বেদনার, সেই গভীর বিষাদের, সুর করুণ-স্বরে বাজিতেছে। —একটি করুণ সঙ্গীতের refrainর মত তাহা রহিয়া রহিয়া আমার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে।

"সকলি হারাল, সকলি গেল রে চলিয়া,
প্রাণ করে হায় হায়।"

—০—

এখন এই গভীর রিক্ততার মধ্যে ব্যাকুল "প্রাণ করে হায় হায়" শুধু! এখন এই জনপূর্ণ নগরীর কল-কোলাহলের মধ্যে আমি ঘোর একাকীত্বের গভীরতম বিজনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। *"Magna civitas, Magno solitudo"* (অর্থাৎ 'মহানগরী এক মহা-বিজন') এই পুরাতন ল্যাটিন বচনটির সত্যতা অনেকদিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম; এক্ষণে তাহা

আরও অনেক গভীরতর—তীব্রতর ভাবে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। এখন এই মহা-জনারণ্যের হৃদয়হীন, সহানুভূতিহীন কোলাহলের মধ্যে, রুগ্ন, দুর্ব্বল, দুঃখ-শোকাদি-নিপীড়িত, অসহায়, নির্ব্বান্ধব আমি একাকী—

"Among new men, strange faces, other minds"

—'নূতন মানুষ, অচেনা মুখ, অন্য (সহানুভূতিহীন) মনের মাঝে,' অর্দ্ধমৃতের বা প্রায়মৃতের মত রহিয়াছি ঃ নূতন যুগের তরুণ জনগণের 'কত হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা'র মাঝখানে, যেন বিগতপ্রাণ জীর্ণ-কঙ্কালের মত, —যেন অতীতের জীর্ণভগ্নাবশেষের মত,—অতীত-স্মৃতির সমাধির মত,—রহিয়াছি।

"I am ! yet what I am who cares or knows ?
I am the self-consumer of my woes ;
And yet I am—I live, though I am toss'd
Into the nothingness of scorn and noise,
Into the living sea of waking dream,
Where there is neither sense of life nor joys.
But the shipwreck" of my life, I deem !

—'আমি আছি ! কিন্তু আমি কি আছি তাহা কে গ্রাহ্য করে বা জানে ? ····আমি আমার নিজের দুঃখ সমূহই হজম করিতেছি ;······এবং তবুও আমি আছি—আমি বাঁচিয়া আছি,—যদিও আমি উপেক্ষা ও কোলাহলের শূন্যতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি,—জাগ্রৎস্বপ্নের জীবন্ত সমুদ্রের মধ্যে, যেখানে জীবনের অনুভূতি বা আনন্দ নাই,'—কিন্তু আমার জীবনের পোত ভগ্ন ও নিমজ্জনোন্মুখ দশায় রহিয়াছে। তাই এখন অতীত-বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়কে যেন আপন মনই বুঝাইতেছে ঃ—

"যেতে হবে আর দেরী নাই।
পিছিয়ে পড়ে' র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে' এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্‌রে ভাই॥
খেল্‌তে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হ'তে আয়রে সরে' নইলে তোরে মারবে ঢেলা॥"

তাই এখন,—নূতন মানুষের মাঝে,—অপরিচিত মুখের মাঝে,—অন্য (সহানুভূতিহীন) লোকের মাঝে,—ব্যথিত হৃদয় গোপনে কাঁদিতেছে।

আর তাই, এই জনগণপূর্ণ মহানগরীর মধ্যে মরুভূমির বিজনতা অনুভব করিতেছি,—এই সমৃদ্ধিশালী

নগরীকে শ্মশানপুরী বলিয়া মনে হইতেছে; তাই এই মহা-কোলাহলের মধ্যেও—হাটের হট্টগোলের মধ্যেও—আমি অনন্ত-বিস্তারিত মহা-বিজনের নিস্তব্ধ বিরলতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি; —এবং আমার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে.—

"ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কা'রে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,"

হৃদয় যেন ফুকারিয়া উঠিতেছে ঃ

—"সহেনা সহেনা, কাঁদে পরাণ!"

[সমাপ্তি।]

"I am near the end ; but still not at the end ;
All to the very end is trial in life :"
—'আমি অন্তিমের নিকট রহিয়াছি ; কিন্তু তথাপি (সম্পূর্ণ) অন্তিমে নয় ; জীবনে সর্ব্বশেষ পর্য্যন্তই পরীক্ষা :'

আমি এখন রোগে, শোকে, দুঃখে, ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার জীবনের সকল আশা ভরসা ত অনেক দিনই ফুরাইয়াছে। আর সকলি ফুরাইয়াছে, কিন্তু দুঃখ ক্লেশ ত ফুরায় নাই ; নূতন নূতন দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতির পরীক্ষা নূতন নূতনরূপে জীবনের উপরে আসিতেছে।

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং
গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি॥"

—'একটি দুঃখের অন্তে, সমুদ্রের পারের মত, যাইতে না যাইতেই, দ্বিতীয় (দুঃখ) আমার (নিকটে) সমুপস্থিত হইয়াছে : ছিদ্র ও অনর্থসমূহ (ক্রমশঃ) বহুতর হয়।'

শ্রাবণ-গগনে মেঘসমূহ যেমন পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, সেইরূপ আমার জীবনে দুঃখ-ক্লেশসমূহের মেঘমালা কেবলি যেন পুঞ্জীভূত হইতেছে।

শ্রাবণ-গগনে মেঘের ঘনঘটা দেখিয়া তথায় যেন আমারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই; এবং তাহা যেন বিশেষভাবে আমারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি : কারণ,—

"The bleak stern hour,
Whose severe moments
I would annihilate,
is pass'd by others
In warmth, light, joy."

—'সেই হিম-ক্লেশকর কঠোর কাল, যাহার পীড়াদায়ক মুহূর্ত্তগুলি আমি ধ্বংস করিতে চাই, তাহা অন্য সকলে

জীবনের উত্তাপে, আলোকে, আনন্দে অভিব্যাহিত করিতেছে।'

যে মহানগরী আমার নিকটে মরুভূমি-সদৃশ মনে হইতেছে, সেই মহানগরীর মধ্যে,—'কত হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা',—কত লোকেই আনন্দে, উল্লাসে, স্ফূর্ত্তিতে দিন কাটাইতেছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কেহ কেহ আবার, আমার মত বিষাদ-গম্ভীর, দুঃখ-ক্লেশ-পীড়িত ব্যক্তির প্রতি উপহাস বিদ্রূপের তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিয়া, আপনাদের উল্লাস-বাহুল্যের পরিচয় দিয়া থাকে। এমন কি, এমন নীচ-প্রকৃতির লোকও আছে যাহারা, যখন আমি দুঃখে ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া, শোকে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া, একান্ত অবসন্ন দেহ-মনে পড়িয়া থাকি, সেই সুযোগে নানা প্রকারে আমার অনিষ্ট-প্রচেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এইরূপে আমার জীবনের কঠোর পরীক্ষা একেবারেই অসহনীয় হইয়া উঠে।—

'সহেনা সহেনা আর, এ ভব-যন্ত্রণা!'

এ সংসারে দুঃখ-ক্লেশের অন্ধকারে জীবন যখন এমনি করিয়া সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, হৃদয়-গগন যখন গভীর বিষাদের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন

বিষাদান্ধকার-নিপীড়িত চিত্ত একটুখানি আলোকের জন্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে। তখন, হে অনন্ত আকাশ! তোমার অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে, ধরাতলে যে আলোকের রেখামাত্র দেখিতে পাই না, সেই দীপ্তির অন্বেষণ করি। অনেক সময়ে সেখানেও মেঘজালের ঘনঘটা দেখিতে পাই: যেন আমার সহিত সহানুভূতিতে, হে আকাশ! তোমার প্রশান্ত আননও মেঘ-সমাচ্ছন্ন হয়। তবে, উপরের সে মেঘমালা চিরস্থায়ী হয় না; আবার অনুকূল-পবন-প্রবাহে সে সকল মেঘ ভাসিয়া যায়; আবার সেই চির-পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডলী—জ্যোতিষ্কমালা—দেখা দিয়া, হে আকাশ! তোমার বিশাল আননে পূর্ব্ব-পরিচিত অনন্ত প্রশান্তির চিরন্তন চিত্র সমুদ্ভাসিত করে, এবং অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও আমার মানস-পটে প্রতিবিম্বিত করে। তখন মনে হয়,—

"Calm soul of all things! make it mine
To feel amid the city's jar,
That there abides a peace of thine
Man did not make, and cannot mar!"

—'হে নিখিলবস্তুর শান্ত আত্মা! নগরীর বিরোধ-কোলাহলের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমাকে অনুভব করাও, যে

তোমার এক শান্তি আছে, যাহা মানুষে নির্ম্মাণ করে নাই, এবং বিনষ্ট করিতে পারে না !' *

এইরূপে যখন, হে আকাশ, তোমার মেঘ-বিমুক্ত চন্দ্র-তারকা-খচিত শান্তমুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া বাস্তব-জীবনের দুঃখ-ক্লেশাদির আঘাত-নিপীড়িত অন্তরে ক্ষণকালের জন্য চিন্তা ও ভাব-জগতের আধ্যাত্মিক শান্তি পুনরাগত হয়, তখন কখনও কখনও অন্তরে অতীতের স্মৃতি পুনরুদ্ভাসিত হয়। কিন্তু, তখনও, যে

" To the same life none ever twice awoke"—

'একই জীবনে কেহ দুইবার জাগে নাই,'—জীবন-নদীতে একই প্রবাহ যে কখনও পুনরাগত হয় না,—এই তত্ত্বটী পুনরায় উপলব্ধি করিতে হয় : কারণ এইরূপ অপেক্ষাকৃত শান্তির মুহূর্ত্তেও মনে পড়ে যে, এই

---

* (পদ্যানুবাদ :)—

'নিখিলের শান্ত আত্মা ! শিখাও আমারে,
নগরীর-কোলাহল মাঝে, হৃদয়-মাঝারে,
তোমার প্রশান্তি এক রয়েছে অন্তরে,
মানবে গঠেনি যাহা, নাশিতে না পারে !'

'অতীতের স্মৃতি'-বিষয়ক নিবন্ধ যখন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে সময়ের পরেও এ জীবনের উপরে কিরূপ দুঃখ-শোকের আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে; কিরূপ দুঃখময় পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে।

মহাকবি শেক্সপীয়র বলিয়াছেন :—

"When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time's
waste ;
Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death's
dateless night,"

—'যখন মধুর নীরব চিন্তার বিচার-কক্ষে অতীত বিষয়-সমূহের স্মৃতিকে আহ্বান করি, তখন আমি, অনেক বিষয় যাহা পূর্ব্বে অন্বেষণ করিতাম, তাহার অভাবের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলি, এবং পুরাতন দুঃখগুলির সহিত নূতন করিয়া, আমার মূল্যবান সময়ের ক্ষয়ের জন্য আক্ষেপ করি; তখন আমি অশ্রুবর্ষণে অনভ্যস্ত চক্ষুকে অশ্রুজলে নিমজ্জিত করিতে পারি,—মৃত্যুর অন্তহীন নিশীথে লুক্কায়িত (সমাচ্ছন্ন) প্রিয়বন্ধুগণের জন্য'।

সেইরূপ, অধুনা অপেক্ষাকৃত শান্তির মুহূর্ত্তেও, যখন অন্তরে অতীতের স্মৃতি পুনরুদিত হয় - তখন মনে পড়ে যে জীবনের কত আশা ভরসা ও সুযোগ চলিয়া গিয়াছে এবং কত আত্মীয় বান্ধবাদি মৃত্যুর নিশীথে সমাবৃত হইয়াছেন ; –তখনও, এমন কি এই স্মৃতি-বিষয়ক নিবন্ধের প্রথমাংশ লিখিবার কালের শান্ত মুহূর্ত্তের মত শান্তিও অনুভব করিতে পারি না ; - তখনও অনুভব না করিয়া পারি না যে এই নিবন্ধারম্ভকালেও, নানা দুঃখ ক্লেশ আক্ষেপ প্রভৃতি সত্ত্বেও, জীবনে যে আশা ভরসা, যে কার্য্য-সাধনের সুযোগ ও অবসর ছিল, এক্ষণে তাহাও আর নাই ; বিশেষতঃ যিনি আমার (মাননীয়) সহায়-রূপে তখন বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে অকস্মাৎ 'মৃত্যুর অন্তহীন নিশীথে' সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, আমার জীবন কিরূপ অতীব সুগভীর দুঃখ-শোকান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী (৮ম) অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ব্যক্ত হইয়াছে।

দুঃখ, বিপদ, বা দুর্ভাগ্য প্রায় একাকী আসে না,— সদল-বলে আসে :—

"Misfortunes come not single spies,
but in battalions."

—'দুর্ভাগ্যসমূহ (শত্রুসৈন্যের) একক চর-রূপে আসে না, কিন্তু সেনাবাহিনীরূপে আসে'।

আমার জীবনেও উক্ত গভীর শোক ও দুর্ভাগ্যও নূতন দুঃখ-ক্লেশ-বিপদের শত্রু-বাহিনী লইয়া আসিয়াছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা গভীরতর দুঃখান্ধকারে আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে,—আমার সমস্ত জীবনের উপরে যেন এক বিশাল কৃষ্ণছায়াপাত করিয়াছে।

এখন অনেক সময়েই আমার বর্ত্তমান দুঃখক্লেশসমূহ অসহনীয়রূপে যন্ত্রণাময় বলিয়া অনুভব করি: নিবিড়তম দুঃখে যেন সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া উঠে: তখন গভীর-বিষাদ-সমাচ্ছন্ন হৃদয় এক ভাষাহীন দুঃখ-ভারে যেন নিষ্পেষিত হইতে থাকে। এখন অনেক সময়েই নিভৃতে নীরবে এইরূপ ঘোরদুঃখাপ্লুত হৃদয়-ভার ভাষাহীন, ভাষাহারা অন্তরে বহন করিতে থাকি।

"The suffocating sense of woe
Which speaks in its loneliness
And then is jealous lest the sky
Should have a listener, nor will sigh
Until its voice is echoless."

—'দুঃখের শ্বাসরোধকারী অনুভূতি, যাহা ইহার নিভৃত অবস্থায় কথা কহে. এবং তাহার পরেই সন্দিগ্ধ হয়,— যদি আকাশে কোন শ্রোতা থাকে, এবং দীর্ঘশ্বাসও ফেলিতে চায় না,—যতক্ষণ না তাহার স্বর প্রতিধ্বনি-হীন হয়।'

এইরূপে সময়ে সময়ে দুঃখের তীব্রতা হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করে ; সময়ে সময়ে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণায় যেন পাগল করিয়া তুলে।

একজন মর্ম্মজ্ঞ কবি ঠিকই বলিয়াছেন :

"They are the silent griefs
Which cut the heart-strings"

—'নীরব দুঃখসমূহই হৃদয়-তন্ত্রীকে ছিন্ন করে'। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত জীবন ও বর্ত্তমান অবস্থা অনন্য-সাধারণরূপে দুর্ভাগ্যময় ; সেই জন্যই আমি পরিণত-বয়সে যেরূপ অসহনীয়রূপ তীব্র দু:খ অনুভব করিয়া থাকি, আর কেহ সেরূপ করেন না। সুতরাং প্রবীণ-বয়সে আমার সুগভীর দুঃখভারের কথা, কেবল আমার ব্যক্তিগত কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এবং এজন্য কেহ কেহ হয়-ত ইহা সাধারণের আলোচনার অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু হৃদয়বান্

চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ত রোমান্ কবি Terenceএর ন্যায় অনুভব করিতে পারেন—

"Homo sum, nihil humani a me
alienum puto."

—"আমি মানুষ, মানুষের সম্বন্ধীয় কিছুই আমার অগ্রাহ্যের বিষয় নহে।"

সে যাহা হউক, কালের প্রগতির সহিত জীবনের উপর দিয়া যে পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার প্রভাবে ব্যক্তিগত মানব-জীবনে যে তরুণ বয়সের আশা, উৎসাহ, আনন্দ, অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়, তাহার স্থলে যে ক্রম-বর্দ্ধিত বিষাদ উপস্থিত হইয়া অবস্থান করে, ইহা কেবল আমার ব্যক্তিগত অনন্য-সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু সাধারণ মানব-জীবনে পরিলক্ষিত বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতা,—ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

[৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, এইরূপ কতকগুলি কারণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে।] মঙ্গলবাদী, ও আনন্দবাণীর কবি, Wordsworthও যে বলিয়াছেন ঃ

"Life is but a tale of morning grass
Wither'd at eve."

—'জীবন, সন্ধ্যায় বিশুষ্ক প্রভাতের তৃণের কাহিনী মাত্র,'

—একথার বিশেষ গুরুত্ব আছেঃ ইহা কেবলমাত্র কবির বা ব্যক্তি-বিশেষের অন্তরের ভাব বা অনুভূতি মাত্র নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা সমগ্র জীব-জগতের বাস্তব-জীবনের সম্বন্ধে পরিলক্ষিত বিশ্ব-জনীন সত্য প্রকটিত হইয়াছে। তৃণরাজি সরস ও উৎফুল্লভাবে গজাইয়া উঠে, আবার কালক্রমে শুকাইয়া যায়। তরুলতা-সমূহ এইরূপে সরস ও উৎফুল্লভাবে জন্মিয়া, কিছুকাল ক্রমশঃ সতেজ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহার পরে আবার ক্রমশঃ বিশুষ্ক ও মুহ্যমান হইয়া, অবশেষে একে-বারে মরিয়া যায়। সমস্ত প্রাণী-জগতেও সেইরূপ, জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যু, এই চারি ক্রম-পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। মানব-জীবনে, প্রাণী-জগতে পরিলক্ষিত সাধারণ ক্রম-চতুষ্টয় ত আছেই; তদুপরি অনেক সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, ও তজ্জনিত বিবিধ প্রকার সূক্ষ্ম ও স্থূল, ও কখনও বা মর্ম্মন্তুদ দশা-বিপর্য্যয়,— বিবিধ প্রকার রোগ, জরা, বার্দ্ধক্যাদি শারীরিক দুর্দ্দশা; এবং অন্য-প্রাণী-জগতাতিরিক্ত বিশেষ হৃদয়-মনের বিবিধ দুঃখ-সন্তাপ ঃ—ফলতঃ শাস্ত্রোক্ত 'আধ্যাত্মিক, আধি-

দৈবিক, ও আধিভৌতিক'—'ত্রিবিধ দুঃখ'। মানবের— অন্য প্রাণীগণের মত কেবল মাত্র দেহ, নয়ঃ— মানবের মন আছে, আত্মা আছে, বিবিধ চিত্তবৃত্তি আছে, —এবং সেই সকল চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যময় বিকাশ ও পরিণতি;—এবং সেই জন্যই আরও বিবিধ প্রকার সূক্ষ্ম ও বৈচিত্র্যময় দশা-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই মানবের দুঃখও অনেক বাড়িয়াছে।

পাখীর আনন্দ-গানের কথা-প্রসঙ্গে, কবি মানব-হৃদয়ের এই বিশেষত্বের একদিক লক্ষ্য করিয়াছেন ঃ—

"We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;"

—'আমরা পূর্ব্বে ও পরে (অতীতে ও ভবিষ্যতে) দৃষ্টিপাত করি, এবং যাহা নাই তাহার জন্য সন্তাপ করি ঃ আমাদের আন্তরিকতম হাস্য ও কিছু দুঃখ-ক্লেশ-বিজড়িত;'

—আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের মুহূর্ত্তের আনন্দ-ধারার পশ্চাতে ম্লান বিষাদের ফল্গু-ধারা প্রচ্ছন্ন আছে। তাহার একটি কারণ এই যে, আমরা কেবল বর্ত্তমান লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না ঃ আমরা অতীতের দিকে

চাহিয়া, যাহা ছিল—যাহা এখন নাই,—তাহার জন্য আক্ষেপ করি। তাই অতীতের তিরোহিত আনন্দ ও আশাসমূহের জন্য প্রাণ কাঁদে—

"কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে' গেল, আশালতা শুকাল,

* * *

প্রভাতের মৃদুহাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।"

তাই অপেক্ষাকৃত শান্তির দিনের শান্ত মুহূর্ত্তেও,—

"When......of vanish'd years
We talk with joyous seeming—
With smiles that might as well be tears,
So faint, so sad their beaming;
While memory brings us back again
Each early tie.that twined us,"

—'যখন......অন্তর্হিত (অতীত) বর্ষ-নিচয়ের কথা বলি—আনন্দের মুখভাব ধারণ করিয়া, এমনি হাসির সহিত,—যাহা বেশ অশ্রুও হইতে পারিত, এমনি ক্ষীণ, এমনি করুণ সে (হাসি) গুলির দীপ্তি; আর যখন স্মৃতি আমাদের নিকট বাল্যকালের প্রত্যেক বন্ধন—যাহা আমাদিগকে বিজড়িত করিয়া ছিল,—(সে বিষয় অন্তরে) ফিরাইয়া আনে'—

—তখন সেই অতীতের স্মৃতির আনন্দের বাহ্যদৃশ্যের অভ্যন্তরে প্রিয় অতীতের বিচ্ছেদ-কাতর হৃদয়ের বিষাদ প্রচ্ছন্ন থাকে। তখন মুখে যে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠে, তাহার অভ্যন্তরে একটি প্রীতি-স্নিগ্ধ মৃদু বিষাদের অশ্রুর আভাস ফুটিয়া উঠে।

তখন সেই হাসি বা আনন্দের রেখা নিরবচ্ছিন্ন, বা সম্পূর্ণ বিষাদ-বিরহিত নহে। তবে তখনকার সেই মৃদু বিষাদও অবিমিশ্র বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-বিরহিত নয়। তাই, এইরূপ শান্ত স্মৃতির মুহূর্ত্তে যুগপৎ মৃদু হর্ষ-বিষাদের সমুদ্ভবে,—হে আকাশ! তোমার প্রশান্ত বদন-মণ্ডলে, এককালে রৌদ্র ও বৃষ্টির সংঘটনে—এতদুভয়ের সমবায়ে যেমন রামধনু সমুদিত হয়,—সেইরূপ মানস-গগনে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী আলোকচ্ছটা সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাই সেই অতীতের স্মৃতি, ও সেই স্মৃতির মৃদু বৈচিত্র্যময়ী দীপ্তিতে সুদূর অতীতের—শৈশবের—সেই পুরাতন দিনগুলি এত মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"Ah, sad and strange as in dark summer dawns
The earliest pipe of half-awaken'd birds
To dying ears when unto dying eyes,

The casement grows a glimmering
square ;
So sad, so strange, the days that are
no more."

—'বিষাদময়, বিচিত্র, যথা ঘোর নিদাঘ-ঊষায়,
প্রথম সঙ্গীত-রব অর্দ্ধ-জাগরিত বিহগের
মরণোন্মুখ শ্রবণে, যবে মরণোন্মুখ নয়নে
বাতায়ন হয়ে উঠে, আঁধার উজল চতুষ্কোণ ;—
এমনি বিচিত্র, বিষাদময়, দিনগুলি যাহা নাহি আর।'

সেই বিগত অতীত দিনগুলির স্মৃতির মধ্যে হাসি-কান্নার, রৌদ্র-জল-সমবায়-ঘটিত রাম-ধনুর ন্যায়, বর্ণ-বৈচিত্র্যের আভাস ; হর্ষ-বিষাদের আলো ও ছায়ার,—তরুচ্ছায়াময় উদ্যান-ভূমে বসন্ত-প্রভাতে রৌদ্র-ছায়ার বিচিত্র শোভার,—বৈচিত্র্যের বিভাস !

এমন কি, এই 'অতীতের স্মৃতি'-বিষয়ক নিবন্ধ আরম্ভ-কালেও, দুঃখ-ক্লেশাদি-পীড়িত দেহমনে একদিন যখন চন্দ্রালোক-দীপ্ত নিশীথে উন্মুক্ত-আকাশ-তলে পদচারণা করিতে করিতে অন্তরে স্মৃতির প্রবাহ আসিয়া চিন্তার ধারা সমুৎসারিত করিয়াছিল, তখনও আমার বিষণ্ণ অন্তরে আশা ও উৎসাহ-দীপ্ত শৈশবের মৃদু আনন্দের

দীপ্তির ক্ষীণ রেখা মানস-পটে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল। যদিও সেই স্মৃতির মধ্যে বিষাদ— অতীতের জন্য খেদ— রহিয়াছিল,—তখনকার সেই খেদ বা বিষাদের ভাব—

"Soft, sweet regrets, like sunset
Lighting old windows with gleams day
had not"

—'মৃদু-মধুর খেদসমূহ, যাহা সূর্য্যাস্তের মত, দিবসের যে দীপ্তি ছিল না,—সেই দীপ্তি দিয়া, পুরাতন বাতায়ন-মালা আলোকিত' করিত' ঃ—তখন স্মৃতির ও কল্পনার প্রভাবে সেই দূর অতীত দিনগুলিকে বাস্তব অপেক্ষাও অধিক মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিত।

এমনি কখনও কখনও, চন্দ্র-তারকা-সমুজ্জল নিশীথে জ্যোৎস্নার সহিত, কোন বসন্ত-সন্ধ্যায় মলয়-হিল্লোলের সহিত, অথবা কোন বর্ষা-দিনে জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন আকাশের বারিধারার সহিত,—অতীতের স্মৃতির প্রবাহ-মালা ভাসিয়া আসিতে থাকে।

"ঐ যে আসে, আসে, আসে,
কতকালের ফাগুন-দিনে, বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে!
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে, মেঘের রথে"—

অতীত-জীবনের পদ-ধ্বনির ন্যায়, অতীতের স্মৃতি আসিতে থাকে।

এমনি করিয়া কত সুদীর্ঘ আষাঢ়-দিনে মেঘাচ্ছন্ন সজল-আকাশের জলদ-ধূসর মুখচ্ছবি দর্শনে, শুধু আমার নহে,—হয়ত আরও অনেকেরই,—

'মনে পড়ে বাদল-দিনের ছেলেবেলা,—
মনে পড়ে সেই বাদল-দিনের খেলা;

(বর্ষা-স্মৃতি)

"মনে পড়ে, মনে পড়ে, সেই আষাঢ়ে ছেলেবেলা,
যবে নালার জলে ভাসিয়েছিনু পাতার ভেলা!"

বাস্তবের দিক্ হইতে তাহা যত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, আমাদের ছেলেবেলার সখের সেই 'পাতার ভেলা' 'নালার জলে' ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে আমাদের শৈশব-কল্পনায় কোন্ এক অজানা লোকে গিয়া উপস্থিত হইত না, তাহা কে বলিতে পারে? বলিয়াছি ত',

"The thoughts of youth are long, long
thoughts"

—'বাল্যকালের চিন্তাসমূহ দূর—সুদূর-প্রসারিত!

[আর আমার মনে পড়ে, শুধু তাহাই নয়,— হে আকাশ! তুমি জান,—কত দীর্ঘ আষাঢ়ের দিনে, বা শ্রাবণের মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন দিবসে 'মেঘের রথে', অথবা কোন নিদাঘ-দিবসে প্রভাত-সূর্য্যের আলোকচ্ছটার সহিত বা দিবাবসানের ম্লানায়মান আলোক-রেখা বাহিয়া, বা সন্ধ্যার গোধূলিতে ভাসিয়া ভাসিয়া, ভাব ও কল্পনা-লোকের কত বিচিত্র কাহিনীর আভাস প্রবাহমালার ন্যায় আসিতে আরম্ভ করিয়া, ভাব ও কল্পনার উৎস উৎসারিত করিয়া, বাল্যকালেই ক্রমে আমাকে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল; এবং কিরূপে সৌর-কর-দীপ্ত নদী-জলধারায়, ও তরুচ্ছায়াময় পল্লী-উদ্যান ও বন-ভূমির শ্যামলতা, ও আকাশের নীলিমার মনোহর বৈচিত্র্য দর্শন করিতে করিতে, সমুচিত বিশেষ শিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই চিত্রকলার অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলাম, কখনও শিক্ষিত-পটুত্বের পুরস্কার বা 'অশিক্ষিত পটুত্ব' নামক কৃতীত্বের প্রশংসা পাইবার জন্য নয়, কিন্তু অন্তরের ভাব ও কল্পনার অভিব্যক্তির ঔৎসুক্যে, ও সাহিত্যানুশীলনের আনুষঙ্গিকভাবে চিত্রকলারও নীরব সাধনার উৎসাহে; কিরূপে শৈশবেই একদিন প্রশান্ত সন্ধ্যায়, হে আকাশ! অগণ্য-তারকা-খচিত তোমার

অনন্ত আনন অবলোকন করিতে করিতে আমার অন্তরে অনন্ত চিন্তার উৎস উৎসারিত হইয়া অনন্ত-তত্ত্ব-চিন্তানুরাগ উদ্দীপ্তিত হইয়াছিল ঃ—সে সকল কথা এক অর্দ্ধ-বিস্মৃত অতীতের মধ্য হইতে ভাসিয়া আসিতে থাকে !

হে আকাশ ! এবং হে অনন্ত নীরবতা ! হে নিখিল জগতের চিন্ময়-আত্মা !

"Thou Soul that art the eternity of thought
That givest to forms and images a breath
And everlasting motion, not in vain
By day or starlight thus from my first dawn
Of childhood didst thou intertwine for me
The passions that build up our human soul ;"

—'হে আত্মা ! যে চিন্তার অনন্ত, এবং আকার ও মূর্ত্তি সমূহকে প্রাণ ও অক্ষয় গতি দিয়া থাক, দিবসে অথবা নক্ষত্রালোকে, এমনি করিয়া আমার শৈশবের প্রথম ঊষা হইতে, যে সকল গভীর ভাব-নিচয় আমাদের মানবীয় আত্মাকে গঠিত করে, সেগুলি গ্রথিত, আমার জন্য বৃথায় কর নাই ;'

—জীবনের সেই প্রথম যুগে,—সেই শৈশবেই ;—দিবসে বা নিশীথে, সৌরকরোজ্জ্বল দিবালোকে, বা

চন্দ্রকরে বা তারকালোকে, তরুচ্ছায়া-শ্যামল ধরণী হইতে, আলোকদীপ্ত কল্লোলময় জাহ্নবী-জলপ্রবাহ হইতে, এবং আকাশের অনন্ত নীলিমা হইতে, আমার অন্তরে যে অনুভূতি, ভাব, ও চিন্তার প্রবাহ-মালা সমুত্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা আমার অন্তঃকরণে চিরস্থায়ী রেখা-পাত করিয়াছে, এবং সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়া অলক্ষিত-প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে ঃ সেই শৈশবেই আমার অন্তরে যে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত ও ক্রমে উন্মেষিত করিয়াছিল, তাহা জীবনের নানা পরিবর্ত্তন ও প্রতিকূল ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নানারূপে প্রতিহত ও পরিবর্ত্তিত, এবং নানা প্রতিকূলতা ও বিফলতা হইতে আহত ও ম্রিয়মাণ, হইয়াও, অজ্ঞাতসারে আমার ভাব-জীবন ও কর্ম্ম-জীবনের উপরে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া এতদুভয়কে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে সহায়তা করিয়াছে ঃ ইহা আমি এই জীবনের অপরাহ্ন-কালে,—বিশেষতঃ প্রশান্ত স্মৃতি ও চিন্তার মুহূর্ত্তে,—বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছি ঃ কিরূপে সেই শৈশবেই আমাকে সাহিত্য ও ললিত-কলার অনুশীলনে ব্রতী করিয়া, ও আমার অন্তরে তত্ত্ব-চিন্তানুরাগ ও তত্ত্বানুসন্ধান-স্পৃহা উদ্দীপিত করিয়া,

আমাকে ক্রমশঃ তত্ত্বচিন্তা-পরায়ণ ও সাধারণ সাংসারিক জীবনের প্রতি বীত-স্পৃহ ও বীতানুরাগ করিয়া তুলিয়াছে ঃ এবং অবশেষে এই জীবন-অপরাহ্ণে, আমার প্রায় সমস্ত জীবন-ব্যাপী নীরব চিন্তা ও প্রায় অপরিজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত সাহিত্য-সাধনার অন্ততঃ কিয়দংশ বিশ্ব-সাধারণ-সমক্ষে সমুপস্থিত করিতে দুঃসাহসী করিয়াছে !]

জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে, হে আকাশ ! তোমার চন্দ্র-তারকা-দীপ্ত অনন্ত আনন অবলোকন করিতে করিতে, এই নিবন্ধারম্ভ-কালের মত, সময়ে সময়ে শান্ত মুহূর্ত্তে দূর অতীতের—শৈশবের—তেমনি কত জ্যোৎস্না-লোকিত প্রদোষের কথা, ও তখনকার অনুভূতি, ভাব ও চিন্তার উদ্দীপনা, স্মৃতি-প্রভাবে অন্তরে পুনরুদ্ভাসিত হয় ; ও সেই সঙ্গে সেই ভাব প্রভৃতির প্রভাবে আমার ভাব-জীবন ও কর্ম্ম-জীবনের উপরে উপর্য্যুক্ত কিরূপ প্রভাবের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা অধিকতর উপলব্ধি হয় ঃ কিরূপে সেই শৈশবেই যে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত ও কালক্রমে উন্মেষিত হইয়াছিল, তাহা আমার জীবনের কর্ম্ম-সাধনার প্রচেষ্টা ও লক্ষ্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল, এবং নানারূপে ব্যাহত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও, জীবনের লক্ষ্য-নিরূপণে সহায়তা করিয়াছে ; এবং তন্মধ্যে

আমার সাহিত্য-সাধনা, নীরব, ও প্রায় অলক্ষিত, কিন্তু অদমনীয় প্রবাহে বহিয়া, অবশেষে আমাকে বিশেষভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্রতী করিয়াছে। এইরূপে স্মৃতি, কখনও বা সূর্য্যকরোজ্জ্বল নিদাঘের বা বসন্তের প্রদীপ্ত দিবসে, ক্বচিৎ বা জলদ-জাল-সমাচ্ছন্ন বর্ষা-দিনে, অতীতের তৎসদৃশ দিবসের কথা স্মরণ করাইয়া, উপর্য্যুক্তরূপ প্রভাব উপলব্ধি করায়।

এইরূপে, সদৃশ বাহ্য অবস্থা হইতে সদৃশ ভাবের উদয় যে স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন : ইহা মনোবিজ্ঞানে সুবিদিত 'ভাব-সাহচর্য্য'-('Association of Ideas')-তত্ত্বের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আরও বিস্ময়কর এই যে, কখনও কখনও, সম্পূর্ণ বিসদৃশ অবস্থায়ও উক্তরূপ স্মৃতি ও অনুভূতি অন্তরে জাগিয়া উঠে ; অন্ততঃ আমার এরূপ হইয়াছে। [পূর্ব্ববর্ত্তী (৪)র্থ অধ্যায়ে এইরূপ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস ব্যক্ত হইয়াছে।]

এইরূপ কখনও, তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে দুঃখ-শোক-নিপীড়িত অন্তরে, ক্লেশ-জর্জ্জরিত প্রাণে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে সহসা অতীতের স্মৃতির আলোক-রেখা ফুটিয়া

উঠিয়া, সুদূর অতীতের আলোক-সমুজ্জ্বল দিবসের জ্যোতি, বা কৌমুদী-পুলকিত যামিনীর চন্দ্র-তারকাময় দীপ্তি, মানস-নয়নে পুনঃ-প্রতিভাত করে। তিমিরাবৃত মানস-পটে তখন স্মৃতির ঐন্দ্রজালিক তুলিকা-স্পর্শে অতীতের আলোক-বিভাসিত বর্ণ-বৈচিত্র্যময় চিত্রাবলী ফুটিয়া উঠে।

এইরূপে কখনও কখনও যেন—

"The days departed start again to life,
And all the scenes of childhood reappear,
Faint, but more tranquil like the changing scene,
To him who slept at noon, and wakes at eve".

—'বিগত দিবসাবলী পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং শৈশবের দৃশ্যাবলী পুনরায় দেখা দেয়,—অস্পষ্ট, কিন্তু অধিকতর প্রশান্ত,—যে মধ্যাহ্নে নিদ্রা গিয়া, অপরাহ্নে জাগিতেছে, তাহার নিকট পরিবর্ত্তমান সূর্য্যের মত।' অর্থাৎ ঐ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে যেমন পূর্ব্বের দৃশ্যাবলী দেখা দেয়, কিন্তু অপরাহ্নের মৃদুতর দীপ্তিতে, সেইরূপ।

এইরূপে যে অতীতকাল ও অতীতের ছবি স্মৃতি-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া অন্তরে প্রতিভাত হয়, তাহা

অস্পষ্ট হইলেও জাগ্রত স্বপ্নের মৃদুদীপ্তি ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত,—

"Those recollected hours that have
the charm
Of visionary things...............
that throw back our life,
And almost make remotest infancy
A visible scene on which the sun is
shining."

—'সেই স্মৃত মুহূর্ত্তসমূহ, যাহা স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুসমূহের মাধুর্য্য-যুক্ত,.........যাহা আমাদের জীবনকে পশ্চাতের দিকে নিক্ষেপ করে, এবং দূরতম শৈশবকে পরিদৃশ্যমান দৃশ্য করে,—যাহার উপরে সূর্য্য দীপ্তি দিতেছে।'

—অর্থাৎ, সেই সুদূর অতীত—শৈশব পর্য্যন্ত, এবং তখনকার দৃশ্যাবলী—স্মৃতি-প্রভাবে আবার সূর্য্যালোকে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন,

"Ghosts of dead years, whispering
old silent names
Through grass-grown pathways, by
halls mouldering now,
Childhood—the fragrance of
forgotten fields ;"

—'মৃত বর্ষাবলীর প্রেতমূর্ত্তিসমূহ, তৃণাস্তীর্ণ পথের মধ্য দিয়া, এখন ধ্বংসোম্মুখ কক্ষাবলীর পার্শ্ব দিয়া, পুরাতন (এখন চির-)নীরব নামগুলি মৃদুস্বরে বলিতে বলিতে; শৈশব— বিস্মৃত ক্ষেত্রপুঞ্জের সৌরভ,'

—বায়ুর হিল্লোলের মত,—স্মৃতি-প্রবাহে,—'নিশার স্বপন সম'—মনের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়।

এইরূপে, কত সময়ে, দিবসে অথবা নিশীথে, বিনা প্রয়াসে, আমাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে, অতীতের স্মৃতিসমূহ ফিরিয়া ফিরিয়া আসে।

"For life is but a dream whose
shapes return
Some frequently, some seldom,
some by night
And some by day, some night and day :
* * * *
* * * such is memory's might."

—'কারণ জীবন স্বপ্নমাত্র, যাহার আকৃতিসমূহ ফিরিয়া আসে, কতকগুলি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে, কতকগুলি কদাচিৎ, কতকগুলি নিশীথে, এবং কতকগুলি দিবসে, কতকগুলি দিবা-রাত্র.........এমনি স্মৃতির শক্তি।'

এইরূপে স্মৃতি, নিশার অন্ধকারের মধ্যে দিবসের আলোক আনে, দুঃখের দিনের বিষাদ-তিমিরের মধ্যে আনন্দের দিনের মৃদু দীপ্তি আনে; শুধু তাহাই নয়, বাস্তবের অতীতের সামান্য দৃশ্যকে কল্পনার মনোহর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখায়।

এইজন্য একজন কবি স্মৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"Hail, Memory, hail! in thy
exhaustless mine
From age to age unnumbered
treasures shine!
Thought and her shadowy
brood thy call obey,
And place and time are subject
to thy sway!"

—'স্বাগত, স্মৃতি! স্বাগত! তব অফুরন্ত খনি-মাঝে
যুগে যুগে অগণিত কত রত্ন-সম্পদ বিরাজে!
চিন্তা আর তা'র ছায়া-ময় দল তব আজ্ঞা বহে,
আর স্থান, আর কাল, তব শক্তির শাসন সহে!'

তাই স্মৃতির প্রবাহে অতীত কর্ম্মজীবন ও চিন্তা-ও-ভাব-জীবন হইতে বিবিধ রত্ন-সম্ভার আসিয়া বর্ত্তমান জীবনকে আনন্দ দিতে ও সম্পদশালী করিতে পারে।

তবে, এই শেষোক্ত কবি একজন সাংসারিক সুখ-সম্পদশালী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। সেই জন্য, তিনি যেরূপ সোৎসাহে এবং সোল্লাসে এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন, সকলে সেরূপ অনুভব না করিতে পারেন। বিশেষতঃ, আমার মত যাহার প্রায় সমগ্র জীবনই বিষাদ-মেঘ-চ্ছায়ায় ম্লান, তাহার অতীত জীবন-স্মৃতির দীপ্তি—এমন কি শৈশব-স্মৃতির অরুণিমা পর্য্যন্ত (যেমন পূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে) এত ক্ষীণ, এত মৃদু,—যে তাহা কুহেলিকাচ্ছন্ন গগনে মৃদু আলোকচ্ছটার মত, অথবা সান্ধ্য-গগনে অস্তগত তপনের শেষ ম্লান আলোক-প্রভার মত। তাহা উল্লাস, বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের বিষয় নহে : তাহা মৃদু আনন্দের ক্ষীণ ধারার ন্যায়,—এবং তাহার অভ্যন্তরে মৃদু-বিষাদের ফল্গু-ধারা প্রবহমান,—তাহা প্রচ্ছন্ন অশ্রুর আভাসযুক্ত করুণ-রসে অভিষিক্ত। শান্ত চিন্তা ও স্মৃতির মুহূর্ত্তেও যখন এইরূপ, তাহা হইলে বিশেষ দুঃখ-ক্লেশাদির সময়ে তাহা যে আরও বিষণ্ণতাময় হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

এই কারণেই, দুঃখ-ক্লেশ-দুর্ভাগ্যে অভিজ্ঞ একজন কবি স্মৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"O Memory, thou fond deceiver,
Still importunate and vain,
To former joys recurring ever,
And turning all the past to pain :
Thou, like the world, th' oppress'd oppressing,
Thy smiles increase the wretch's woe :
And he who wants each other blessing
In thee must ever find a foe."

'—হে স্মৃতি ! তুমি প্রিয় প্রতারণাকারী, নিয়ত ও বৃথা আহ্বানকারী, প্রাক্তন (পূর্ব্ববর্ত্তী) আনন্দসমূহের প্রতি সদা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাক, এবং সমস্ত অতীতকে ক্লেশকর করিয়া তোল : তুমি, ভব-সংসারের (দুনিয়ার) মত, উৎপীড়িতদিগকে উৎপীড়িত কর ; তোমার হাস্য হতভাগ্যের দুঃখ বর্দ্ধিত করে : যাহার সকল সুখের অভাব, সে তোমাতে একটি শত্রু পাইবে।'

সুখী ব্যক্তির অতীতের কথা স্মরণ করিয়া, অতীতের সুখ বা আনন্দ হইতে, বর্ত্তমান সুখ বা আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়া, অবিমিশ্র ও অধিকতর আনন্দ হইবার কথা ;

সেইজন্য তাহার, পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্যবান কবির ন্যায়, স্মৃতিকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আকর, কেবল মাত্র রত্ন-সম্পদের খনি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু দুঃখী ব্যক্তির,—যাহার বর্ত্তমান জীবন দুঃখ-পীড়িত, তাহার—নিকটে, অতীতের আনন্দ ও আনন্দের দিনের স্মৃতি অনেক সময়ে অন্তরে দুঃখেরই উদ্রেক করিয়া, বর্ত্তমান দুঃখকে বর্দ্ধিত করে। স্মৃতির প্রভাবে, সুখী ও দুঃখী উভয়েরই অতীতের কথা অনেক সময়ে মনে হয়,—

"ফুরায়েছে যত বর্ষ, যত খেদ যত হর্ষ,
সে দিন সে সব (ই)"

—মনে পড়ে; কোন কোন কথা—পুনঃ পুনঃ মনে হয়; এবং এমন কি,

"Sometimes forgotten things long left behind
Rush forward in the brain, and come to mind."

—'কখনও কখনও বহুকাল পশ্চাতে পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিষয়সমূহ, মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হয়, ও মনে আসে।'

কিন্তু তাহার ফলে সুখী বা সৌভাগ্যবান, এবং দুঃখী বা দুর্ভাগ্য ব্যক্তি, এতদুভয়ের মনোভাবের পার্থক্য হয়। দুর্ভাগ্য ব্যক্তির স্মৃতি-প্রভাবে অতীতের দুঃখের কথা মনে হইয়া বর্ত্তমান দুঃখ ত বর্দ্ধিত হয়ই; এমন কি, অনেক সময়ে অতীতের আনন্দের কথা স্মরণ করিয়াও, অজ্ঞাতসারে বর্ত্তমান দুঃখের সহিত তুলনা করিয়া আরও দুঃখই হয়। এমনি করিয়া স্মৃতি-প্রভাবে আমার অতীতের কথা স্মরণ হইয়া, কত সময়ে অতীতের কত দুঃখ পুনরায় স্মৃতি-পথে আসে, ও অনেক সময়ে তাহাদের সঞ্চিত বেদনাদ্বারা আমার দুঃখময় জীবনকে আরও দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে। আবার কখনও কখনও, সুদূর অতীতের—শৈশবের—অপেক্ষাকৃত আনন্দের দিনের কথা—যখন কত আত্মীয়-স্বজনাদি-পরিবৃত হইয়া বাস করিতাম, তখনকার কথা—স্মরণ করিয়া আমার বর্ত্তমান সহায়হীন, নির্ব্বান্ধব অবস্থার বিষাদ-বেদনার মধ্যে স্মৃতির বেদনা-শোক দুঃখ—উত্থিত হইয়া, অন্তরের বিষাদ-ভার বর্দ্ধিত করে;—

"And sometimes I remember days of old
When fellowship seem'd not far to seek,
And all the world and I seem'd much
less cold."

—'এবং কখনও বা পুরাতন (অতীতের) দিনগুলি স্মরণ হয়, যখন সাহচর্য্য বা সহযোগিতা এত সুদূর-পরাহত বোধ হইত না, এবং সমস্ত বিশ্ব-সংসার, এবং আমি, পরস্পরের প্রতি (এখনকার অপেক্ষা) অনেক কম বিমুখ ছিলাম,'

—মনে পড়ে সেই ছাত্রাবস্থার কথা,—যখন বিদ্যালয়ে কত সমপাঠিগণের সহিত একসঙ্গে অধ্যয়নাদি করিতাম, এবং একই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাবশতঃ পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও মিত্রভাব ("একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রম্") উৎপন্ন হইতঃ এখনকার এই নগরীর সহানুভূতিহীন জন-কোলাহলের মধ্যে, যখন সমস্ত সংসার আমার প্রতি বিমুখ বা বিরোধী বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং যে সকল আত্মীয় স্বজনাদি এখনও জীবিত আছেন তাঁহারাও দূরে ও ভিন্নপথানুবর্ত্তী থাকাতে, তাঁহাদের ও আমার মধ্যে বাস্তব জীবনের ও লক্ষ্যের বিভিন্নতাবশতঃ প্রকৃত সহানুভূতির অভাব অনুভূত হইতেছে;—পূর্ব্ব-স্মৃতি অন্তরে উত্থিত হইয়া, আমার বর্ত্তমান অবস্থার বিষাদময়ত্ব আমাকে তীব্রতররূপে অনুভব করাইয়া, আমার বর্ত্তমান বিষাদভার বর্দ্ধিত করিতেছে।

কবি হেমচন্দ্র প্রবীণ বয়সে অন্ধ হইয়া, বিষাদাচ্ছন্ন-চিত্তে, যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন,—

"যখনি আগের কথা, মনে পড়ে পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে"

সেইরূপ আমার বর্ত্তমান রোগ-শোক-দুঃখ-ক্লেশাদি-পীড়িত জীবনের বিষাদময় অনুভূতিতে অনেক সময় আমারও—

'যখনি আগের কথা, মনে পড়ে পাই ব্যথা,
কত নিশি চক্ষে জল ঝরে ঃ
অতীতের কত আশা, আত্মীয় বান্ধব আসা,
হইয়াছে শেষ চিরতরে।'

—অতীতের কত আশা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, এবং কত আত্মীয় বান্ধব 'মৃত্যুর অন্তহীন নিশীথে সমাচ্ছন্ন' হইয়াছেন ঃ এ সকল কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে বিষাদ অনুভব না করিয়া পারি না। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য কবি ঠিকই বলিয়াছেন :—

"Dreams dawn and fly : friends smile and die,

*   *   *   *

Our vaunted life is one long funeral.

Men dig graves, with bitter tears,
For their dead hopes ;"

—'স্বপ্নসমূহ উদিত হয়. এবং উড়িয়া যায় ; বন্ধুগণ হাসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন......। আমাদের সমাদৃত জীবন. এক দীর্ঘ অন্ত্যেষ্টি। মানবগণ, তিক্ত অশ্রুধারাসহ, তাহাদের মৃত আশা-সমূহের জন্য সমাধি খনন করে'।

আমার বর্ত্তমান অনবরত দুঃখ-ক্লেশময় জীবনের মধ্যে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া যখন কিঞ্চিৎ শান্তি পাইবার জন্য এ সকল ভুলিয়া ও অতীতের কথাও ভুলিয়া অনন্ত আকাশ অবলোকন করিয়া, ও অনন্ত চিন্তা এবং জ্ঞান ও ভাব-জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া. কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক শান্তি প্রাপ্ত হই, তখনও কত সময়ে,—হয়ত একটি বায়ুর হিল্লোলের সহিত,—সহসা অতীতের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া, অন্তরে স্মৃতির বেদনা জাগিয়া উঠে,—

"...................... ....Ah, forgotten
things
Stumble back strangely ! and the
ghost of June,

Stands by December's fire, cold, cold !
and puts
The last spark out.—"

—'হায় ! বিস্মৃত বস্তুসমূহ আশ্চর্য্যরূপে সহসা (হুড়মুড় করিয়া) ফিরিয়া আসে ! এবং শীতকালের অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে নিদাঘের প্রেতমূর্ত্তি (আসিয়া) দাঁড়ায়,—শীতল, শীতল ! এবং শেষ স্ফুলিঙ্গকে নির্ব্বাপিত করে।'

আমার বর্ত্তমান দুঃখ-ক্লেশাদি-নিপীড়িত ঘোর দুঃ-সময়েয় অবসন্নকারী দুঃখ-হিমের মধ্যে, যখন আমি চিন্তা, জ্ঞান, ও ভাব-জগতের আধ্যাত্মিক হোম-কুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া, দুঃখান্ধকারের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোক, ও স্বস্তি বা শান্তি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিতেছি, [কোনও দিন, তখন সহসা (প্রকৃত পক্ষে), দুর্দ্দৈব-বশতঃ, নিয়তির ক্রূর পরিহাস প্রকটিত করিয়া, বাস্তব-জীবনের তীব্র ক্লেশকর একটি ঘটনার অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এবং সেদিন আমার পূর্ব্ব-চিন্তা-ধারার লেখার অনুসরণ করিয়া লেখা অসম্ভব করিয়া তুলিল : সেদিন যেরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা হইল, বহুদিন পূর্ব্বে কতকটা সেইরূপ অভিজ্ঞতা

হইতেই একদিন প্রথম হৃদয়ে এই বেদনা-গীতি উত্থিত হইয়াছিল :—

'সংসার-সাগর-মাঝে না হেরি গতি যে !'

—('মর্ম্মগীতি')

এবং

'সহে না সহে না আর এ ভব-যন্ত্রণা !'

আবার কোন দিন ;।

—তখন সহসা হয়ত একটি বায়ুর হিল্লোলের সহিত, —অতীত-জীবনের অধুনা-বিস্মৃত এক পৃষ্ঠা যেন নয়ন-সমক্ষে উড়িয়া আসিয়া পড়ে :—অতীতের যে সকল কথা ভুলিয়া ছিলাম, এবং ভুলিয়াই যেন কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতেছিলাম : অতীতের শুধু দুঃখের কথা নহে, এমন কি আনন্দের কথা—যে ক্ষীণ আনন্দ অচিরেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, এবং অতীতের কত আশার কথা—যে সকল আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে, অতীতের বিবিধ কর্ম্মোদ্যমের কথা—যাহা কালক্রমে ঘটনা-চক্রে ও অবস্থা-পরিবর্ত্তনে, সাধন করা অসম্ভব হইয়াছে ;—সে সকল ভুলিয়াই যেন শান্তি পাইতেছিলাম, কারণ সে আনন্দ ও আশার কথা মনে করিলেই পরবর্ত্তী নিরানন্দ ও নিরাশার, এবং সে সকল উদ্যমের কথা মনে করিলেই পরবর্ত্তী

বিফলতা, অক্ষমতা, অসাধ্যতা বা অসম্ভবত্বের কথাই,—বিশেষ করিয়া মনে হয়ঃ শৈশবের আশা ও আনন্দের অরুণিমার স্মৃতির দীপ্তি, বর্ত্তমান জীবন-সন্ধ্যার গোধূলির অন্ধকারের মধ্যে ডুবাইয়া শান্তিলাভে প্রয়াসী হইয়াছিলাম, কারণ—

"Shade to shade will come too drowsily,
And drown the wakeful anguish
of the soul."

—'ছায়া ছায়ার নিকটে অতি নিদ্রাচ্ছন্নভাবে আসিবে, এবং আত্মার জাগরণশীল যন্ত্রণাকে ডুবাইরা দিবে।'

—দুঃখান্ধকারের অবসন্নতার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-ক্লেশের অনুভূতিও যেন এক জমাট অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

সে সময়ে যদি সহসা একটি বায়ুর হিল্লোলের বা কোনও বাহ্য দৃশ্যাদির, অথবা চিন্তা-সাগরের প্রবাহের, সহিত অতীতের পুরাতন কথা মনে পড়ে,

"Remembrance wakes with all her
busy train,
Swells at my breast, and turns the
past to pain."

—'স্মৃতি তাহার ব্যস্ত অনুচরবর্গের সহিত জাগ্রত হয়, আমার বক্ষের মধ্যে স্ফীত হইতে থাকে, এবং অতীতকে ক্লেশে পরিণত করে।'

তখন মনে পড়ে, অতীতের কত আশা, উৎসাহ, ও কর্ম্মোদ্যমের কথা;—যাহা নিরাশা, নিরুৎসাহ, বা বিফলতায় পরিণত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ও বিশ্বজনীন জীবন সম্বন্ধে, তরুণ বয়সে অনুভূত, কত আশা ও উৎসাহের কথা,—সেই উৎসাহ-দীপ্ত তরুণ বয়সের কথা,

"When I dipt into the future far as human
eye could see,
Saw the Vision of the world, and all the
wonder that would be."

—'যখন আমি, যতদূর মানবীয় নেত্র দেখিতে পায়, ভবিষ্যতের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতাম, বিশ্বের (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) স্বপ্ন দেখিতাম, এবং যে সকল আশ্চর্য্য সংঘটিত হইবে।'

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন তরুণ বয়সের কত আশা চূর্ণ হইয়াছে, জীবনে কত আশার পর আশা নিরাশায় পরিণত হইয়াছে, কত উদ্যম বিফল হইয়াছে,

কত উৎসাহ নিরুৎসাহ ও অবসাদে পরিণত হইয়াছে,—সেইরূপ জাতীয় ও সমগ্র মানবীয় বিশ্ব-জনীন জীবন সম্বন্ধে, অতীতের তরুণ-বয়স-সুলভ উৎসাহপূর্ণ কত আশা বাস্তব-জগতের ঘটনা-পরিণতির অভিজ্ঞতার আঘাতে বিচূর্ণ হইয়াছে, তাহাও স্মরণ করিয়া চিত্ত বিষাদাচ্ছন্ন হয়; মানব-চরিত্র ও মানবীয় জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে জীবনের উৎসাহ-ময় পূর্ব্বাহ্ণে যে সকল ধারণা ও আশা পোষণ করিয়াছিলাম, তাহা অপ্রীতিকর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে যে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছে, ইহাও স্মরণ করিয়া বিষাদ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত মানবের রোগ দুঃখ ক্লেশ সমূহের নিরাকরণ সম্বন্ধে বহু বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল আশা পোষণ করিয়াছিলাম, তাহার অনেক যে বিফল হইয়াছে, তাহা মনে পড়ে।

আর মানবের নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক মহতী উন্নতির যে সকল মঙ্গলময় আশাপ্রদ বাণী বিভিন্ন যুগে ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বা যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মা ও মনীষিবর্গ ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশা যে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা

করিয়াছিলেন, এবং আশ্বাসপূর্ণ শান্তির বাণী প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"Peace I leave with you !
my pcace I give unto you :"

'তোমাদিগের নিকটে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি ; আমার শান্তি আমি তোমাদিগকে দিতেছি :'

—তাহার ফলে, এ বিশ্বে—এমন কি সেই প্যালেষ্টাইনেও—কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মানবগণের বিশ্ব-জনীন ভ্রাতৃত্ব কি কার্য্যতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে ? মহাত্মা বুদ্ধদেব যে উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, বিশ্ব-জনীন 'সাম্য' ও 'মৈত্রী'র—অহিংসার—যে বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা এই পৃথিবীতে,—এমন কি এই ভারতবর্ষেও,—কি স্থায়ী হইয়াছে ? বহুবর্ষ-যুগাধিক-পূর্ব্বে পৃথিবী ও বিশ্ব-মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আশার স্বপ্ন অন্তরে উদীত হইয়াছিল,

"Earth at last a warless world, a single
race—a single tongue—

*　　*　　*

Every tiger madness muzzled, every serpent passion kill'd."

—'পৃথিবী অবশেষে একটি সংগ্রামহীন জগৎ—এক জাতি, এক ভাষা,—প্রত্যেক ব্যাঘ্রপ্রকৃতি (নিষ্ঠুর) উন্মাদ (উদ্দাম নৃশংসতা) দমিত, প্রত্যেক সর্প-প্রকৃতি ক্রূরতার উল্লাস নিহত,'—

—তাহা কি সফল হইয়াছে? বহুবর্ষ—যুগাধিক পূর্ব্বে, হৃদয়ে যে বিশ্ব-জনীন আশার গীতি উত্থিত হইয়াছিল,—

'সেদিন কি আসিবে কভু,
যবে, নবীন ঊষার প্রথম আলোকে,
জাগিবে নূতন আশা?
নূতন উদ্যমে গঠিবে আবার
নূতন মানব নূতন জাতি,
কহিবে নূতন ভাষা?
ব্যাপ্ত হ'বে ভ্রাতৃ-ভাব সমগ্র ভুবনে;
শান্তিময় ধর্ম্ম-গীতি উঠিবে গগনে;
সত্য আর ন্যায়-নিষ্ঠা ভরিবে সমাজ,
পবিত্রতা, পুণ্য-স্রোত, করিবে বিরাজ?"

[মর্ম্ম-গীতি।]

—তাহা কি সফল হইয়াছে ?—সে সকল কল্পনা ও আদর্শ, বাস্তবে পরিণত হইবার লক্ষণও কি দেখা যাইতেছে ?

প্রাচীন ভারতে, 'আদিকবি' বাল্মীকি, মহাপুরুষ রাজর্ষি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া যে নৈতিক আদর্শ ও আদেশ-বাণী বিঘোষিত করিয়াছিলেন :—

"সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলাণি সর্ব্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্ ॥
... ... তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ ॥"

—'বিশ্বে সত্যই ঈশ্বর (বা ঈশ্বর সত্যস্বরূপ), সত্যে ধর্ম্ম সদাশ্রিত। সত্যই সকলের মূল, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ নাই। ... ... অতএব সত্য-পরায়ন হইবে।'

—এবং মহাকবি ব্যাসদেব, 'মহাভারতে' যে সত্যের গৌরব ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"সত্যমেব গরীয়স্ত শিষ্টাচার-নিসেবিতম্ ॥"

—'শিষ্টাচার-সেবিত সত্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু।'

—এবং এইরূপে প্রাচীন ভারতের এই দুই মহাকবি, উপনিষদে প্রথম প্রচারিত, প্রাচীন ভারতের যে ধর্ম্ম-নৈতিক আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন, এবং আধুনিক যুগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা পুনঃ প্রচারিত

করিয়াছিলেন, (যাহার প্রভাবে বর্ত্তমান যুগেও এ দেশে পুনরায় ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাইবার যে আশা, আমি তরুণ বয়স হইতে অন্তরে পোষণ করিতাম) তাহা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বাস্তব-জীবনে কোথায়? এদেশে নব-উন্মেষিত জাতীয় ভাবের যুগে বঙ্গীয় কবি সোৎসাহে যে আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন,

"উঠ্‌ব মোরা, উঠ্‌ব মোরা, বিধির আদেশ-বাণী।"

তাহা কি পূর্ণ হইয়াছে,—সে স্বপ্ন কি সফল হইয়াছে? বর্ত্তমানকালে, কোথায় সেই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন, অবিচলিত সত্য-নিষ্ঠা, অকপট ন্যায়-নিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অতীত বিশ্বজনীন মানবত্ব? কোথায় সেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যাহার অভাব লক্ষ্য করিয়া স্বদেশ-প্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"আবার তোরা মানুষ হ!"

তাহার পর এতদিন গিয়াছে। এখনও—এমন কি **এখনই** বিশেষ করিয়া—সেই অভাবই অনুভব করিতেছি, এখনও ক্ষুব্ধ-চিত্তে অনুভব করিতেছি ঃ—

'মানুষ কোথায়, মানুষ কোথায়?'—
হৃদয়-ব্যথা কহিছে ফিরে।'

বর্ত্তমান বিশ্ব-ভুবনে ভারতের কবি-প্রতিনিধি মহা-কবি রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করিয়া গাহিতেছেন ঃ—

"কাল আগত ঐ, ভারত তবু কই ?"

এ সকল বিষয়েও আমার আশার স্বপ্ন চূর্ণ হইয়াছে। এবং কত সময়ে ব্যথিত হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি ঃ—

'আশার স্বপন সব ভেঙ্গে গেছে এবে !
চেয়ে আছি শুধু শূন্যপানে, শূন্য-প্রাণে।
মিথ্যার ছলন শুধু দেখিনু এ ভবে ;
অন্যায়ের যশোগাথা শুনিনু শ্রবণে।
সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কোথা এ সংসারে ?
কপটতা, পক্ষপাত, হেরি চারিধারে !"

স্বদেশের জাতীয় জীবন, ও বিশ্ব-জনীন মানবীয় জীবন, সম্বন্ধেও অতীতের আশা-সমূহ যে অনেক পরিমাণে বিফল হইয়াছে, এ কথা দুঃখের সহিত আমাকে অনুভব করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে, কি স্বদেশে কি সমগ্র বিশ্বে, প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবনের অভাব বিশেষ করিয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে।

স্বদেশের কথা মনে করিয়া বিশেষ করিয়া এ দুঃখ অনুভব করিতেছি। যুগাধিক পূর্ব্বে, স্বদেশ-প্রেমিক

কবি হেমচন্দ্র যে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়,"

এবং স্বদেশের, অন্যান্য স্বাধীন উন্নত দেশের মত,—উন্নতি-সম্বন্ধে যেরূপ আশা ও বাসনা পোষণ করিয়া পরে নিরাশ হইয়াছিলেন :—

"ছিল সাধ বড় মনে
আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্জ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

* * * *

সে সাধ ঘুচেছে হায় !"

—আমাকেও সেইরূপ স্বদেশের উন্নতি-সম্বন্ধে আশা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া, পরে নিরাশ হইতে হইয়াছে। দেখিতে চাহিয়াছিলাম, এই ভারতবর্ষকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে উন্নত, প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবকে পুনর্জীবিত করিয়া, সত্য-নিষ্ঠ, ন্যায়-নিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ চরিত্রের বলে বলীয়ান হইয়া, ও সরল ও মিতাচারী জীবন ও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের ত্রি-ধারাময় নবীন সাধনাযুক্ত এক উৎকৃষ্টতর সভ্যতার বিকাশস্থল হইতে ;—আর, নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে অনুভব

করিয়া বলিতে হইতেছে,—চতুর্দ্দিকে কি দেখিতেছি? সত্য-নিষ্ঠার অভাব, ন্যায়-পরতার অভাব, হৃদয়-হীনতা, ধর্ম্মের অবমাননা, সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ও বিদেশীয় নাস্তিকতাবাদী, গণতান্ত্রিকতার বিকৃতির কদর্য্য অনুকরণ! সত্য-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে, মিথ্যারই জয়-জয়কার,

"Lies upon this side, lies upon that side,
truthless violence mourn'd by the Wise,
Thousands of voices drowning his own in
a popular torrent of lies upon lies;"

—'এধারে মিথ্যা, ওধারে মিথ্যা, জ্ঞানী ব্যক্তির অনুশোচিত সত্য-হীন অত্যাচার (বর্ব্বরতা);

সহস্রকণ্ঠ জনগণ-সুলভ মিথ্যার উপরে মিথ্যার ধারায়, তাঁহার (জ্ঞানীজনের) আপন কণ্ঠকে নিমজ্জিত করিতেছে;'

প্রকৃত ধর্ম্মকে লাঞ্ছিত করিয়া, অসত্য, অন্যায়, ক্রূরতা, হিংসা, ও নিষ্ঠুরতার উদ্দাম তাণ্ডব ঃ—

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম;—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি'

জাতি প্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

—[রবীন্দ্রনাথ।]

"শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন!

*   *   *   *

যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবন তলে ;
*   *   *   আজি তাহা নাশি'
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

এখন—"অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন!"

"   *   *   * মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,
মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,"

—[রবীন্দ্রনাথ : "নৈবেদ্য"।]

এখন লোকে অতীতের সরল অনাড়ম্বর চিন্তাশীল জীবন, ও জ্ঞানের ও ধর্ম্মের সাধনা ও দৈন্যের গৌরব বিস্মৃত হইয়াছে ;—

"Plain living and high thinking are
no more."

—'অনাড়ম্বর (বিলাস-বিহীন) জীবন-ধারণ ও উচ্চ চিন্তাশীলতা এখন আর নাই'।

'ভারতের বক্ষ হ'তে মুছে গেছে এবে,
প্রাচীন জ্ঞানের সেই শিক্ষা সু-মহান্ !
রাজিছে তাহার স্থানে স্পর্দ্ধিত গরবে,
কুটিল স্বার্থের চক্র, দম্ভ বলবান্।
শক্তি-মত্ত অত্যাচার, হিংসার গরিমা,
ভুলায়ে দিয়াছে ভবে দৈন্যের মহিমা।'

এবম্বিধ অমঙ্গল-সমস্যা, কেবল যে ভারতবর্ষের, তাহাও নয়ঃ এ সকল অমঙ্গল, অশান্তি, সমগ্র বিশ্বেই বর্ত্তমান থাকিয়া বিশ্বজনীন সমস্যা উত্থাপন করিয়াছে। অন্যান্য দেশেরও জ্ঞানী, ও চিন্তাশীল ও ভাবুক ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে অনেকটা আমার মত অনুভব করিয়াছেন, ও কোন কোন চিন্তাশীল কবি বা মনীষি, কতকটা আমার মত অনুভব করিয়া, ও তরুণ বয়সে আশা করিয়া, পরে

নিরাশ হইয়াছেন, এবং তাহা (কিয়ৎ পরিমানে) সাহিত্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। এমনি একজন চিন্তাশীল পাশ্চাত্য কবি লিখিয়াছেন ঃ—

"Hope was ever on her mountain,
watching till the day begun—
Crown'd with sunlight—over darkness
—from the still unrisen sun."

—(কোনও পাশ্চাত্য দেশেও) 'আশা চিরদিন তাহার পর্ব্বতের উপরে (প্রতিষ্ঠিত) ছিল, নিরীক্ষণ করিত যতক্ষণ না দিবা আরম্ভ হয়,—সূর্য্যালোকে মুকুটিত হইয়া—অন্ধকারের উপরে—তখনো অনুদিত সূর্য্য হইতে।'

কিন্তু হায়! সে আশা কি সফল হইয়াছে? প্রকৃত উন্নতির দিবালোক কি আসিয়াছে? ঐ আধুনিক পাশ্চাত্য কবিই বলিতেছেন ঃ—

"Have we grown at last beyond the
passions of the primal clan?"

—'আমরা কি আদিম যুগের দল-তন্ত্রের ভীষণ (পাশবিক) ভাব-সমূহের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছি?'

পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ কি নির্ম্মূলিত হইয়াছে, হিংসা দ্বেষ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, কি তিরোহিত হইয়াছে, প্রকৃত

প্রেমের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য, কি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? কিন্তু ফলে, প্রকৃত পক্ষে—

"When was age so cramm'd with menace ?
madness ? written, spoken lies ?
Envy wears the mask of Love and laughing
sober facts to scorn,
Cries to Weakest as to Strongest, 'Ye
are equals, equal-born'
Equal-born ? O yes, if yonder hill be
level with the flat."

—"কবে যুগ (অর্থাৎ আর কোন্ যুগ) এরূপ ভীতি-প্রদর্শনে, উন্মত্ততায়, ও লিখিত ও কথিত মিথ্যায় পূর্ণ হইয়াছিল ?

হিংসা, প্রেমের মুখোস পরিয়া আছে, এবং গম্ভীর তথ্যকে (বাস্তব সত্যকে) হাসিয়া উপহাস করিয়া, দুর্ব্বলতমকে ও সবলতমকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, 'তোমরা সমান, সমান হইয়া জন্মিয়াছ।'—সমান হইয়া জন্ম ? হাঁ, যদি ঐ পাহাড় সমতলের সহিত সমান উচ্চ হয়"।

এবং ঐ কবি আধুনিক উৎকট গণতন্ত্রের পূজক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"You that woo the Voices * * * * *
* * * * * * * *
Pillory Wisdom in your markets, pelt
your offal at her face,
Bring the old dark ages without the
faith, without the hope."

—'তোমরা, যাহারা গণ-মতের স্তুতি করিতেছ,...... তোমাদের বাজার-সমূহে জ্ঞানকে লাঞ্ছিত করিতেছ,...... অন্ধকার যুগনিচয়কে—বিশ্বাস-বর্জ্জিত, আশা-বর্জ্জিত (করিয়া) আনিতেছ'।

অনেকে এরূপ বলেন যেন উন্নত সভ্যতার নব-যুগ আসিয়াছে, মানবীয় উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্ধকার যুগের তামসী নিশা পোহাইয়া উন্নত মানবীয় সভ্যতার নব প্রভাত আসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই?

কবি বলিতেছেন :—

"Red of the Dawn !
Godless fury of peoples......

And the bolt of war dashing down
upon cities and blazing farms,"

—"ঊষার রক্তিমা ! জাতি সমূহের নিরীশ্বর চণ্ড-লীলা, এবং সংগ্রামের বজ্র, নগরী-মালার ও দহ্যমান শস্যাগার-সমূহের উপরে প্রচণ্ডভাবে পড়িতেছে" ;

"Red of the Dawn !
.................So be it, but when shall
we lay
The Ghost of the Brute that is walking
and haunting us yet and be free ?
In a hundred, a thousand winters ?"

—'ঊষার রক্তিমা !......তাই হোক্, কিন্তু কবে আমরা পশুত্বের প্রেত—যাহা বিচরণ করিতেছে ও আমাদের উপরে উপদ্রব করিতেছে—তিরোহিত করিব, এবং স্বাধীন হইব ? এক শত বর্ষে, এক সহস্র বর্ষে ?'

—যদি সে যুগ আসে, সে যুগের যে অনেক বিলম্ব আছে, নব-যুগের আশা যে এখনও সুদূর-পরাহত,—চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করেন। এখনও উন্নত মানবীয় সভ্যতার আদর্শ নব-যুগের নবীন প্রভাতের আলোক-রেখা ও দৃষ্টি-গোচর হয় না। অনেকে এরূপ

বলেন যেন এই বিশ্বে—এমন কি এই ভারতবর্ষেই—উন্নত নব-যুগের নবীন প্রভাত উদিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ভ্রান্তি-মাত্র। সেদিন আসে নাই। বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যতা, সভ্যতার বিকৃতি মাত্র।

কবি বলিতেছেন ঃ—

"আজি নিশার আকাশ
যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা

*　　*　　*　　*

সে আদর্শ প্রভাতের নহে মহেশ্বর !
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণালোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে !",

—[রবীন্দ্রনাথ]

আধুনিক তথাকথিত সভ্যতার উন্নতি, প্রধানতঃ প্রাকৃত বিজ্ঞান সমূহের উন্নতি। কিন্তু এই শ্লাঘাময় বিজ্ঞানেরও উন্নতি প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হইয়াছে? পূর্ব্বে এই আশা পোষণ করা যাইত যে এই উন্নতি হইতে মানবের শারীরিক (রোগাদিজনিত) দুঃখ-ক্লেশ সমূহ অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে আশা অনেকাংশে বিফল হইয়াছে। মানবের দুঃখ-ক্লেশ সমূহ দূর হয় নাই। অধিকন্তু, বিজ্ঞানের উন্নতির

ফলে, নূতন নূতন বিভীষিকা ও অমঙ্গল সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহও তিরোহিত হয় নাই ; অধিকন্তু, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, 'বিষাক্ত বাষ্প' (Poison gas) ব্যবহার, বায়ু-যান হইতে বোমা (bomb) নিক্ষেপ, রোগ-বীজানু বিকীরণ, প্রভৃতি নব নব বিভীষিকা সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং যুদ্ধ-রহিত শান্তির সময়েও, মানবের সাধারণ জীবনের মধ্যেও নানা অমঙ্গলের উৎপত্তি বা প্রসার হইয়াছে ; নিকৃষ্ট ভাবের চলচ্চিত্র (Cinema বা "Movie"), 'বেতার', "Talkies," প্রভৃতির প্রভাবে নৈতিক অবনতি এবং বর্ব্বরতা ও বিবিধ অপরাধ-বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, (যাহা চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষিগণ ক্রমশঃ লক্ষ্য করিতেছেন) প্রভৃতি, তাহার দৃষ্টান্ত। সাধে কি কবি বলিয়াছেন ;—

"* * * দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষ-দন্ত তার ভরি' তীব্র বিষে।"

—["নৈবেদ্য"]

আধুনিক যুগে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে নৈতিক অবনতি ও তজ্জনিত বিভিন্ন অমঙ্গল সমূহ, বিভিন্ন দেশীয় আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিয়াছেন।

[বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক Herbert Spencer, "Re-barbarisation" বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"In all places and in all ways there has been going on during the past fifty years, a recrudescence of barbaric ambitions, ideas, and sentiments, and an unceasing culture of blood-thirst."

—("Facts and comments", 1902.)

—'সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বপ্রকারে, বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, বর্ব্বর দুরাকাঙ্ক্ষা, ধারণা ও ভাব সমূহের পুনরভ্যুত্থান, এবং রক্ত-পিপাসার অনুশীলন চলিতেছে।'

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ৩০ বৎসর পরেও, আমিও ত বিগত বৎসর-সমূহের অভিজ্ঞতা হইতে তাহাই অনুভব করিতেছি।

অন্য কতিপয় চিন্তাশীল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখকও, আধুনিক যুগের নীতি-হীনতা বা দুর্নীতির বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"Brute forces have been handed down to us from generation to generation. For the time being I am dealing with the predominant character of modern civilisation * * * and the predominant character of modern civilisation * * * is to dethrone God and enthrone materialism."

—[Address (at Y. M. C. A., overtoun Hall, on 28th August 1925).

(*v.* "*The Bengalee*, 29th August 1925.)]

—অর্থাৎ, 'পশুশক্তি-সমূহ পুরুষানুক্রমে বর্ত্তমান যুগে আনীত হইয়াছে। আপাততঃ আমি আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণের কথা বলিতেছি·········এবং আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হইতেছে ঈশ্বরকে সিংহাসন-চ্যুত করা ও জড়বাদকে সিংহাসনারূঢ় করা'।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য মনীষি ও চিন্তাশীল লেখক টমাস্ কার্লাইল্ (Thomas Carlyle), 'বর্ত্তমান কাল' সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"......Never before did the creature called man believe generally in his heart that lies were the rule in this Earth ;"

—['Latter-day Pamphlets' : The present time.]

—'পূর্ব্বে আর কখনও মনুষ্য নামক জীব অন্তরে সাধারণতঃ বিশ্বাস করে নাই যে এই পৃথিবীতে মিথ্যাই নিয়ম'।

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সু-লেখক ও সমাজ-হিতৈষী জন্ রাস্কিন (John Ruskin) সমসাময়িক ইউরোপের বর্ত্তমান কালের নৈতিক অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"The crimes daily recorded in the police-courts of London and Paris (and much more those which are unrecorded) are a disgrace to the whole body politic ;"

—["*Munera Pulveris*" (108).]

—'লণ্ডন ও প্যারিসের পুলিস-আদালত সমূহে প্রতিদিন লিখিত অপরাধ-সমূহ (এবং অনেক অধিকতর যেগুলি অ-লিখিত) সমগ্র রাষ্ট্র-দেহের অসম্মান'।

তাঁহার অন্য এক পুস্তকে তিনি, আধুনিক 'সভ্য' সমাজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"It seems to me a very dark sign respecting us that we look with so much indifference upon dishonesty and cruelty in the pursuit of wealth."

—("*The Two Paths*" : Lecture V.)

—'ইহা আমার নিকট অতি ঘোর দুর্লক্ষণ বলিয়া বোধ হইতেছে, যে আমরা, ঐশ্বর্য্যের অনুসরণে শঠতা ও নিষ্ঠুরতা, এত অবিচলিত-ভাবে দর্শন করি।'

উক্ত লেখক বর্ত্তমান বিশ্ব-সমাজের আপাতঃদৃশ্য ঐশ্বর্য্য, ("Seeming prosperity of the world") সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, দ্রষ্টব্য।

(*v.* "Lectures on Art", III. 95.)

প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সমালোচক Matthew Arnold শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"Our social progress seems to become one triumphant and enjoyable course of what is sometimes called vulgarity outrunning the constable." —("Culture and Anarchy.)"

—'আমাদের সামাজিক উন্নতি, যাহা কখনও কখনও বলা হয়—পাহারা-ওয়ালা হইতে অধিক ধাবমান (পলায়মান) ইতরতা —তাহারই জয়োল্লাসকারী ও উপভোগ্য এক প্রস্থ—হইয়া উঠিতেছে বোধ হয়।'

আর একজন পাশ্চাত্য লেখক লিখিয়াছেন ঃ—

"The terrible anarchies of these years, are brought upon us by a necessity too visible. ....Not by the crime of one class, but by the fatal obscuration, and all but obliteration of the sense of Right and Wrong in the minds and practices of every class"

—'এই সকল বৎসরের ভীষণ অরাজকতা-সমূহ, পরিদৃশ্যমান বাধ্যতাতে আমাদের উপরে আনীত হইয়াছে।.........কোন এক শ্রেণীর লোকের অপরাধ-সমূহের দ্বারা নহে, কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের চিত্ত ও কার্য্যাবলীতে ন্যায় ও অন্যায়ের বোধের মারাত্মক অস্পষ্টতাতে ও প্রায় বিলোপে।']

আমিও বর্ত্তমান যুগের এই অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি। তবে এই তথাকথিত 'আধুনিক সভ্যতা' প্রকৃত পক্ষে সভ্যতা নামের যোগ্য কিনা, একথা সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া বিবেচনা করি। আর এই তথা-কথিত 'সভ্যতা' যে প্রকৃত পক্ষে 'সভ্যতা' অপেক্ষা

'বর্ব্বরতা' নামের উপযুক্ত, তাহা কোনও কোনও উচ্চ-শ্রেণীর পাশ্চাত্য মনীষিও উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। ঐরূপ কোনও চিন্তাশীল ফরাসী সমালোচক লিখিয়াছেন :—

"Civilisation has marched with giant strides, but has life become longer or happier for each of us ?.........In regard to this matter we have only to reflect, and to reflect at length on the melancholy thoughts of Herbert Spencer, who in 1902 brought a long career to a close with a species of *ultima verba* of a profoundly despairing nature. He sees before his eyes.........the abuses of the Press, false social progress, the vilification of character, the degradation of art,.........He thence concludes that the world is returning to barbarism and slavery........." —[*Loilee.*]

—'সভ্যতা বিরাট পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু জীবন কি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে দীর্ঘতর বা অধিকতর সুখের হইয়াছে ?........ এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিলেই, ও সবিস্তারে চিন্তা করিলে, হয়, হার্ব্বার্ট

স্পেন্সারের বিষাদময় চিন্তাবলী,—যিনি ১৯০২ অব্দে, গভীর নিরাশাপূর্ণ এক প্রকার শেষ কথায় দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবন সমাপন করিয়াছিলেন। তিনি "তাঁহার চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছেন,........মুদ্রাযন্ত্রের অপব্যবহার, মিথ্যা সামাজিক উন্নতি, চরিত্রের কুৎসা-অপবাদ-করণ, ললিত কলার অধোগতি-করণ .....রূঢ় রীতি-নীতি-উৎপাদক সামরিকতা ....। তিনি এ সকল হইতে এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন, যে পৃথিবী বর্ব্বরতা ও দাসত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে.........'।

এই সকল উক্তির পরেও এ পর্য্যন্ত বিগত মহা যুদ্ধের ও তাহার পরের ঘটনাবলী ও অবস্থা হইতে বর্ত্তমান যুগের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনও উন্নতি ত হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছে ইহাই প্রকটিত হয়।*

—এই বর্ত্তমান সময়ে, এদেশেও এই অবস্থাই, দুঃখের সহিত দেখিতেছি; অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার,

* মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি, ও অন্যান্য চিন্তশীল ব্যক্তিবর্গের উক্তি-সমূহ দ্রষ্টব্য।

শঠতা, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রবল প্রাদুর্ভাব। এ দেশের (এবং অন্যান্য অনেক দেশেরও) বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলে, সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখকের কথায় বলিতে হয়ঃ—

এ দেশের আর একজন চিন্তাশীল লেখকও লিখিয়াছেন ঃ—

"Mankind is no more than semi-civilised and it was never anything else in the recorded history of its present cycle."

(—A. G. in "Arya" of 15th November, 1919.)

—'মানব-জাতি অর্দ্ধ-সভ্য অপেক্ষা অধিকতর (উন্নত) নয় এবং বর্ত্তমান যুগের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে কখনও আর কিছু ছিল না।'

মার্কিন যুক্ত-সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাষ্ট্র-সভাপতি Mr. Hoover, সম্প্রতি তাঁহার কোনও বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ঃ—

"Crime was increasing......The sorest necessity of the times was reform in the enforcement of civil and criminal codes."

(– *v*. The "Bengalee" of March 3, 1929.)

—'অপরাধ বাড়িতেছে·········একালের তীব্রতম প্রয়োজন দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রয়োগে সংস্কার সাধন।'

"Anarchy, the choking, sweltering, deadly and killing rule of no rule ; the consecration of cupidity, and braying folly, and dim

সম্প্রতি ইংলণ্ডের কোনও সমাজ-হিতৈষী শিক্ষাবিৎ তাঁহার কোনও বক্তৃতায়, 'আধুনিক সভ্যতার জড়তন্ত্রী মূল্যবোধ, এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব' (The materialistic values of modern civilisation and the almost complete absence of spiritual values")—ইহার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন :—

"Even the war taught Europe very little, for it ushered in a carnival of materialism, a denial of God, and the laws of God, the like of which the world, in its history, has scarcely seen. The result has been the world-situation with which we are confronted to-day."

—(Dr. Cyril Norwood).

…'মহা যুদ্ধও ইউরোপকে অত্যল্পই শিখাইয়াছিল, কারণ জড়-তন্ত্রীতার এক মেলা আনয়ন করিয়াছিল,—ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের বিধি-সমূহকে অস্বীকার,—যাহার সদৃশ, কদাচিৎ এ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে। ফলে, বিশ্বের এই অবস্থা যাহা আমাদের সম্মুখীন হইয়াছে।']

stupidity and baseness, in most of the affairs of men."

—[*T. Carlyle* on "The Present Time."
"Latter Day Pamphlets."]

—'অরাজকতা, অশাসনের শ্বাস-রোধকারী, গলদ-ঘর্ম্ম-কারী (বা পচনকারী), মারাত্মক, ও হননকারী শাসন (বা অত্যাচার); লোভ, এবং নিনাদকারী (দম্ভকারী), নিবুর্দ্ধিতা, এবং মানবগণের অধিকাংশ বিষয়ে অন্ধকারী দুবুর্দ্ধি ও নীচতা।'

আমি গভীর বিষাদে (মিল্টনের মত) অনুভব করিতেছি, আমরা বাস্তবিকই

......"Fallen on evil days,
On evil days.. fallen, and evil tongues."

—'দুর্দ্দিন-সমূহের মধ্যে, এবং দুর্ম্মুখ-(বা কু-ভাষী-) দিগের মধ্যে পড়িয়াছি'।

চারিদিকেই অন্যায় বা অধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন প্রকৃত ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন; যেন মানব-সমাজ উদ্দামভাবে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। (কারণ প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত

মানবত্ব ব্যতীত কি মানব-সমাজের কল্যাণ হয়,—এমন কি রক্ষা হয় ?)

প্রবীন বয়সে, বিষন্ন-হৃদয়ে অনুভব করিতেছি ঃ—

"Fated among time's fallen leaves to stray
We breathe an air that savours of the tomb,
Heavy with dissolution and decay,
Waiting till some new world-emotion rise."

—'কালের স্খলিত পত্ররাজির মধ্যে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়া, আমরা মৃতের সমাধির গন্ধ-যুক্ত, বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসে ভারাক্রান্ত বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছি, কোন নূতন বিশ্ব-ব্যাপী ভাব-প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।'

ভগবদ্গীতায় যে অবতার বা যুগ-প্রবর্ত্তক মহা-পুরুষের আবির্ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা·····················
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

—'হে ভারত, যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন····· ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

—এখন এমনি মহাপুরুষের প্রয়োজন, ও অভাব দৃষ্ট হইতেছে ঃ

—কাল আগত এই, মহাপুরুষ কই ? কোথায় এমন ধর্ম্ম-সংস্থাপন-ব্রতী মহাপুরুষ যিনি বিশ্ব-জনীন ভাব-প্রবাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া, বিশ্বে নব-যুগোপযোগী মহতী বাণী প্রবর্ত্তন ও প্রচারে ব্রতী হইয়া, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত-কর্ম্মী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নির্ভীক-হৃদয়ে বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিবেন ঃ—

"ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।"—'ধর্ম্ম পালন কর; ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।'

"Put down the passions that make
earth Hell !
Down with ambition, avarice pride,
Jealousy, down ! cut off from the mind
The bitter springs of anger and fear ;
Down too, down at your own fireside,
With the evil tongue and the evil ear,
For each is at war with mankind"

—'দমন কর, যে সকল ভীষণ ভাব পৃথিবীকে নরকে পরিণত করে! দুরাকাঙ্ক্ষা, লোভ, গর্ব্ব নিরস্ত কর!

ক্রোধ ও ভীতির উৎস-সমূহকে মন হইতে বিচ্ছিন্ন কর, তোমাদের আপনাদের গৃহের মধ্যে কু-বাক্য ও কু-শ্রবণকে দমন কর, কারণ প্রত্যেকটী মানব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত।'

এরূপ ধর্ম্মব্রতী মহাপুরুষকে বা মহাত্মাকে, এবং মানব সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও চরিত্রবান নেতৃবর্গকে বলিতে চাহি,—

"Tho' all men else their nobler dreams
forget,
Confused by brainless mobs and
lawless Powers ;
..............Ye help to save mankind
Till public wrong be crumbled into dust,
And drill the raw world for the march
of mind,
Till crowds at length be sane and
crowns be just."
—(Tennyson,)

—'যদিও অন্য সকল লোক তাহাদের মহত্তর স্বপ্ন বিস্মৃত হয়,— মস্তিষ্কহীন জনগণ ও বিধি-হীন (অত্যাচারী) শক্তি সমূহ দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ;······তোমরা মানব-জাতিকে

রক্ষা করিতে সাহায্য কর, যতক্ষণ না সাধারণ অন্যায় ধূলিতে বিচূর্ণ হয়, এবং অশিক্ষিত বিশ্বকে, মনের অগ্রগমনের জন্য নিয়ন্ত্রিত কর, যতক্ষণ না জনতা-সমূহ শান্ত (উন্মত্ততা শূন্য) হয় এবং রাজগণ ন্যায়পরায়ণ হন।'

সাধারণ জনগণের মধ্যে এরূপ কেহ আছেন কি ?—

"Not like the men of the crowd
Who all round me to-day
Bluster or cringe, and make life
Hideous, and arid, and vile ;
But souls temper'd with fire,
Fervent, heroic, and good,
Helpers and friends of mankind."

—'জনতার লোকদিগের মত নয়,—যাহারা আমার চতুর্দ্দিকে আস্ফালন বা নীচক্রূরভাবে আচরণ করিতেছে, এবং জীবনকে বীভৎস, নিষ্ফল, ও জঘন্য করিতেছে ; কিন্তু যেরূপ আত্মা অগ্নি দ্বারা গঠিত (তাপ-দহন-পরিণত), উৎসাহী, বীরত্বপূর্ণ, এবং মঙ্গলকারী (সৎ), —মানব-জাতির সাহায্যকারী ও বন্ধু।'

প্রকৃত এরূপ লোকের বাস্তবিকই বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। ব্যক্তিগত ও বিশ্ব-

জনীন মানবীয় জীবনে পুঞ্জীভূত অমঙ্গল সমূহ তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছি; আমার ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ সমগ্র জীবন-কাল ধরিয়া পুঞ্জীভূত দুঃখ ক্লেশ বেদনা সমূহ,—

'যত ক্লেশ, যত ব্যথা জমেছে জীবনে,
যত শ্রান্তি অবসাদ, ব্যথিছে পরাণে',

তীব্র ও গভীরভাবে অনুভব করিতেছি, সেইরূপ সমগ্র মানব-জাতির যুগে যুগে সঞ্চিত অমঙ্গল সমূহ, ও সংগ্রাম সঙ্কুল, অন্যায় অত্যাচারপূর্ণ বিশ্বে, বিবিধ দুঃখ ক্লেশ—'ত্রিবিধ-দুঃখ'-সন্তাপ—প্রাণে গভীরভাবে অনুভব করিতেছি। [ও কত সময়ে, নিভৃতে, বিষাদ-ময় মর্ম্ম-গীতিতে আক্ষেপ করিয়াছি :—

'কেন এত রোগ, শোক, দুঃখ অনিবার,
বেদনা-ক্রন্দন-ময় নিখিল সংসার ?'

এবং,

'হেরি' নিত্য সংসারেতে অসত্যের জয়,
অন্যায়ের পরাক্রম, দয়ার অভাব,
মানবের নানা দুঃখ, রোগ, শোক, ক্লেশ,
গভীর বেদনা পাই, নিভৃত অন্তরে।'

—("মর্ম্ম-গীতি"।)]

অন্যায়, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতাপূর্ণ, সংগ্রাম-সমাকুল বিশ্বের পুঞ্জীভূত ক্লেশ ও বেদনাসমূহ গভীরভাবে অনুভব করিতেছি,

"I hear even now the infinite fierce chorus.
The cries of agony, the endless groan,
Which, through the ages that have gone before us,
In long reverberations reach our own."

—'আমি এখনও অসীম, ভয়ানক, সমবেত-কণ্ঠ ধ্বনি শুনিতেছি, যন্ত্রণার চীৎকার সমূহ, অন্তহীন আর্ত্তনাদ, যাহা, যে সকল যুগ আমাদের পূর্ব্বে গিয়াছে সে সকলের মধ্য দিয়া, দীর্ঘ প্রতিধ্বনি-সমূহে আমাদের যুগে পোঁছিতেছে।'

বিশ্ব ব্যাপিয়া বিভিন্ন প্রকার অমঙ্গলঃ দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক, আধিভৌতিক ;—

"the world is dark with griefs and graves."

—'বিশ্ব দুঃখ, শোক, ও মৃত্যুতে অন্ধকার-ময়।'

মৃত্যু, শোক, প্রভৃতি যে সকল দুঃখ ক্লেশ, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে সংঘটিত হইতেছে, ও যে সকলের প্রতীকার মানবের সাধ্যাতীত, সে সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে সকল নৈতিক ও অন্যান্য অমঙ্গলের প্রতীকার

সম্ভব সে সকলের প্রতীকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু কে, সে চেষ্টা করে ? কেহ সে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কেই বা যথোচিত গভীরভাবে চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সে সকল অমঙ্গল, ও তাহাদের প্রকৃতি গুরুত্ব ও প্রভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সে সকল অমঙ্গলের প্রতীকারের উপায়-চিন্তাই বা করে ?

[আমি বহুবর্ষ ব্যাপিয়া নীরবে, গভীর-ভাবে চিন্তা, অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মানবের ব্যক্তিগত ও বিশ্বজনীন জীবনে বিবিধ অমঙ্গল-সমূহের ও তাহাদের ফলের বিষয় উপলব্ধি করিয়া, সে সকলের প্রতীকারের, ও মানবের ব্যক্তিগত ও বিশ্বজনীন জীবনে নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয় উন্নতি ও তাহার উপায় সম্বন্ধে, চিন্তা, অধ্যয়ন, অনুসন্ধানাদি করিয়া. এবং অধিকাংশ লোকই এই সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে না, ইহা (এবং অল্পসংখ্যক যাঁহারা অমঙ্গলাদির কতক উপলব্ধি ও স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও এ সকলের প্রতীকার সম্বন্ধে, এমন কি উপায়-চিন্তা সম্বন্ধেও, নিশ্চেষ্টতা) লক্ষ্য করিয়া আমার বহুবর্ষব্যাপী চিন্তা, অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফল, মানবগণের, বিশেষতঃ

স্বদেশের সর্ব্ব-সাধারণের, হিতার্থে পাঠক-সাধারণের গোচরার্থ ব্যক্ত করিবার জন্য, নূতন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া পুনরায় ব্রতী হইয়াছিলাম ; এবং মানবগণের কল্যানার্থ বিবিধ অনুষ্ঠান, আমার অনুসন্ধান-ফলানুযায়ী কার্য্যতঃ কিছু করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া, সহকারীতার (co-operationএর) প্রত্যাশা করিয়া নিরাশ হইতে হইয়াছে ;--সহকারীতার, ও এমন কি প্রকৃত সহানুভূতির অভাবে, আমার চেষ্টা একরূপ বিফল হইয়াছে ! দেখিয়াছি, আমাদের দেশে, সৎকার্য্যসাধনে উৎসাহী ও উদ্যোগী হইলে, এ সকল বিষয়ে সহকারীতার, এমন কি প্রকৃত আন্তরিক সহানুভূতির, একান্ত অভাব হয়। এমন কি, সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়া, বিবেকানুযায়ী কাজ করিলে, অনেক সময়ে উৎপীড়ন, লাঞ্ছনাদিও ভোগ করিতে হয়।

(এ বিষয়ে আমার বিষাদময় অভিজ্ঞতা, আমার পূর্ব্ব-বর্ত্তী মানব-হিতৈষিগণের মধ্যে কেহ কেহ, বিশেষতঃ সমাজ-সংস্কারগণ, কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিয়াছেন, ও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।)

যাঁহারা সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে মৌখিক সমর্থনও করেন, তাঁহাদের মধ্যেও সৎসাহসের, অথবা আন্তরিকতার

(earnestnessএর) অভাবে, তাঁহাদেরও সহকারীতা প্রায় পাওয়া যায় না।

আবার অনেকে প্রকাশ্যে প্রতিকূলতা না করিয়াও, পরোক্ষভাবে বিলক্ষণ প্রতিকূলতা করিয়া থাকেন, ইহা দুঃখের সহিত উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ কপটাচারীর সংখ্যা, সামান্য নহে,—ইহাও দুঃখের সহিত উপলব্ধি করিতে হইয়াছে।

এদেশে ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা ত এইরূপ!—

"Hypocrisy and custom make their minds
The fanes of many a worship now outworn.
They dare not devise good for man's estate,
And yet know not that they do not dare.
The good want power, but to weep barren tears.
The powerful goodness want: worse need for them."

—'কপটতা, ও প্রথা তাহাদের (জন সমূহের) মনকে নানাবিধ, অধুনা-বিকৃত পূজার প্রতিষ্ঠাস্থল করে। তাহারা মানব-জাতির হিতার্থ কিছু করিতে সাহস করে না, অথচ জানে না যে তাহারা সাহস করে না।

সৎব্যক্তির ক্ষমতার অভাব,—কেবল নিষ্ফল অশ্রুপাত করা ভিন্ন। ক্ষমতাপন্নগণের সৎ-ভাবের অভাব : তাহাদের গুরুতর অভাব।'

এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে এই বিষাদময় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে, যে জন সাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম-নিষ্ঠার একান্ত অভাব হইয়াছে, এমন কি যে ধর্ম্ম-ভাব, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বলিয়া অনেকে গর্ব্ব করিতেন, আরও অনেকে বিশ্বাস করিতেন,—এমন কি, সেই ধর্ম্ম-ভাবেরও বর্ত্তমান ভারতবর্ষে একান্ত অভাব, ও নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপেক্ষা; আর সাধারণ জনগণের মধ্যে একান্ত দুর্নীতি, ও ধর্ম্ম-বিরোধীতা, ও প্রকৃত ধর্ম্মের অবমাননা, লক্ষ্য করিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।

এ সকল অনুভব করিয়া ও মিথ্যা, অন্যায়, প্রভৃতির অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া মর্ম্ম-পীড়িত-হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি :—

"How long, O Lord! Holy and Just,
how long?"

—'কতকাল হে প্রভু! পবিত্র ও ন্যায়-পরায়ণ,
কতকাল।'

—আর কত কাল এরূপ ধর্ম্মের অবমাননা, মিথ্যা,

অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, ও উদ্ধত পশুত্বের, উদ্দাম লীলা চলিতে থাকিবে ? কত কাল এই আধুনিক নবোদ্ভূত, নাস্তিক ও ধর্ম্ম-বিরোধী, পশুত্ব-ধর্ম্মী গণতান্ত্রিকতা ও গণ-সংঘের ক্রূর কূটবুদ্ধি নেতারা—"Remorseless, godless, full of fraud and lies,"—'অনুতাপবিহীন, নিরীশ্বর, প্রতারণা ও মিথ্যায় পূর্ণ',—প্রকৃত ধর্ম্ম ও উন্নত মানবত্বকে এইরূপে নির্য্যাতন করিতে থাকিবে ?

যাঁহারা বাহ্যতঃ ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, ধর্ম্মকে মানেন, তাঁহাদের প্রকৃত সত্য বিষয়ে অন্ধতা, অথবা উদাসীনতা, অবলোকন করিয়া. বিষণ্ণ-হৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে, সত্য স্বরূপ, অনন্ত জ্ঞানময় পরব্রহ্মের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছি ঃ—

"অন্ধজনে দেহ আলো !"

আমি ধর্ম্ম-সমাজের নিদ্রিত বিবেককে জাগ্রত করিয়া বলিতে চাই,—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত",—'উঠ, জাগ !'

"Open thine eyes ! too long hast thou
been blind."

—'তোমার নয়ন উন্মোচন কর' ! অত্যধিক কাল তুমি অন্ধ হইয়া রহিয়াছ ; প্রকৃত সত্য উপলব্ধি কর ; এবং বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত কর ; এবং বিবেককে পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত করিয়া অসত্য ও অন্যায় সমূহকে ধিক্কৃত ও নিরাকৃত (নিবারিত) কর।

এ বিষয়ে নিরপেক্ষতা বা উদারতার ভাণ করিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করিলে ধর্ম্ম বা নৈতিক কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। একজন ধর্ম্ম-বিশ্বাসী দার্শনিক লিখিয়াছেন :

"I dare avow......that as far......principles......are concerned, I neither am tolerant, nor wish to be regarded as such....... We live by continued acts of defence that involve a sort of offensive warfare, But a man's principles, on which he grounds his hope and his faith, are the life of his life."

—[S. T, Coleridge : on Toleration.]

—আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি······নীতি-সমূহ সম্বন্ধে আমি উদার (বিরুদ্ধ-মত-সহিষ্ণু) নহি, ও এরূপ বিবেচিত হইতেও চাহি না। ······আমরা আত্ম-রক্ষার ক্রমান্বয়িত কার্য্যাবলীর দ্বারা জীবন-ধারণ করি, যাহার সহিত এক প্রকার আক্রমণ-যুক্ত সংগ্রাম বিজড়িত। কিন্তু মানুষের নীতি সমূহ যাহার উপর তিনি তাঁহার

আশা, ও তাঁহার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার জীবনের জীবন।'

এরূপ গুরুতর বিষয়ে, উপেক্ষা বা উদাসীনতা বিধেয় নহে। রোম্যান কবি Horace বলিয়াছেন :—

"No time for sleeping with a fire next door ;
Neglect such things, they only blaze the more."

—'নিদ্রার সময় নহে, যবে অগ্নিকাণ্ড পার্শ্ব-গৃহে ;
উপেক্ষা করিলে পরে, তাহা আরও অধিক দহে।'

দেশময় যখন অধর্ম্মের অগ্নিকাণ্ড হইতেছে, তখন নিদ্রার সময় নহে ; মানবের বিবেক ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে হইবে।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন,—

........."There is no reconciling wisdom with a world distraught,
Goodness with triumphant evil......"

—'প্রজ্ঞানের সহিত উচ্ছৃঙ্খল বিশ্বের, সাধুতার সহিত জয়োল্লাসী অসৎ-পুঞ্জের, সন্ধি চলে না'।

সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক, বাগ্মী, ও রাষ্ট্র-তত্ত্ব-বিদ্ Edmund Burke লিখিয়াছেন :—

"We know and what is better, we feel inwardly, that religion is the basis of civil society and the source of all good and all comfort,"

—'আমরা জানি, এবং তদপেক্ষা ভাল, আমরা অন্তরে অনুভব করি, যে ধর্ম্ম জন সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল, এবং সকল মঙ্গলের ও সকল আশ্বাসের মূল।'

এরূপ সকল মঙ্গলের মূল যে ধর্ম্ম, তাহার এরূপ শুধু উপেক্ষা নয়, বিরোধীতা, হইতে বিশ্বের বা জন-সমাজের নিতান্ত কু-দশা প্রতিপন্ন হয়।

পাশ্চাত্য মনীষি Thomas Carlyle, তৎকালের রাজনৈতিক, এবং নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"We have to report that human speech is not true! That it is false to a degree never witnessed in this world till lately. The heart of the world is corrupted to the core, a detestable devil's poison circulates in the life-blood of mankind : taints with abominable deadly malady all that mankind do. Such a curse never fell on men before."

—'আমাদিগকে জানাইতে হইতেছে যে মনুষ্যগণের বাক্য, সত্য নহে। যে ইহা মিথ্যা, যাহা এই বিশ্বে অল্প-কাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।······বিশ্বের হৃদয় অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়াছে ; এক ঘৃণ্য শয়তানের বিষ মানব-জাতির জীবন-রক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইতেছে ; ঘৃণ্য মারাত্মক বিকারে, মানবজাতি যাহা করে, সমস্ত কলুষিত করিতেছে। এরূপ অভিশাপ মানব-জাতির উপরে ইতঃপূর্ব্বে পড়ে নাই।'

অধুনা, বিশেষতঃ এদেশে, জন-সাধারণের মধ্যে, এতদপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত. গভীর মিথ্যার প্রবল প্রাদুর্ভাব, ও তাহার ঐ প্রকার কুফল, আমিও লক্ষ্য করিতেছি।

অথচ, সত্যই ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন ঃ—"সত্যং বদ। সত্যান্নপ্রমদিতব্যং",—'সত্য বল, সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।' সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই শিক্ষা দেন।

[আমি বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া দ্বাদশ-বর্ষাধিককাল শাস্ত্রবাক্যাদি সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব-সমূহ প্রতিপন্ন ও প্রদর্শন করিয়াছি, ও স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি ও অধিকতর করিতেছি।]

বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছেন ঃ—"মিচ্ছাদিষ্ঠিঃ ন সেবেয্য",—'মিথ্যাদৃষ্টির সেবা করিও না'।

—(ধম্মপদ।)

ইসলাম ধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণে লিখিত আছে, "God is the Truth", 'ঈশ্বর সত্য (স্বরূপ)' এবং "Perish the liars" 'মিথ্যাবাদীরা বিনষ্ট হয়।'

"প্রতীচ্য মনীষি কার্লাইল (Carlyle) বলিয়াছেন ঃ—

'Truth, fact, is the life of all things ;"

—'সত্য, তথ্য, সকল বস্তুর জীবন'।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে অধুনা এদেশের লোকে, কেবল অশিক্ষিত জন-সাধারণ নয়,—অর্দ্ধ শিক্ষিত জনগণ, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত বা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও অনেকে, বুঝিতেছেন না, যে সত্যকে, তথ্যকে, উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রীয় জাতি (nation) গঠন বা স্বাধীনতা-লাভ —এ সকল কিছুই সাধিত হয় না : এবং অসত্য, অধর্ম্ম, —জাতীয় উন্নতি বা স্বাধীনতা লাভের পন্থা নহে। উন্নত স্বাধীন দেশের চিন্তাশীল কবি বলিয়াছেন ঃ—

"By the soul only nations shall be great and free",

'আত্মার দ্বারাই জাতি সমূহ মহৎ ও স্বাধীন হইবে'।

আধুনিক নব-অভ্যুদিত "Communism" নামক উৎকট গণতান্ত্রিকতা, যাহা রুষিয়া দেশে 'Bolshevism' নামে রুধির-লোহিত ভীষণ নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতে রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করিয়া রক্ত-স্রোত বহাইয়াছে. এবং "Anti-God League" বা 'ঈশ্বর-বিরোধী-দল' সংগঠন করিয়াছে,—অনেক দিন হইতে অজ্ঞাতসারে অল্প অল্প করিয়া তাহার বিষাক্ত প্রভাব সমগ্র বিশ্বে, এবং এই ভারতবর্ষেও, জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, মানব-সমাজের ও দেশের যে গুরুতর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা চিন্তাশীল স্বদেশ-হিতৈষী সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিদিগের ও নেতৃবর্গের গভীরভাবে চিন্তনীয়, ও অমঙ্গল সমূহের প্রতীকারের উপায়-নির্দ্ধারণ করিয়া প্রতীকার চেষ্টা বিধেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে, এদেশের নেতৃবর্গের গুরুতর ভ্রান্তি, অথবা উদাসীনতা দৃষ্ট হইতেছে।

উদাসীনতা বা অবহেলার ফলে, ও ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল আবর্ত্তনে, অবস্থা ক্রমেই গুরুতর ও অবশেষে ক্রমেই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; রোগের প্রতীকার দুরূহ,—রোগ দুরারোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে দেখিতেছি যে শারীরিক রোগ দুরা-

রোগ্য হইয়া পড়িলে, প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী বিধানে অবশেষে এক ক্লেশকর মৃত্যুর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মানবগণের, জাতীয় বা বিশ্বজনীন জীবনে, লোক সমূহের শারীরিক রোগ ও মৃত্যু হইলেও সমগ্র জাতির বা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির শারীরিক মৃত্যু হইতে দেখা যায় না; মড়কাদি বা ভূমিকম্প জলপ্লাবনাদি, হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইলেও, অনেক লোক জীবিত থাকে; এবং তাহাদের আরোগ্য বা সুস্থতা প্রভৃতির উপায় নির্দ্ধারণ ও চেষ্টা ফলদায়ক হইতে পারে।

কিন্তু, কোনও জাতির বা বিশ্ব-মানবের মধ্যে, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে ব্যাধির সঞ্চার হইলে, তাহা বিস্তৃত হইয়া ক্রমে ঐ সমগ্র জাতির বা বিশ্ব মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, প্রকৃত সভ্যতা, প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিতে পারে। এইরূপে প্রাচীন গ্রীস, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরব বিনষ্ট ও (সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ভিন্ন) বিলুপ্ত হইয়াছে: ঐ সকল জাতি, শরীরে জীবিত আছে, কিন্তু তাহাদের উন্নত গৌরবময় মনোময় জীবন তাহাদের পূর্ব্বগৌরব ও পূর্ব্ব-সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

"Men are we, and must grieve when
even the shade
Of that which once was great is pass'd away"!
—মানুষ আমরা, এবং যখন, যাহা এককালে মহৎ ছিল, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত চলিয়া যায়, দুঃখ অনুভব করিতে হয়।'

যে কোনও দেশের মানবগণের অতীত গৌরবময় কাহিনী, উচ্চ নৈতিক ও অধ্যাত্মিক ভাব জীবন ও কর্ম্ম-জীবনের কথা চিন্তা করিলে চিত্ত বিমুগ্ধ হয় এবং তাহা-দের বিলোপ বা তিরোধানের কথা স্মরণ করিলে চিত্ত বিষাদিত হয়। কিন্তু যখন আমাদের স্বদেশের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করি, যখন স্বদেশের অতীতের স্মৃতি অন্তরে সমুদিত হয়,—সেই অতীত কালের কথা - যখন এই ভারতবর্ষ জ্ঞানে ধর্ম্মে, চরিত্রে, উন্নত, কর্ম্ম-সাধনে প্রতিষ্ঠাশালী ছিল :—সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ,—

'সামগান যেথা ধ্বনিল গভীর, হোম-পূত তপোবনে,
বেদ-মন্ত্র, বেদান্তের বাণী উঠিল মন্দ্রে যা'র গগনে;'

যে দেশে মুনি ঋষিগণ—নীরব সাধকগণ গিরিগুহায় অথবা অরণ্যে বহু বর্ষ-ব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্ম-লাভ করিতেন, এবং 'রাজপুত্র, মহা-

যোগী' বুদ্ধদেব ঐরূপ সাধনা করিয়া ধর্ম্মের নব-বাণী—'নির্ব্বাণ' মুক্তির মহাবাণী—জগতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—এবং যাহার জন্য সংসারের দুঃখাদি-পীড়িত ব্যাকুল-হৃদয় মানবগণ—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি,"—'বুদ্ধের শরণ লই, ধর্ম্মের শরণ লই, সংঘের শরণ লই' বলিয়া দলে দলে আসিয়া বৌদ্ধ সংঘের আশ্রয় ও উচ্চ নৈতিক সাধনাময় ধর্ম্ম-জীবন অন্বেষণ করিতেন; যেদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজারা সত্য পালনের জন্য বন গমন করিতেন বা অরণ্যে গমন করিয়া তপস্যা করিতেন, অথবা কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সংযমী ও শুদ্ধাচারী হইয়া ঋষি-শিষ্যের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেন; যেদেশে ভীষ্মের ন্যায় বীর আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া, দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের অবসানে অবশেষে রণক্ষেত্রে শর-শয্যায় শয়ান হইয়াও উচ্চনীতিপূর্ণ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; যেদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট, উদার, বিশ্বজনীন মৈত্রীর ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্ব্বত-গাত্রে, শিলালিপিতে সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মহতী বাণী উৎকীর্ণ করিয়া, ও দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়া, বিশ্বে ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপনে

প্রয়াসী হইয়াছিলেন:—সেদেশে অধুনা কি ঘোর নৈতিক অধঃপতন! আধ্যাত্মিক জীবনের একান্ত অভাব, অধর্ম্মের—অসত্য, অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, ও অন্যান্য দুর্নীতির—প্রবল প্রাদুর্ভাব!

[বর্ত্তমান কালে দুঃখ-ক্লেশ-রোগ শোক-পীড়িত প্রবীণ লেখক ও সত্য ধর্ম্মের একান্ত ও একনিষ্ঠ অনুবর্ত্তী ও দীন অনাড়ম্বর সাধক ও কবি এবং পারি-শ্রমিকহীন কর্ম্মী ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের একনিষ্ঠ প্রচারক, রুগ্নদেহে, ভগ্ন-প্রাণে, প্রায় অনাহারে বা স্বল্প-আহারে কোনও ক্রমে অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া, স্বদেশ ও মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণের জন্য পুস্তকাদি লিখিয়া ও এইরূপ বিবিধ প্রকারে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া,—দেশময় ক্রূরচক্রান্তে অসত্য ও অন্যায় পূর্ব্বক কেবল লাঞ্ছিত হইতেছেন, ও কাহারও নিকট সহকারীতা এমন কি সহানুভূতিও পাইতেছেন না; অন্যায়কারী শঠ ও দুর্বৃত্তগণ সোল্লাসে লোকের সহানু-ভূতি ও প্রশংসা লাভ করিতেছে!—দেশের কি ঘোর দুর্দ্দশা ও নৈতিক অধঃপতন! উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত ধর্ম্মের সাধক অতীব দুঃখে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্ষোভে ও রোষে একদিন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন:—

ধিক্, ধিক্, হীনমতি হিংসা জীবিগণ !
ধর্ম্মেরে করেছ যা'রা, অকথ্য লাঞ্ছনা,
পথে পথে, দ্বারে দ্বারে !']

[যতদূর বুঝিতে পারিযাছি, গণতান্ত্রিক ও ধর্ম্মবিদ্বেষী (Anti-God league) দলের নীচপ্রকৃতি শঠপাষণ্ড-গণের চক্রান্তে, এইরূপ অত্যাচার ও দেশবাসীগণের দুর্ম্মতি হইয়াছে।]

এসকল অনুভব ও সহ্য করিয়া দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ; মনে হয় যেন ধর্ম্মের প্রাণ, উপনিষদ ও ঋষিদিগের দেশে, বুদ্ধদেবের দেশে, এই ভারতবর্ষে,—ধর্ম্মের এরূপ দুর্গতি দেখিয়া কাঁদিতেছে : যেন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বলিতেছে :—

'আজকে আমার ধূলায় আসন,
কেবলি বিষাদে দিবস যাপন !'

হে আকাশ ! তোমার বক্ষে, অশনি-নিনাদ শ্রবণ করিয়া কখনও বা যেন ধর্ম্মের ক্ষুব্ধ গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিয়াছি :—

'আজি এই বজ্ররবে বাজে মম বীণা !
অসত্য, অন্যায়, হেরিয়া বিশ্বে, ন্যায়ের রোষে !"

যেন এই ভারতের গগনে এই বিলাপ উত্থিত হইতেছে ঃ—

‘ক্বগতঃ সত্যনিষ্ঠাঃ আদিকবিনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্বগতঃ ধর্ম্মঃ সংঘঃ করুণ-সাধু-সেবিতাচারঃ॥”

‘কোথায় গিয়াছে আদি কবি-পরিকীর্ত্তিত সত্যনিষ্ঠা, কোথায় গিয়াছে ধর্ম্ম, সংঘ, করুণ সাধুজন-সেবিত ব্যবহার?’

এখন চারিদিকে ক্রমাগত অধর্ম্মের উদ্দাম লীলা, ও উৎকট উল্লাস দেখিয়া মনে হয় ঃ—

‘পিশাচের অট্টহাস নিত্য চারিধারে,
যখন ধর্ম্মের প্রাণ বিষাদ-আঁধারে।’

জন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও রীতি নীতি যে একান্ত অবনতির লক্ষণ ও ধ্বংসের পথ; তাহা দেশের ও সমাজের তথাকথিত নেতৃবর্গ কি বুঝিবেন না?

অসত্য ও অন্যায়ের দ্বারা যে কোন উন্নতি বা মঙ্গল সাধিত হয় না, একথা কি কেহ বুঝিবেন না?

“Watchman, what of the night?
Storm and thunder and rain,

১০

Lights that waver and wane

Leaving the watchfires unlit.

Only the balefires are bright,"

—'প্রহরী ! রাত্রির জন্য কি (উপায় করিতেছ) ? ঝটিকা, বজ্র, ও বৃষ্টি, কম্পিত ও ক্ষীয়মান আলোকমালা,—পর্য্যবেক্ষণ-অগ্নি-সমূহ অ-প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া (কি করিতেছ) ? কেবল ধ্বংসাগ্নি-সমূহ উজ্জল আছে' !

অধর্ম্ম ও অমঙ্গলের দুর্নিশা ! উদ্দাম অসৎ-ভাবের ও দুর্নীতির ঝঞ্ঝা, সংগ্রাম ও সংঘাতের বজ্র, অসত্য ও অন্যায়ের বর্ষা, অধর্ম্মের প্লাবন ! জ্ঞান ও বিবেক ক্ষীণ—নির্ব্বাপিতপ্রায় ! প্রজ্ঞানাগ্নি অপ্রজ্জলিত ! দেশময় যে অগ্নি প্রজ্জলিত,—তাহা ধ্বংসাগ্নি—প্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ ।

এই সকল অমঙ্গলের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে, শ্রান্ত প্রবীন বয়সে অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া পড়িতেছি ।

বর্ত্তমান ধ্বংসময় বিশৃঙ্খলার মধ্যে, বিষণ্ণ-অন্তরে অনুভব করিতেছি,—

"'Tis hard to settle order once again.

There *is* confusion worse than death,

Trouble on trouble, pain on pain,
Long labour unto aged breath,
Sore task to hearts worn out by many wars
And eyes grown dim with gazing on the pilot stars."

—'পুনরায় শৃঙ্খলা স্থাপন করা কঠিন। মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, উপদ্রবের উপর উপদ্রব, ক্লেশের উপরে ক্লেশ, বার্দ্ধক্যাগত প্রাণের পক্ষে দীর্ঘ শ্রমের কার্য্য, বহু সংগ্রামে অবসন্ন হৃদয়ের, এবং দিক্ প্রদর্শনকারী নক্ষত্রমালা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্ষীণ-দৃষ্টি নেত্রের পক্ষে ক্লেশকর কার্য্য।'

হিত-সাধনের জন্য আমার সকল চেষ্টা একরূপ বিফল হইয়াছে; তাই গভীর বিষাদে আক্ষেপ করিয়াছি :—

'হিত-সাধনের মম ব্যাকুল প্রয়াস,
হ'ল না সফল তবু, এই খেদ মোর!'

[একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখক ঠিক বলিয়াছেন :

"It is a world of disappointment, often to the hopes we most cherish, and hopes that do our natures the greatest honour."

—'ইহা আশা-ভঙ্গের জগৎ, অনেক সময়ে সেই আশা-সমূহ সম্বন্ধে যেগুলি আমরা সর্ব্বাপেক্ষা পোষণ করি, ও আশা-সমূহ যাহা আমাদের স্বভাবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক।']

আমার দুঃখ-ক্লেশ-রোগ-শোক-কাতর জীবনের মধ্যে, ব্যাকুল হৃদয়ে, দীনভাবে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত বিবেকের অনুসরণ করিয়া, যাহা সত্য, ন্যায্য, সঙ্গত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে, উত্থাপন করিতে বা বলিতে গিয়া, অবজ্ঞাত এমন কি নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি।

আমি যখন অসত্যের, অন্যায়ের, ও নিষ্ঠুরতার অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ও ধর্ম্মের অবমাননা অবলোকন করিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া তীব্র বেদনায় অস্থির হইয়া কোনও দিন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছি :—

'Is there not a single man—not even one man in all this land,—who will stand by me under the banner of God, to uphold Religion and the Moral Law—to uphold Truth, Justice, and Humanity ?'

—['এই সমস্ত দেশে কি একজন লোক, একজন মাত্র লোকও নাই, যিনি পরব্রহ্মের পতাকাতলে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নৈতিক বিধি সমর্থন (বা উদ্ধারণ) করিতে—সত্য, ন্যায়, ও মানবীয় কারুণ্য প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষা করিতে—আমার পার্শ্বে (পক্ষে) দণ্ডায়মান হইবেন ?']

—তখন যেন আমি অরণ্যে রোদন করিয়াছি ঃ কেহ আমার কথায় কর্ণপাতও করে নাই, অথবা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ লাঞ্ছনাদি করিয়া আমাকে আরও নির্য্যাতিত করিয়াছে।

অধুনা বিশ্বে ও বিশেষতঃ এদেশে, অসত্য, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার অবাধ, উদ্দাম লীলা,—বিশাল ভূভাগের বিস্তৃত দেশে, প্রায় সমগ্র জাতির মধ্যে, নির্বন্ধশীল অসত্যপরায়ণতা, অন্যায়াচরণ, অন্যায়ের সমর্থন ও সহকারীতা, ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধতা, দর্শন করিয়া, জুদীয় ধর্ম্মাচার্য্য জেরীমায়া-(Jeremiah)র বাক্যাবলী মনে হইতেছে ঃ—

......"This is the nation that hath not hearkened to the voice of the Lord their God, nor received instruction : truth is perished and is cut off from their mouth.

Take ye heed every one of his neighbour ...for every neighbour will go about with slanders. And they will deceive every one his neighbour, and will not speak the truth they have taught their tongue to speak lies ; they weary themselves to commit iniquity."

—'এই সেই জাতি, যাহারা তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরের কথায় কর্ণপাত করে নাই, শিক্ষাও গ্রহণ করে নাই ঃ সত্য বিনষ্ট হইয়াছে, ও তাহাদের মুখ হইতে অপসৃত (বিদূরিত) হইয়াছে !.........

তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের প্রতিবেশীগণ হইতে সাবধান হও.........কারণ প্রত্যেক প্রতিবেশী কুৎসা অপবাদাদি করিয়া বেড়াইবে। এবং তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের প্রতিবেশীকে প্রতারণা করিবে এবং সত্য কথা বলিবে না ঃ তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিক্ষিত করিয়াছে ; তাহারা কু-কর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে পরিশ্রান্ত করে।'

"I earnestly protested......Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the stubbornness of their evil heart"

— 'আমি ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।......তথাপি তাহারা কথা শুনে নাই, কিন্তু প্রত্যেকে তাহাদের দুষ্ট হৃদয়ের নির্ব্বন্ধ-কঠিনতায় আচরণ করিয়া চলিয়াছিল।'

[আমিও এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া বিফল হইয়াছি।]

কোনও দেশের কোনও জাতির যখন অধঃপতিত দশা হয়,—যখন জাতীয় চরিত্র কলুষিত হয়,—তখন সে দেশে সেই জাতিমধ্যে এইরূপ অবস্থাই হয়, ইহা দেখিতেছি।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া দুঃখ-ভারাক্রান্ত প্রাণের যেন শ্বাসরোধ হয়,—দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং এ সকল দূরে পরিহার করিয়া যাইবার জন্য মন ব্যাকুল হয়।

"Away, my Soul, away!
I unpartaking of the evil thing,
With daily prayer and daily toil
Have wailed my country with a loud Lament.
Now I recentre my immortal mind
In the deep sabbath of meek self-content;
Cleansed from the vaporous passions that bedim God's image."

—'চল, মম আত্মা, চল! আমি অসৎবস্তুতে ভাগ না লইয়া, দৈনিক প্রার্থনা ও দৈনিক শ্রম সহকারে, ...আমার দেশের জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়াছি (বা উচ্চ বিলাপে আক্ষেপ করিয়াছি)।* আমি এক্ষণে আমার অমর চিত্তকে,—বাষ্পময় ভাবসমূহ যাহা ব্রহ্মের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে তাহা হইতে বিমুক্ত করিয়া,—শান্ত আত্ম-চিন্তায় (তত্ত্ব-চিন্তায়) পুনর্নিবিষ্ট করি।'

এখন এই অসত্য, অন্যায়, ও অমানুষত্বের—অধর্ম্মের —কোলাহলের মাঝখানে,—

* [যথা :—'স্বদেশ! স্বদেশ! এই কি সেই আমার দেশ?
যাহার তরে, এতদিন ধ'রে করিনু ক্লেশ!
'স্বদেশ! স্বদেশ! এই কি সেই আমার দেশ!
যাহার তরে এমনি ধরিনু মলিন বেশ,
দিবস রাত্রি নীরবে করিনু কতই ক্লেশ!
হায়রে 'আমার দেশ', হায়রে, মম স্বদেশ!
বিবেকহীন, অজ্ঞান-অন্ধ, এমনি রহিবে শেষ?
অসত্য, অন্যায়, ঘিরিয়া বহিল সারা দেশ;
ঘুচিল না মোহ, ঘুচিল না অবিদ্যা-আঁধার,
রবি-দীপ্তি মাঝে, ঢাকিয়া রহিল চারিধার।'

"I, on men's impious uproar hurl'd,
Think often, as I hear them rave,
That peace has left the upper world,
And now keeps only in the grave."

-- 'আমি নরগণের শ্রদ্ধাবিহীন গণ্ডগোলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া, অনেক সময়ে ভাবি,—যখন আমি তাহাদিগকে (বিকট) চীৎকার করিতে শুনি,—যে, শান্তি পৃথিবীর উপর (নরলোক) হইতে অপসৃত হইয়াছে, এবং এক্ষণে, কেবলমাত্র সমাধি-মধ্যে (মৃত্যু-লোকে বা পর-লোকে) রহিয়াছে।'

এ সকল অধর্ম্ম অশান্তি প্রভৃতিতে প্রাণ একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং এ সকল হইতে দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।

'সতত অশান্তি ভবের মাঝারে ;
মিথ্যা, অন্যায়, অধর্ম্ম চারিধারে।
পরাণ ব্যাকুল অতি এ সংসারে !
বুঝি শান্তি শুধু ভব-সিন্ধু-পারে !

* * * * *

ভব-কোলাহল হ'তে দূরে যেতে চাই,
ভবের অশান্তি হতে চলে যেতে চাই !'

অধর্ম্ম ও অন্যায়ের নিপীড়নে কাতর হইয়া কখনও কখনও বা মনে হইয়াছে,

'মনে হয় একদিন প্রভাতে উঠিয়া,
এই নিপীড়ন হ'তে যাইব চলিয়া,
ছাড়ি' মোহ-মগ্ন দেশ, নিমগ্ন আঁধারে ;
ছাড়ি' মম গৃহ, কোন দূর দেশান্তরে :'

নানা দুঃখ, অশান্তি, সহিয়া, কাতর হইয়া, কখনও বা,—

'জুড়াতে বিষাদ-ব্যথা, চাহিনু যেতে সাগর-কূলে,
প্রাণের বেদনা, জুড়াইতে সেথা, সাগরের জলে।'

কিন্তু এক্ষণে, একান্ত অবসন্ন, ভগ্ন দেহ মনে, দেখিতেছি :—

'কিন্তু হায় ! আরত হ'ল না তাহা ! হইল রহিতে,
নগরীর মাঝে, জনতা-সাগরে, অশান্তি সহিতে ;
সংসার-শ্মশানে, নিভৃত চিতায়, সতত দহিতে।'

—বিবিধ কর্ত্তব্যের অনুসরণে, ও কর্ম্মধারার প্রবাহে, বিজড়িত হইয়া, শান্ত বিরামের অবসর ও সুযোগ বুঝি আর কিছুতেই ঘটিয়া উঠিল না : ভব-সংসার জ্বালায় নিয়তই জ্বলিতে হইতে লাগিল।

তাই এক্ষণে, কাতর-হৃদয়ে অনন্ত বিরামের জন্য প্রতীক্ষা করা ভিন্ন গত্যন্তর দেখিতেছি না।

সংসারের দুঃখ-ময় কূপে, বিষাদ ভারে ও বিরোধ-কোলাহলে, প্রাণ যখন হাঁপাইয়া উঠে, তখন হে আকাশ, হে অনন্ত নীরবতা! তোমার অনন্ত ব্যাপ্তি ও গ্রহ-তারকা-ময় প্রশান্ত চিত্র অবলোকন করিয়া, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও কিঞ্চিৎ শান্তি পাইবার চেষ্টা করি।

এখনকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে মৃদুতর বিষাদের মধ্যে, একদিন নিশীথে, চন্দ্র-তারকা-দীপ্ত উন্মুক্ত গগন-তলে, এইরূপে প্রশান্ত গগন অবলোকন করিয়া, এই 'অতীতের স্মৃতি'-শীর্ষক চিন্তা-ধারা বহিতে আরম্ভ হইয়া-ছিল। এখন, তখনকার মত আশা, উৎসাহ, ও কর্ম্ম-অবসরও আর নাই। কালের প্রবাহে, দুঃখ শোক বিপদের তীব্র ঝঞ্ঝা আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। (৬ষ্ঠ ও ৯ম অধ্যায়ে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে।) শ্মশান-বায়ু আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। এ সকল আমার জীবন ও চিত্তকে অধিকতর বিষণ্ণতাময় করিয়াছে।

কিন্তু ঐ সকল ঘটনার, (পিতৃ-বিয়োগ প্রভৃতির) পরেও, আমার তৎকালে অসম্পূর্ণ এই নিবন্ধের

পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবার সময়েও, জীবনে যে কিঞ্চিৎ আশা উৎসাহ, ও জীবনের অবশিষ্টকাল ছিল, এক্ষণে তাহাও গিয়াছে। গভীর শোকের প্রবল বাত্যায় বিধ্বস্ত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভাবিয়াছিলাম, আর বুঝি উঠিব না। তাহার পরে যদি বা উঠিতে হইল, গভীর দুঃখ-শোকের অবসাদের মধ্যেও গুরুতর ও বিষাদময় কর্ত্তব্যের ভারে ও ক্লেশকর সংসারের ভারে, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইয়া, সাহিত্য সাধনার অবসর ও মনের অবস্থা অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। তখন মনে হইত, বুঝি আমার আর ভাব-ধারা প্রবাহিত হইবে না; ও আমার সাহিত্য-সাধনার অবসর আর হইবে না; আমার সাহিত্য-জীবনের যাত্রাপথে বুঝি বা পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল :—

"যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরিয়েছে বুঝি আজ,"
রহিবে এ প্রাণ "নীরব অন্তরালে
জীর্ণ-জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।"

সে সময়ে, যখন বিবিধ সাংসারিক কার্য্য-ব্যপদেশে এই নগরীর মধ্যে ইতস্ততঃ নানাস্থানে অনেক সময়

আমাকে "জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে" ঘুরিতে হইত, তখন যেন মনে হইত :—

"Aimless and hopeless in my life I seem
To thread the winding byways of the town,
Bewildered, baffled, hurried hence and thence,
All at cross purpose even with myself,
unknowing whence or whither."

—'আমি আমার জীবনে লক্ষ্যবিহীন, ও আশাবিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি,—(এমনি) সহরের ঘুরপাকময় সঙ্কীর্ণ পথসমূহের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে,—বিভ্রান্ত, ব্যাহত (পরাহত), ও ইতস্ততঃ ত্বরিত হইয়া, নিজের সহিতও (যেন) দ্বন্দে, কোথা হইতে বা কোথায় যাইতেছি, তাহাও (যেন) না জানিয়া।'

এমনি একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে, বহুবর্ষ পূর্ব্বে—বাল্যকালে—সহরের যে অংশে বাস করিতাম, সেই স্থানের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। তখন বিষন্ন অন্তরে পুনরায় সেই সুদূর অতীতের কথা মনে হইতে লাগিল। তখন পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত বাস করিতাম; বিদ্যালয়ের পাঠাদিতে কত

উৎসাহে সমপাঠিদিগের সহিত মিত্রভাবে পাঠাদির প্রতিযোগীতায়, কিরূপে দিন যাইত; তখন অন্তরে কত আশা, ভরসা, ও উৎসাহ ছিল: এ সকলি মনে হইতে লাগিল; আর আমার পিতৃ-বিয়োগের শোক নূতন করিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল।

এমনি কত দিন হইয়াছে। এমনি কত দিন জীবনের উপরে কালের প্রবাহের আঘাত, প্রাণে বাজিয়াছে।

এমনি কোনও কোনও দিন, এবং বিশেষ ভাবে যেদিন আমার শৈশবের নিবাস পল্লীগ্রামের পুরাতন পরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম,—

"Ghost-like I paced round the haunts
of my childhood,
Earth seem'd a desert I was bound to
traverse,
Seeking to find the old familiar faces."

—'প্রেত মূর্ত্তির মত, আমি শৈশবের আবাস ও বিচরণ-স্থলের পার্শ্ব দিয়া পদক্ষেপ করিতে লাগিলাম; পৃথিবী এক মরুভূমির মত বোধ হইতে লাগিল,—যাহা আমি পর্য্যটন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—এবং পুরাতন পরিচিত মুখগুলি অন্বেষণ করিতেছিলাম।'

পিতৃ বিয়োগের পরে বলিয়া, আমার সমস্তই বিজন মরুভূমির মত বিষাদময় বোধ হইতে লাগিল। নহিলে শুধু মনশ্চক্ষে দীর্ঘ কালের এক পর্দ্দা সরিয়া গিয়া, বাল্যের ক্রীড়াভূমি দর্শন করিতাম, ও সেই বাল্যকালের ক্ষুদ্র হাসি-কান্নার স্বর, একটি করুণ মৃদু সঙ্গীতের সুরের মত, অন্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত।

আমি তখন কতকটা যেন, বহু বর্ষ পরে নিদ্রোত্থিত Rip Van Winkleএর ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলাম। তবে, আমার অনুভূতি ও মনোভাব তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষাদময়।

এই মহানগরীর মধ্যে, এমনি কতদিন বিভিন্ন কার্য্য-ব্যপদেশে নানাস্থানে ঘুরিয়াছি,—দুঃখ-শোক-ভারা-ক্রান্ত হৃদয়ে গভীর বিষাদ নীরবে বহন করিয়া, শ্রান্তি-ক্লেশ-জর্জ্জরিত-দেহে,—নানাবিধ কোলাহল কলরবের মধ্যে যেন বিজন মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করিতেছি,—এইরূপ অনুভূতির সহিত: এমনি কতদিনের কথা মনে পড়ে, এমনি দুঃখ-শোক-ক্লেশময় কত দিনের বিষণ্ণ স্মৃতি অন্তরে রেখা-পাত করিয়া গিয়াছে। এমনি এক-দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। আমাকে সেদিন কার্য্যোপলক্ষে এই নগরীর উত্তরাংশে কোনও

কোনও স্থলে ঘুরিতে হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একস্থলে বহুবর্ষ পূর্ব্বে বাস করিতাম ; কোনও কোনও পথে বহু বর্ষ পূর্ব্বে কতবার যাতায়াত করিয়াছি : স্থানগুলি কতকটা পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কোন পরিচিত মুখ দেখিলাম না ঃ চারিদিকেই অপরিচিত মুখ, —অপরিচিত লোকের জনতা ঃ—যে সকল পথে পূর্ব্বে যাতায়াত করিয়াছি, এবং যে পথে কখনও আসি নাই, উভয়ত্রই ঐরূপ। তখন শারদীয় পূজা উপলক্ষে আনন্দ উৎসব—কোলাহলে বঙ্গপল্লী ও বঙ্গ-গৃহসমূহ ও পথসমূহ মুখরিত, ও বাদ্য-ধ্বনি প্রভৃতিতে শব্দায়মান। তাহার মধ্যে একাকী আমি শোক-বিষাদাচ্ছন্ন ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত-চিত্তে নীরবে, শ্রান্তপদে অবসন্ন দেহে, সাক্ষাৎ নিরানন্দের মূর্ত্তিরূপে, পথে পথে ধূলি-ধূসরিত হইয়া ঘুরিতেছিলাম। এমনি করিয়া—

'পথের ধূলায় বসন মলিন হ'ল,
রৌদ্র-তাপে, শ্রান্তি-ভরে, আঁখি ছল ছল,
ধূলায়, কঙ্করে, চরণ ক্ষত বিক্ষত ;—
শ্রান্ত, বিষন্ন, অন্তরে যবে মনে হ'ত,
এমনি করিয়া আর ভ্রমিবগো কত,
অশেষ কর্ম্মের মাঝে, শ্রান্ত, মর্ম্মাহত !'

এমনি করিয়া চলিতে চলিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল ; গৃহে গৃহে আলোক-মালা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। আমি পথের আলো অন্ধকারের মধ্যে ঘোর-বিষাদান্ধকার-পীড়িত অন্তরে চলিতে চলিতে অবশেষে যখন আমার অন্ধাকারাচ্ছন্ন গৃহে ফিরিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে —

'আমারি গৃহেতে শুধু জ্বলেনি প্রদীপ'।

আমার জন্য কেহ প্রতীক্ষা করিয়া নাই। মনে পড়িল, পূর্ব্বে কত সময় গৃহে পিতা আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন ; কিন্তু তিনি এখন গৃহে বা ইহ-সংসারে আর নাই, চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে কতদিন আমি গৃহে তাঁহার প্রত্যাগমনের জন্য উদ্বিগ্ন-চিত্তে প্রতীক্ষা করিতাম, কিন্তু এখন আর তিনি কখনও গৃহে বা ইহ-লোকে ফিরিবেন না!

এমনি পরিশ্রান্তিতে, বিষাদ ভারে, কতদিন গিয়াছে। কতদিন, অনশনে সমস্তদিন এইরূপে নানা কার্য্যে ঘুরিয়া, অবশেষে সন্ধ্যাগমে পরিশ্রান্ত দেহে, আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে বিষণ্ণ অন্তরে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এবং তাহার পরে কতদিন শ্রান্তিবশতঃ আর আলোক না জ্বালিয়াই ও আহারাদি না করিয়াই, শয়ন করিয়াছি ; ও এইরূপে

পরিশ্রান্তিতে ও অনাহারেই আমার কত বিষাদময় দিন গিয়াছে।

['সুখী ও দুঃখী' শীর্ষক কবিতাতে দুঃখীর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা কিছু মাত্র কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে, একথা অন্ততঃ আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি :—

'কেহ আছে অনশনে,
অন্ন নাহি সারাদিনে ;
এবে দিবা অবসানে
ফিরিতেছে গৃহ পানে.
ক্লান্ত দেহে, ক্ষুণ্ণ মনে,
কাটাইতে নিশা একাকী নির্জ্জনে,
নিশীথ-বিরামে, শ্রান্তি-হরণে।'

সংসারিক লোক অনেকে বলেন কাব্য বা কবিতা (Poetry) "unreal"—'অপ্রাকৃত বা অবাস্তব'। কিন্তু এরূপ কবিতা যদি বাস্তব না হয়, তবে জানিনা 'বাস্তব' কি ? অন্ততঃ আমার নিকটে এরূপ কবিতাই একান্তই বাস্তব : কারণ, ইহার সহিত আমার ব্যক্তিগত বাস্তব অভিজ্ঞতার ঐক্য আছে। এমনি দুঃখে ক্লেশে, এমনি বিষাদে, আমারই দিন গিয়াছে।]

কর্ত্তব্যানুরোধে ও সাংসারিক প্রয়োজনে, দুঃখ শোক কাতর অন্তরে, ও শ্রান্ত অবসন্ন দেহ মনে, অনেক সময় এই মহানগরীর কলরব কোলাহলের মাঝে, ঘুরিতে হইয়াছে ; নগরীর মধ্যে, হাসি তামাসার মাঝে, আনন্দ উল্লাসের মাঝে, আমোদ প্রমোদের মাঝে বা সন্নিধানে, সাক্ষাৎ নিরানন্দ ও বিষাদের মূর্ত্তিরূপে বিচরণ করিতে হইয়াছে। পিতৃ-বিয়োগের পরে 'শোকান্ধকারে' যে নর্ম্মবেদন করিয়াছিলাম,

"Strange and vain the earthly turmoil grows,"

—'সংসারের (পার্থিব) কোলাহল (আমার নিকট) অদ্ভুত ও বৃথা (অর্থ-হীন) হইয়া উঠিতেছে.'—

—ইহা এখনও পর্য্যন্ত গভীর,—বরং গভীরতর,—ভাবেই আমার অন্তরের অনুভূতি ব্যক্ত করিতেছে।

পিতৃ-বিয়োগ-শোক-পীড়িত হইয়া, তদীয় আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে ব্রহ্মোপাসনা-কালে, পরলোক-গত আত্মার প্রতি, আমার হৃদয়াভ্যন্তর হইতে যে আকুল আহ্বাণ ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ঋগ্বেদের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ('শোকান্ধকারে' শীর্ষক

পুস্তিকা দ্রষ্টব্য) বহু দিন অনেক সময়ে বিষাদে নিভৃতে, তাহারই প্রতিধ্বনি অন্তরে উত্থিত হইয়াছিল :—

'তোমার যে মন এবে
সুদূর দেশের মাঝে গিয়াছে চলিয়া,
আহ্বাণ করিগো তারে,
আবার মোদের কাছে আসুক ফিরিয়া !'
—[মর্ম্মগীতি ।]

এবং অনেক দিন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে, পিতাকে পুনরায় জীবিত, ও আমাদের মধ্যে বিরাজিত, দেখিতাম ; তাহার পরে সহসা আমার অশ্রু-সজল নয়নে সে দৃশ্য শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত ! [এরূপ কয়েকটি স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, আমি আমার 'স্বপ্নকথা' নামক (হস্ত লিখিত) পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম ।] তখন স্পন্দিত-হৃদয়ে, শোকাবিষ্ট-অন্তরে, অনুভব করিতাম,—হায় ! যতই ব্যাকুল আহ্বাণ করি, বা যতই ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে পুনরায় দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করি,—

"তথাপি সে শান্ত মূর্ত্তি দেখিব না আর,
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
শুনিব না আর আমি যাবত জীবন ।"

তবুও, নিভৃতে একাকী কত সময় অতীতের কথাই ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িত! শৈশবে, পিতামহের পরলোক গমনের দিন হইতে, কতকাল যিনি আমার অনেক সময়ের সঙ্গী হইয়া ছিলেন, অনেক সময়ে তাঁহার পূর্ব্বের কথাগুলি মনে পড়িত! কখনও মনে পড়িত, আমার জীবনের প্রথম শোকের কথা: সেই শৈশবে যেদিন আমার শৈশবের অনেক সময়ের সাথী ও শিক্ষাদাতা পিতামহ* ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই দিনের কথা: যখন আত্মীয় বান্ধবাদি মৃত দেহ লইয়া শ্মশানে চলিয়া গেলেন; শোক-বিমূঢ়-চিত্তে আমি কতবার বাড়ীর লোকদের কাতর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তাঁরা কখন্ ফিরে আস্‌বেন?"

*৺ শিবচন্দ্র দেব। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত বৃহৎ "জীবনালেখ্য" দ্রষ্টব্য। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত "সাধু জীবন" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে, এবং ১৩ ৭ সালের কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় (প্রতিকৃতি-সহ) প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "Bengalee" পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সুলেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরাজী জীবন চরিতে, পিতামহের সম্বন্ধে এক অধ্যায়, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "History of the Brahma Samaj" গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে।

এবং যখন আমাকে বলা হইয়াছিল যে পিতামহ আর কখনও ফিরিয়া আসিবেন না, তখন আমি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা ফিরে আস্‌বেন ত? তিনি কখন্ ফিরে আসবেন?"—ও এই বলিয়া কত কাতরভাবে আত্মীয়গণের ও বিশেষত: পিতার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম! কিন্তু এখন, হায়! পিতাও আর কখনও ফিরিয়া আসিবেন না! পিতামহকে হারাইবার ত্রিশ বর্ষ পরে যখন সেই পিতারও শবদেহ শ্মশানে চিতানলে বিসর্জ্জন করিয়া, শোক-সমাচ্ছন্ন অন্তরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, তখন হইতে—নিভৃত অবসরে নীরবে—অতীতের কথাই আবার ফিরিয়া ফিরিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্মশানভূমে গভীর শোক-সমাচ্ছন্ন অন্তরে ব্যাকুল হইয়া যখন একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, তখন, হে আকাশ! তোমার চিরপরিচিত অসীম আনন অবলোকন করিয়া, তোমার নিকটই যেন আশ্বাস ও সান্ত্বনার জন্য চাহিয়াছিলাম! এবং আমার ঐ শোকের পরের বিষাদময় দিনগুলিতে আমার ব্যাকুল অন্তরে, পরম পিতা, যিনি "দিবি তিষ্ঠত্যেক:"—'একমাত্র আকাশে অধিষ্ঠান করেন',—তাঁহার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা

উত্থিত হইত, ও তদবধি এখনও হইতেছে :—

"যবে চ'লে যায় সবে একেলা ফেলিয়া,
তুমিই রহিও কাছে করুণা করিয়া।"

[মর্ম্মগীতি।]

গভীর দুঃখে শোকে, সেই পরম শান্তি-দাতারই শরণ লইয়াছিলাম ; সংসার-সাগরে আকুল হইয়া, পরে যেটুকু শান্তি পাইয়াছি, তাহা সেই শান্ত ভূমাতেই। দুঃখান্ধকারে যাহা কিছু আলোক, সেই অনন্ত জ্ঞানময় শান্ত শিব অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্যোতিতেই পাইয়াছি। তৎ-প্রভাবেই অনন্ত জ্ঞান ভাব ও চিন্তা জগতের অনন্ত জীবনের মধ্যে, সসীম জীবনের ও সাংসারিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্লেশ সমূহ হইতে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়াছি।

গভীর অন্ধকার নিশীথে, কোনও পথিক চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, দূরে কোনও আলোক-রেখা দেখিতে পাইলে, যেমন সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিতে থাকে ও সেই দিকে পথের অনুসন্ধানে যাইতে চেষ্টা করে, সেইরূপ আমার তখনকার বর্ত্তমান জীবন যখন গভীর শোক দুঃখান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তখন কাতর অন্তরে অতীত জীবনের বিশেষতঃ শৈশবের অরুণিমার, আলোক

রেখার প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টি পড়িল, ও অতীতের—বিশেষতঃ শৈশবের—কথা আবার বিশেষ করিয়া মনে পড়িতে লাগিল।

এইরূপে এই নগরীর জনতা কোলাহলময় বিজনতার মধ্যে আমার বিষাদময় নিভৃত গৃহে কত সময়ে,—

'মনে পড়ে মনে পড়ে সেই ছেলে বেলা,
আনন্দ-সঙ্গীত সম শৈশবের খেলা।'

এইরূপে, তখনকার বর্ত্তমান ঘোর বিষাদান্ধকারের মধ্যে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়া, সুদূর অতীতের আলোকের দিকে যেন ছুটিয়া যাইত!

'মনে পড়ে, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, আমার!
তখন মোদের ছিল, সোণার সংসার:
আনন্দ-কল্লোলপূর্ণ ছিল সেই গেহ;
তার মাঝে বিরাজিত তাঁহাদের স্নেহ।'

—[মর্ম্মগীতি।]

এমনি স্মৃতির সহিত তখনই আবার, তখনকার ও এখনকার মধ্যে জীবনের বিষাদময় পরিবর্ত্তনের কথাও মনে পড়িয়া, কাতর প্রাণে আঘাত দিতে থাকে: মনে পড়ে,—

'একে একে কতজন গিয়াছেন চ'লে,
জীবিতের রাজ্য ছাড়ি তাঁহারা সকলে।
অবশেষে পিতৃহীন, সঙ্গীহীন এবে,
নিরাশা-কাতর প্রাণে, রয়েছি এ ভবে।
তাই আজ মনে পড়ে, সেই ছেলে বেলা—
আনন্দ-সঙ্গীত সম শৈশবের লীলা!—
যখন স্বজন-সনে কাটাইনু বেলা।
আজি আমি শূন্যগৃহে, একান্ত একেলা!'

—['মর্ম্মগীতি' ঃ 'মনে পড়ে'।]

ইদানীং এমনি কতদিন,—

'মনে পড়ে সেই আশা-দীপ্ত ছেলেবেলা;—
আজি হায়! শূণ্য প্রাণে, একান্ত একেলা!'

('বর্ষা-স্মৃতি')।

পিতৃ-বিয়োগের পরে তীব্র শোকের গভীর আঘাত উত্তীর্ণ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই গুরুতর ও অনভ্যস্ত সংসারভার প্রভৃতি বিবিধ দায়ীত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের ভারে প্রপীড়িত, ও শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল ঃ তাহার মধ্যে সাহিত্য সাধনার উপযোগী অবসর বা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ মনের অবস্থাও ছিল না। কিন্তু তখনও শ্রান্ত দিবসের শেষে, কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইলেই,

পিতৃহীন এই অভাগার কাতর প্রাণ যখন পিতৃহীনের পিতার—অনন্ত পিতার—সমীপে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করিত, তখন দুঃখ শোকের নিবিড়ান্ধকারের মধ্যে কাতর এই প্রাণের আকুল ক্রন্দন উত্থিত হইত,

'একটুখানি আলো, একটুখানি আলো !
আঁধার-পীড়িত মোর নিকটেতে জ্বালো !'

['মর্ম্মগীতি']

বহু বর্ষ পরে এমনি করিয়া অবশেষে একদিন ব্যাকুল প্রার্থনাকালে হৃদয়-মধ্যে এই প্রার্থনা-গীতি উত্থিত হইল :—

'আমার ভাঙ্গা হৃদয়টিরে
আবার তুমি জাগাও ধীরে,
আমার ভাঙ্গা হৃদয়-বীণা
এবার তুমি বাজাও সুরে,
অতীত দিনের পুরাণো স্মৃতি,
নীরব দিনের হারাণো গীতি,
অরুণ রবির অস্ত কিরণ,
আশার ভাতি সোনালি বরণ,
আবার তুমি আনগো ফিরে !

অতীত-বসন্ত স্তব্ধ-সমীর,
জীবন প্রবাহে স্তিমিত নীর,
আবার তুমি বহাও ধীরে!'

জীবনের অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত কর্ম্ম-সাধনা,—
"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা,"—

—সেই অর্দ্ধপথে-স্তিমিত চিন্তা ও কর্ম্ম-ধারার ছিন্ন সূত্র পুনরায় ধরিবার জন্য যে অব্যক্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞাতসারে হৃদয়-মধ্যে ক্রমশঃ গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, (ও যাহার ফলে এই 'অতীতের স্মৃতি' বিষয়ক ইতঃপূর্ব্বে অসম্পূর্ণ নিবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি করিয়া সমাপ্ত করিলাম), একদিন এইরূপে নূতন মর্ম্ম-গীতি-ধারায় স্বপ্রকাশ করিল।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া, কর্ম্ম-জীবনের সাধন-পথে অগ্রসর হইবার যে আকাঙ্ক্ষা, শারীরিক রোগাদি-জনিত প্রভৃতি নানাপ্রকার বাধা ও প্রতিকূলতা দ্বারা অনবরতঃ প্রতিহত হইয়াও, বাধা-সমূহের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু পন্থা সম্বন্ধে সংশয় ও দ্বিধায় ইতস্ততঃ বিচলিত বা সংশয়াকুল হইয়া অনুভব করিত,—

'পথের সন্ধানে ফিরি পথে পথে,
ফিরে আসি শুধু শূণ্য মনোরথে।'

—পুনরায় নূতন করিয়া পথের সন্ধানে আমাকে প্রবৃত্ত করিল।

পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই, যে সময়ে এই 'অতীতের স্মৃতি'-বিষয়ক নিবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম প্রায় সেই সময়েই অতীতের স্মৃতির প্রভাবে আমার বাল্য-কালের অঙ্কুরিত ও উন্মেষিত কল্পনা ও চিন্তা ও ভাব-ধারার—বা চিত্রকলার ও সাহিত্যের—সাধনার—প্রথম ফল বা ফসল,—আমার তরুণ বয়সের চিত্রকলা ও সাহিত্য, গল্প প্রবন্ধাদি—আমার পুরাতন খাতা পত্রের মধ্য হইতে পুনরুদ্ধার ও তদালোচনা প্রসঙ্গে, পুনরায় আমার অপ্রকাশিত ও সঙ্কোচ-নম্র অতীত সাহিত্য-সাধনার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, আমার তরুণ বয়সেই অঙ্কুরিত, কিন্তু অপ্রকাশিত ও অধুনা ম্রিয়মান ও অন্তঃপ্রবাহী সাহিত্য-জীবনের ফল্গু-ধারা পুনঃ প্রবাহিত করিবার চেষ্টা ও সঙ্কল্প হইল।

তরুণ বয়স হইতেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে

........"My mind was set

Serious to learn and know, and
thence to do,
What might be public good ;
...............to promote all truth,
All righteous things......"

—'আমার মন গম্ভীর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল—শিখিবার ও জানিবার জন্য, এবং তাহা হইতে, যাহা মানব-সাধারণের হিত, তাহা করিবার জন্য ;......সকল সত্য ও সকল ন্যায়নিষ্ঠ বা ধর্ম্মানুকূল বিষয়ের প্রসার করিবার জন্য......'।

ছাত্র-জীবন হইতেই, বহু বর্ষ ধরিয়া অন্তরে অনুভব করিতেছিলাম :—

......"An inward prompting which grows daily upon me, that by labour and intent study, which I take to be my portion in life, joined with the strong propensity of nature, I might perhaps leave something so written to after times, as they should not willingly let it die."

—'একটি আন্তরিক উদ্দীপনা (বা প্রেরণা), যাহা প্রতিদিন আমার উপরে বৰ্দ্ধিত (প্রসারিত) হইতেছে, যে শ্রম ও নিষ্ঠাপূর্ব্বক অধ্যয়ন,—যাহা আমি এ জীবনে আমার বিধি-নির্দ্দিষ্ট সাধনার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করি,—স্বভাব-জাত প্রবল (সুস্পষ্ট) প্রবণতা বা মনোবৃত্তির সহযোগে, আমি হয়ত ভবিষ্যৎ যুগ সমূহের জন্য এমন কিছু লিখিয়া যাইতে পারি, যাহা তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে বিনষ্ট হইতে দিবে না।'

এবং সেই ছাত্র জীবনেই চিন্তাশীল মনীষির নিকট হইতে, মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই শিক্ষা বা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম :—

"What is alone and always sacred and binding for man is the making progress towards his total perfection ;"

—[M. Arnold : "Culture and Anarchy"].

—'যাহা মানবের পক্ষে একমাত্র এবং সর্ব্বদা শ্রদ্ধেয় ও বাধ্যতাজনক, তাহা—তাহার সম্পূর্ণ উৎকর্ষের অভিমুখে উন্নতি সাধন; এবং এইরূপ পূর্ণ উৎকর্ষ-সাধনের উপায় সম্বন্ধে এই পন্থা নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম :—

"Culture as the great help.........; culture belng a pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters whioh most concern us, the best which has been thought and said in the world, and through this knowledge, turning a stream of fresh and free thought upon our stock notions and habits."

—অনুশীলন বিশেব সহায়·····; অনুশীলন হইতেছে,—আমাদের পূর্ণ উৎকর্ষের অনুসরণ,—যে সকল বিষয়ের সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সম্বন্ধ,—সেই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যাহা চিন্তিত ও উক্ত হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া,—এই উপায়ে; এবং . এই জ্ঞানের সাহায্যে, আমাদের বদ্ধ ধারণা ও অভ্যাস সমূহের উপরে, নূতন ও মুক্ত চিন্তার এক প্রবাহ (বা স্রোত) বহাইয়া·········' ।

এইরূপে, ও অধ্যয়ন, অবেক্ষণ ও চিন্তার দ্বারা, সত্যের অনুসন্ধান, সত্য জ্ঞানলাভ, ও তৎসাহায্যে সত্যের অনুসরণ ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ, আমার আদর্শ ও লক্ষ্য হইয়াছিল।

এইরূপে পূর্ণ উৎকর্ষের আদর্শে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদি অধ্যয়নে বহু বর্ষের পর বর্ষ সুদীর্ঘকাল, কাটাইয়াছি। উচ্চ শিক্ষা, প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানলাভ, ও তৎসাহায্যে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ও আত্মোৎকর্ষই, আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল।

উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকে কর্ম্মজগতে কৃতীত্ব লাভ করেন; সংসারে পদ মান লাভ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। সাংসারিক খ্যাতি প্রতিপত্তি, পদমর্য্যাদা, ধনৈশ্বর্য্য, প্রভৃতির প্রতি আমার স্বভাবতঃই বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। "Plain living and high thinking"—'সরল, অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই, এবং দুঃখে, ক্লেশে, ও দৈন্যে, আমার সমস্ত জীবন গিয়াছে। অল্প বয়স হইতেই, চরিত্রই মানবের শ্রেষ্ঠ গৌরব, ও ধর্ম্মই সকল মানবের একান্ত প্রয়োজনীয় শ্রেষ্ঠ বস্তু, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভই মানবের ঈপ্সিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু,—এইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তথাপি বাহিরের কর্ম্ম-জগতে

অনাড়ম্বর কর্ম্মীরূপে যথোপযুক্ত বা ন্যায্য স্থানলাভ করিয়া কর্ম্মজীবনে কিঞ্চিৎ কৃতীত্বের সুযোগ পাইবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা যে তরুণ বয়সে এককালে ছিল না, তাহা নহে। তবে এরূপ, বা যে কোনরূপ, সাংসারিক সফলতার প্রতিকূলে আমার কতকগুলি গুরুতর অন্তরায় ছিল।

"To the obstacles of a nervous and retiring nature, sensitive and unconventional, was added the greatest of all obstacles, at best in the way of *Advancement in Life*—ill-health."

—'স্নায়বিক (সন্ত্রস্ত বা সঙ্কোচগ্রস্ত) এবং জনতা-বিমুখ,—সঙ্কুচিত ও সাংসারিক-রীতি-নিপুণতা-বিহীন,—প্রকৃতির অন্তরায়ের উপরে যুক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অন্তরায়, অন্ততঃ জীবনে সফলতা-লাভের পথে, শারীরিক অস্বাস্থ্য।'

রুগ্ন শরীর বা শারীরিক অস্বাস্থ্য,—সকল কার্য্যেরই,—এমন কি অধ্যয়নাদিরও অন্তরায় হইয়া থাকে ; ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

এতদ্ব্যতীত, সাংসারিক কৃতীত্ব-বিষয়ক সফলতা-লাভের প্রতিকূলে, আমার মানসিক বা অন্তঃপ্রকৃতিগত

একটি নিগূঢ় অন্তরায় ছিল,—যাহা আমাকে গতানুগতিক সাংসারিক জীবন ও প্রচলিত সাধারণ সাংসারিক (ধর্ম্ম-নৈতিক আদর্শ বিমুখ) রীতিনীতি প্রভৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ও সাধারণতঃ সাংসারিকতা-বিমুখ, করিয়া তুলিয়াছিল।

আমার প্রকৃতিগত যে বিশেষত্ব-বশতঃ এরূপ হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি ও ফলাফল সম্বন্ধে কোনও চিন্তাশীল সমালোচক অন্তর্দৃষ্টি-সহকারে লিখিয়াছেন ঃ—

"Some men have a repulsion from the world, ...The consequences of this tendency, when it is thus in excess, upon the character are very great and very singular. It secludes a man in a sort of natural monastery ; he lives in a kind of moral solitude and the effects of this isolation for good and evil on his disposition are very many.........Being aloof from others, such a mind is unlike others ; and feels, and sometimes it feels bitterly, its own unlikeness."

—"কোন কোন লোকের, সংসার হইতে (প্রকৃতিগত) বিকর্ষণ (বা বিমুখতা) থাকে। এই প্রকৃতির—যখন তাহা এইরূপ অধিক থাকে, চরিত্রের উপরে ফলাফল গুরুতর ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা মানুষকে এক প্রকার স্বাভাবিক (প্রকৃতিগত)

মঠ বা আশ্রমে আবদ্ধ করে; তিনি (এই মানুষ বা ব্যক্তি) এক প্রকার নৈতিক বিজনতায় বাস করেন; এবং তাঁহার স্বভাবের উপরে তাঁহার এই (প্রকার) অবরোধের হিতাহিত ফলাফল অনেক।.........অন্য সকল লোক হইতে স্বতন্ত্র থাকাতে, এরূপ মন অন্য সকল লোক হইতে ভিন্ন প্রকার; এবং ইহা অনুভব করে, এবং কখনও কখনও তিক্তভাবে অনুভব করে—ইহার বৈষম্যদৃশ্য বা বি'ভিন্নতা।"

এই প্রকৃতিগত ভিন্নতাবশতঃ সাংসারিক রীতি পন্থা প্রভৃতির গতানুগতিক অনুসরণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অসম্ভব হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, সাধারণ সাংসরিক ব্যক্তিগণের এরূপ প্রকৃতির লোকের প্রতি সহানুভূতির একান্ত অভাব ত হয়ই, অধিকন্তু সংসারে এরূপ লোকের বিরুদ্ধে অনেক সময় অবজ্ঞা, উপহাস, এমন কি, সন্দেহ ও বিরোধীতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।—ইহা আমি অনেক সময়ে নিতান্ত তিক্তভাবেই অনুভব করিতে বাধ্য হইয়াছি, —এই সংসারের প্রকৃতি, ও যাহাকে কোনও জ্ঞানীব্যক্তি বলিয়াছেন—

"The spirit of cabal and mean cunning which prevail among men of the world".

—'যে পাকচক্র ও নীচ চাতুরীর ভাব সাংসারিক ব্যক্তি-গণের মধ্যে বিরাজ করে'।

[এইজন্য ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) অধ্যয়ন করিতে করিতে উহার ব্যবসায় অনুসরণ (practice of the profession of Law) আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ,—ইহা উপলব্ধি করিয়া, উক্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া, সাহিত্য দর্শনাদির অধ্যয়নে, ও নৈতিক ও মানসিক অনুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম।]

এ প্রকার সাংসারিক আবেষ্টনের মধ্যে, এরূপ সংসার বিমুখ প্রকৃতি ও বিরোধ-বেষ্টিত অবস্থা হইতে এরূপ মন স্বভাবতঃই বহির্বিষয়-বিরাগী, অন্তর্নিবদ্ধ, ও অন্তর্দৃষ্টি-পরায়ণ, ও অধ্যয়নরত ও তত্ত্ব চিন্তাপরায়ণ হয়।

আধ্যাত্মিক ভাব-জগতের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া অনন্ত চিন্তার প্রবাহ-মালার মধ্যে বিচরণ করার ইতি-হাসের ইহাই মূল প্রকৃতিগত রহস্য।

[ইহা আমি আমার স্বীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অবগত হইয়াছি।]

এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাব-জগতে নিত্য নিবদ্ধ-চিত্ত থাকাতে, সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তিগন হইতে বিভিন্নতা আরও অধিক হইয়া, তাহাদের সহানুভূতির অভাব আরও অধিক ও তীব্রতর হয়।

ইহার উপর দুরদৃষ্টবশতঃ, রুগ্নশরীর ও জীবনের প্রতিকূল-ভাগ্য-বশতঃ দুঃখ ক্লেশ সমূহ অধিক হইয়া, ব্যক্তিগত জীবন অধিক দুঃখময় হইলে এরূপ ফল আরও বেশী হয়।

সহৃদয় মর্ম্মজ্ঞ কবি বলিয়াছেন ঃ—

"O the world shall come up and pass o'er you,
Strong men shall not stay to care for you ;
Nor wonder indeed for what reason
Your way should seem harder than theirs.

—'হায়! ভব-সংসারের লোক আসিয়া তোমাকে ফেলিয়া যাইবে, সবল লোকেরা তোমার জন্য ভাবিতে রহিবে না, কিম্বা চিন্তা করিবে না, কেন তোমার জীবন-পথ তাহাদের অপেক্ষা কঠিন বোধ হয়।'

এজন্য মন বহিঃসংসার হইতে বিমুখ হইয়া চিন্তা-জগৎ ও ভাব-জগৎ বা অধ্যাত্ম-জগৎ অভিমুখে আরও অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

চিন্তা ও ভাব-জগতে নিবদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি, সাংসারিক স্থূলচিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট নিতান্ত 'অকেজো' কেবল-মাত্র 'ভাবুক অলস' বলিয়া বিবেচিত ও অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমার জীবনের লক্ষ্য

ও আদর্শের ও ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনার অনুসরণ আমি দীনভাবেই, নীরব নিষ্ঠার সহিত করিয়াছি; এবং আমার সাধন, ও তদানুষঙ্গিক অন্তরের ভাব হইয়াছিল :—

'আমি খেটে যা'ব সারাবেলা,
শুধুই কাজ ক'রে যাব নীরবে ;
কিন্তু সবাই জানিবে মোরে
জননীর অলস অকর্ম্মা অধম সন্তান বলি :
ভবের খ্যাতি, মানের গর্ব্ব আমি
দিব জলাঞ্জলি।'

—['দীনের কথা',—'মর্ম্ম-গীতি', (১৯পৃষ্ঠা)]।

সাধারণতঃ সংসারের প্রকৃতি ও গতি এইরূপই : সাধারণ প্রাকৃত জনগণের মধ্যে, উচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও আদর্শ অবহেলা ও উপেক্ষার বিষয় চিরদিনই। বিশেষতঃ, আধুনিক প্রবল জড়বাদীতার যুগে সাধারণ মানবের প্রকৃতিগত বহির্মুখী দৃষ্টি প্রভৃতি সদা সমর্থিত ও উত্তেজিত ও উল্লসিত হওয়াতে, অন্তর্মুখী নৈতিক ও অধ্যাত্মিক আদর্শ ও লক্ষ্য, অধিকতর অবহেলা ও অবজ্ঞার বিষয় হইয়াছে। এবং যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে এই অন্তর্মুখী (আধ্যাত্মিক) আদর্শের অনুসরণ করিয়া

সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন, তাঁহারা নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছেন।

অথচ আমাদের চিরন্তর ধর্ম্মেরও শিক্ষা ও উপদেশ, এই অন্তর্মুখী আদর্শের অনুসরণ। প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন যুগে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীগণ ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ ইহাই উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাচীন উপনিষদে, আত্মজ্ঞান (বা আত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান) লাভের উপদেশ নিয়ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কঠোপনিষৎ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) *

মহাত্মা ঈশাও শিক্ষা দিয়াছেন ঃ "The kingdom of God is within you"—'পরব্রহ্মের রাজ্য তোমাদের অন্তরে।'

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ঃ—'নিজ আত্মার সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া অমরত্বের পন্থা'—("ধম্মপদ")।

মানসিক অনুশীলনের আধুনিক অন্যতম প্রধান উপদেষ্টাও এই উপদেশই দিয়াছেন ঃ—

*বিশেষতঃ, কঠ উ ; ২।১৮—২৪। এবং ২ মুণ্ডক উ ; ২য় খণ্ড ঃ বিশেষতঃ ২ মুণ্ডক ২য়।৫ ; "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইত্যাদি।

"Culture......places human perfection in an *internal* condition, in the growth and predominance of our humanity proper, as distinguished from our animality."

[—*M. Arnold : "Culture and Anrncty."*]

'অনুশীলন...মানবের উৎকর্ষ, **আন্তরিক** অবস্থাতে নিরূপণ করে,—আমাদের বিশেষ (প্রকৃত) মানবত্বের—আমাদের প্রাণীত্ব হইতে পৃথককৃত মানবত্বের—বৃদ্ধি ও প্রাধান্যে।'

এইরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্ম—এতদুভয়ের শিক্ষাই এই আন্তরিক, মানসিক নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন ও সাধনা।

সর্ব্বপ্রকার বিলাসীতা ও সাংসারিক ভোগসুখ দূরে পরিহার করিয়া, দীনভাবে, সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া, মানসিক অনুশীলন—জ্ঞানানুশীলন, ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুসরণ, আমার জীবনের নীরব ব্রত হইয়াছিল; এবং বহুবর্ষ ধরিয়া, নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও,—এই ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছি: আমার বিলাসাদি-বর্জ্জিত জীবনের বাহ্য দৈন্যের জন্য, অনেক সময়ে, ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত

সাংসারিক ব্যক্তিগণের, এবং কেবল মাত্র শারীরিক প্রাণীধর্ম্মী প্রাকৃত জনগণের নিকট নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া, জ্ঞান-ধর্ম্মানুসরণকারী জীবনে দৈন্যের আধ্যাত্মিক মহিমা আরও বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং অন্তরে এই ভাব উত্থিত হইয়াছিল :—

'আমি একা' দীন হয়ে রব,

যেথায় সবাই রয়েছে গরবে' ;

– কারণ আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম,—সাংসারিক ব্যক্তিগণের ধন-জন-গর্ব্ব কত শূন্যগর্ভঃ কারণ, ঐ সকল যে ক্ষণভঙ্গুর,—

"মা কুরু ধন-জন যৌবন গর্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সবং।"

(মোহ মুদ্গরঃ)

—'ধন-জন-যৌবন-গর্ব করিও না, কাল নিমেষ মধ্যে সকল হরণ করে'

—শুধু তাহাই নয়, পরন্তু, মানবের প্রকৃত গৌরব এ সকলে নহে,—কিন্তু জ্ঞানে, ধর্ম্মে, চরিত্রে।

প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন :—

"স এব জীবতি মননেন জীবতিযঃ"

—'তিনিই (প্রকৃত) জীবন ধারণ করেন, যিনি মননের সহিত জীবন ধারণ করেন।'

আমি উপলব্ধি করিতাম, আমার অনুসৃত মানস জীবনের চিন্তা ও সাধনাই প্রকৃত মানবের জীবন, এবং প্রাকৃত জনগণের ন্যায় কেবল মাত্র শারীরিক প্রাণীধর্ম্মের অনুসরণ—কেবল শারীরিক ভোগসুখে জীবন যাপন—প্রকৃত পক্ষে কত হীন—মানবের অযোগ্য।* এবং আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুসরণের জন্য ও সংসারে উপেক্ষিত হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কারণ আধ্যাত্মিক আদর্শের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজীবনের উপদেষ্টাগণ ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্ম্মজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা Thomas à Kempis তাঁহার 'খ্রীষ্টের অনুসরণ' ("*Imitatio Christi*") নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ-গ্রন্থে এই উপদেশই দিয়াছেন ঃ—

"Thou must be contented......to be taken as a fool in this world, if thou desire to lead a religious life."

* আমার "Intellectual and Moral Culture" শীর্ষক প্রবন্ধ, '*Essays Moral and Reflective*' নামক পুস্তকে—দ্রষ্টব্য।

—'এ সংসারে নির্ব্বোধ বলিয়া বিবেচিত হইতে সন্তুষ্ট থাকিও,—যদি ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে আকাঙ্খা কর।'

আধ্যাত্মিক ভাব ও চিন্তা-জগতে নিবদ্ধ চিত্ত ধ্যানময়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সাধনাময় জীবন, প্রকৃত পক্ষে অলস, বা তথাকথিত ভাবুকতার জীবন নহে। জ্ঞানময় ধর্ম্ম-জীবন, বা আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিতে হইলে, ক্লেশ, শ্রম ও কর্ম্মসাধনার প্রয়োজন হয়। ভগবদ্গীতায় তত্ত্বোপদেষ্টা বলিয়াছেন,—

"ন কর্ম্মনামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

—'ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য (জ্ঞান যোগ নিষ্ঠা) প্রাপ্ত হন না।

ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে পুর্ব্বোক্ত উপদেষ্টা (Thomas à Kempis) বলিয়াছেন,—

"Know that thou wast called to suffer and to labour, not to be idle and spend the time in talk."

—'জানিও যে তুমি ক্লেশ স্বীকার করিতে ও শ্রম করিতে আহুত হইয়াছ, অলস হইতে নয়, ও তোমার সময় কথা কহিয়া কাটাইতে নয়।'

মানুষ একবার মাত্র জীবন ধারণ করে। জীবনের কালমুহূর্ত্ত সমূহ—একবার চলিয়া গেলে, আর কখনও ফিরিয়া আসে না। জীবন-কাল কর্ম্মসাধনার সময়; এই মূল্যবান সময় বৃথায় বা আলস্যে কাটানো অবিবেচনার কার্য্য। (অবশ্য, অসৎ-পথানুবর্ত্তী হইয়া এই জীবন-কাল, অকার্য্যে বা অসৎ কার্য্যে,—অধর্ম্মে—অতিবাহিত করা. বিধিপ্রদত্ত সুযোগের তদপেক্ষা গুরুতর অপব্যবহার, ও প্রকৃত নৈতিক অপরাধ।)

কোন চিন্তাশীল মনীষি বলিয়াছেন ঃ—

"Each one of us,......has he not a life of his own to lead? One Life; a little gleam of Time between two Eternities; no second chance to us for evermore! It were well for us to live not as fools and simulacra, but as wise and realities."

—'আমাদের প্রত্যেকের, তাহার আপনার জীবন পরিচালন করিতে হয় না কি? একটি জীবন; দুই অসীমের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র কালের রেখা; অনন্ত কালের জন্য আমাদের দ্বিতীয় অবসর (বা সুযোগ) নাই! আমাদের পক্ষে ভাল যদি আমরা জীবন ধারণ করি—

নির্ব্বোধদিগের এবং ছায়ামূর্ত্তি সমূহের মত নহে, কিন্তু জ্ঞানী ও বাস্তব সত্ত্বা-নিচয়ের মত।'

ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াছেন :—

"Labour now to live so, that at the hour of death thou mayest rejoice than fear."

—'এখন এরূপভাবে জীবন ধারণ করিতে শ্রম কর, যে মৃত্যুর সময়ে তুমি ভয় অপেক্ষা আনন্দ করিতে পার।' (অর্থাৎ জীবনকালে সৎকর্ম্মসাধনের জন্য সৎ-কর্ম্ম ফলের আশ্বাসে মৃত্যুকালে আশ্বস্ত হইতে পার।)

এইজন্য, জীবনের মহামূল্য সুযোগ বৃথায় অথবা অকার্য্যে নষ্ট না করিয়া, সৎকর্ম্ম-সাধনের জন্য শিক্ষা-লাভ করিয়া ও প্রস্তুত হইয়া, প্রত্যেকের বিশেষ কর্ম্মে নিরত হওয়াই বিধেয়। কোনও ব্যক্তির বিশেষ কর্ম্ম কি হইবে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত সমস্যা।

এই সকল সত্য অনুভব করিয়াই, আমি আমার নিজের একটি বিশেষ কর্ম্মপথ নির্দ্ধারণের জন্য ব্যগ্র ও চিন্তিত হইয়াছিলাম।

প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশেষ কর্ম্মপথ, নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ রুচি, প্রকৃতি, ও যোগ্যতা প্রভৃতি অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

আমার মত যাহার রুচি ও প্রকৃতি সাধারণ সাংসারিক প্রকৃতির বিপরীত, ও গতানুগতিক রীতি ও পন্থা যাহার অনুকূল নহে, ও যাহার যাহা কিছু বিশেষ যোগ্যতা, যে বিশেষ দিকে ও পথে মাত্র,—যে দিকের জন্য এ সংসারে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে প্রশস্ত সুগম্য পথ নাই, ও যে পথে সহজ উপার্জ্জনের পন্থা নাই, কিন্তু দারিদ্র্য ও নিরন্ন কর্ম্ম-সাধনার জীবন, ও সাংসারিক কর্ম্মপথের অভাব, তাহার পক্ষে এই বিশেষ কর্ম্মপথ নির্দ্ধারণ বিশেষ কঠিন হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের জন্য, আমার বিশেষ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ বা নির্ব্বাচন বিশেষ কঠিন হইয়াছিল। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিশেষত্ব সুগভীর ও সুস্পষ্ট : তাহা সাংসারিক প্রয়োজনে পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব ; এবং আমার বিশেষ কর্ম্ম নির্দ্ধারণের জন্য ইহা উপেক্ষা করা চলিবে না :—এ সকল উপলব্ধি করিয়া, অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, যে গতানুগতিক পন্থার অনুসরণ করিয়া, এ দেশে প্রচলিত সাধারণ অর্থকরী বৃত্তি সমূহের কর্ম্মপথ অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। (আমার পিতাও অবশেষে ইহা উপলব্ধি করিয়া সম্মতি দিয়াছিলেন।) এইজন্য, আমার বিশেষ

প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম সাধনার পথে, দারিদ্র্য ও ক্লেশ ও শ্রমপূর্ণ গুরুতর ও চিন্তা-সাপেক্ষ সত্যের অনুসরণ ও উচ্চতর সাধনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। সাংসারিক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ পথ নির্দ্দেশ বা অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু Emerson বলিয়াছেন :—

"But the wiser God says, Take the shame, the poverty, and the penal solitude, that belong to truth-speaking." [on Culture in "Conduct of Life."]

(Works, Vol V.)

—'কিন্তু জ্ঞানময় দেবতা বলেন, সত্য-কথনের (বা সত্যানুসরণের) জন্য যে গ্লানি, যে দৈন্য, ও যে দুঃখ-ময় একাকীত্ব আছে, তাহা গ্রহণ কর।'

সাধারণ লোকে প্রায়ই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে না ; বিশেষতঃ সূক্ষ্ম, বা গুরুতর বা গভীরতর বিষয়ে,— যে সকল বিষয়ে বিশেষ বা গভীরতর জ্ঞানের, বা সূক্ষ্মতর বিচার শক্তির, প্রয়োজন। যিনি অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রকৃত সত্যের অনুসরণ ও সরলভাবে সত্যভাষণ করিয়া থাকেন, তিনি প্রায়ই সাধারণ লোকের বিরাগভাজন হন।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের কোনও প্রসিদ্ধ প্রতিভা-শালী লেখক বলিয়াছেন,

"He who is most right, is most alone"

—'যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ঠিক (সত্যানুসরণকারী) তিনি সর্ব্বাপেক্ষা একাকী'।

এইরূপে, সাধারণ লোকের—বিশেষতঃ বিচার-মূঢ় বা অবিবেকী জনগণের বিরাগ অবজ্ঞা. এমন কি নিন্দা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়া, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রকৃত সত্যের অনুসরণের জীবনে ব্রতী হইয়াছিলাম।

* * *

একদিকে স্বীয় প্রকৃতিগত, ও ব্যক্তিগত সাংসারিক অবস্থাজাত, সংসার-বিমুখতা, অন্যদিকে সাংসারিক জনগণের আমার প্রতি বিরাগ ও বিরোধীতা, - আমাকে একাকীত্ব ও নিভৃত চিন্তা ও সাধনাময় জীবনে প্রণোদিত করিয়াছিল, অন্যদিকে আমার বহুবর্ষ-ব্যাপী অধ্যয়ন, পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা যে সকল গভীর সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম, আমার দুঃখক্লেশময় জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা, ও পূর্ব্বোক্ত সত্যোপলব্ধির সাহায্যে যে অপেক্ষাকৃত গভীরতর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, বিশ্ব সংসার বা মানব-সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য, সে

সকল সত্য ও জ্ঞানের প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে,—ইহা ক্রমশঃই অধিকতররূপে উপলব্ধি করিতেছিলাম।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক Fichte বলিয়াছেন :—

"There are many tendencies and powers in man, and it is the vocation of each individual to cultivate all his powers, as far as he is able to do so. Among others is the social impusle ;...............and hence arises the true vocation of this Scholar ;—*the most widely extended survey of the actual advancement of the human race in general, and the steadfast promotion of that advancement.*"

—J. G. Fichte.

—'মানবের মধ্যে অনেকগুলি প্রবণতা (tendencies) ও শক্তি আছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ইহা কর্ত্তব্য, কার্য্য, তাহার সকল শক্তি নিচয়ের যথাসাধ্য অনুশীলন করা। এ সকলের মধ্যে সামাজিক মনোবৃত্তি বা আবেগ বা প্রেরণা (সমাজ-হিতৈষিতা) একটি ;............এবং ইহা হইতে জ্ঞান-সাধকের (বা জ্ঞান-যোগীর) প্রকৃত

কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে;—সাধারণতঃ মানবজাতির বাস্তবিক প্রগতির বা উন্নতির ব্যাপকতর প্রেক্ষণ, এবং সেই উন্নতির অবিচলিত সাধন প্রচেষ্টা।'

"Upon the progress of knowledge the whole progress of the human race is immediately dependent; he who retards that hinders this also."

(*Obid.*)

—'জ্ঞানের উন্নতির উপরে.. মানব-জাতির সমগ্র উন্নতি অব্যবহিতরূপে নির্ভর করিতেছে: যে তাহাতে বাধা দেয়, ইহাও ব্যাহত করে।'

[যাহারা আমার হিত-সাধন-প্রচেষ্টায় বাধা দিয়াছে, ও সে উদ্দেশ্যে আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তাহারা যে মানব-জাতির উন্নতির বিরোধী ও প্রকৃত শত্রু, তাহা কি এ দেশের কেহ বুঝিবেন না?]

মানব-জাতির উন্নতি-প্রচেষ্টা-কল্পে জ্ঞান-সাধকের প্রধান দুইটি পন্থা বা কর্ম্মপথ আছে:—একটি শিক্ষকের কার্য্য ব্যক্তিগত ভাবে মৌখিক শিক্ষাদান কার্য্য; আর একটি সাহিত্য সাধকের বা সাহিত্য-সেবকের কার্য্য,

পুস্তকাদি রচনার দ্বারা জ্ঞানের (ও ধর্ম্মের) প্রচার ও বিস্তার করা।

আমি শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক দিন চিন্তা করিয়াছিলাম; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা, সুযোগাভাব প্রভৃতি বিবিধ বাধাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

সাহিত্য-সেবকের কার্য্য আমি বাল্যকালে ছাত্রাবস্থায়ই অনেক কাল হইতে করিতেছিলাম। পিতা জীবিত থাকিতেই, (প্রায় এই নিবন্ধারম্ভকালেই) অতীতের স্মৃতি প্রভাবে, আমার বহুবর্ষ-পূর্ব্বের সাহিত্য রচনাদির প্রতি দৃষ্টি পড়ায়, সে সকল হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া কিছু কিছু সুবিধাক্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার কথা বিবেচনা করিতেছিলাম, ও নূতন রচনাদিতেও মনোনিবেশ করিয়াছিলাম; এবং পুনরায় বিশেষভাবে সাহিত্য-সাধকের ব্রত গ্রহণ করিয়া মানব-জাতির মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার, উন্নতি ও বিস্তার সাধন-প্রচেষ্টায় আমার জীবন নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প মনোমধ্যে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল; এবং এইজন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন ও উৎসাহ ও নিষ্ঠাপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অনুসরণ করিতেছিলাম।

এইরূপে বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই, আমার অন্তরে নীরবে এইরূপ আকাঙ্খা গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল,

"যেথা নিখিলের সাধনা. পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা।"

তাহার পরে অকস্মাৎ পিতৃ-বিয়োগ হইবার পরে প্রথমতঃ শোক-দুঃখ-ভারে, ও দ্বিতীয়তঃ সংসার-ভারে ও বিবিধ বৈষয়িক কার্য্য-ভারে. প্রপীড়িত ও বিব্রত হওয়াতে আমার অধ্যয়ন ও সাহিত্য-সাধনা প্রভৃতি বাধা-প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যাহত হইয়াছিল। পরে ব্রহ্ম-সমীপে ব্যাকুল প্রার্থনার ফলে যেন ব্রহ্ম-কৃপা ও প্রেরণায়, ক্রমশঃ যখন আমার 'জীবন-প্রবাহে স্তিমিত নীর' পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল বলিয়া মনে হইল, তখন আমার সাহিত্য-সাধনার পূর্ব্ব-ধারার অনুসরণ বা পূর্ব্বানুবৃত্তি করিয়া পুনর্ব্বার নিষ্ঠাপূর্ব্বক অধ্যয়ন ও সাহিত্য-সাধনায় ও হিতকর ও শিক্ষাপ্রদ বিবিধ পুস্তক বা প্রবন্ধাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সকল সাধারণতঃ অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত সত্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান, মানবগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বা হিতকর বলিয়া বহুকাল হইতে অনুভব ও উপলব্ধি করিতেছিলাম, ও বহু বর্ষ ধরিয়া যত্ন ও প্রভূত শ্রমপূর্ব্বক

অধ্যয়ন, প্রেক্ষণ ও চিন্তা করিয়া যে সকল বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতেছিলাম, আমার এই পূর্ব্ব কর্ম্ম-ধারার অনুসরণ করিয়া, চিন্তা ও অধ্যয়নাদি করিয়া, স্বদেশের ও মানব-সমাজের পক্ষে হিতকর, সারগর্ভ বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রণয়নে ব্যাপৃত হইলাম।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের পরস্পর প্রভাব, ও উন্নত জাতীয় জীবনের জন্য উন্নত জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক কাল হইতেই অনুভব করিতেছিলাম; এবং ছাত্রাবস্থায় (প্রেসিডেন্সী কলেজে B. A. ক্লাসে অধ্যয়ন কালে) বঙ্গদেশ-বিভাগজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে, এতৎ সম্বন্ধে ('সাহিত্য ও জাতীয় জীবন' শীর্ষক) যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই নব-যুগে, জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের উন্নতি-সাধনের আভাস প্রদানের ও আদর্শ বা লক্ষ্য নিরূপনের সহায়তার জন্য পুনর্ব্বার লিখিলাম। (বর্ত্তমানযুগে সৎ-সাহিত্যের যথোচিত সমাদরের অভাব, এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর, দুর্নীতিপূর্ণ বা কু-রুচি-জনক পুস্তকাদির প্রাদুর্ভাব ও সমাদর, অবলোকন করিয়া সৎ-সাহিত্য-প্রবর্ত্তক এইরূপ প্রবন্ধের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম।)

চরিত্র ও সুশিক্ষা ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় জীবন বা রাষ্ট্রজাতি (Nation) গঠিত হয় না, ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া, প্রকৃত সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, আদর্শ, ও উপায় প্রভৃতি (আমার বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা ও চিন্তা সাহায্যে, অধ্যয়ন ও সমালোচনা করিয়া নিরূপণ ও ব্যাখাদি করিয়া 'শিক্ষা-সমস্যা' ও শিক্ষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার বহুবর্ষপূর্ব্বে, সুদীর্ঘকালের বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-সম্বলিত, ও বিভিন্নযুগের ও বিভিন্নদেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষি ও সাহিত্যিক সুধীবৃন্দের মতামত উদ্ধৃত ও সবিস্তারে

[ঐ প্রবন্ধের প্রথম কিয়দংশমাত্র (স্বামী ও ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক সম্পাদিত) "বিশ্ব-বাণী" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩৩৪ কার্ত্তিক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। (ঐ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ উক্ত পত্রিকার কার্য্যালয়ে হারাইয়া যাওয়ায়, উহা মুদ্রণে বাধা পড়িয়াছে।)

উহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৯২০ খৃঃ অব্দে), "যমুনা" নামক (আধুনালুপ্ত) মাসিক পত্রিকায়, আমার বহুবর্ষ পূর্ব্বে (১৯০৭-৮ খৃঃ অব্দে) লিখিত, ভাষা-তত্ত্ব (বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষা-তত্ত্ব)বিষয়ক, 'ভাষা প্রসঙ্গ' শীর্ষক, অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ ('বাঙ্গলার বিভক্তির রূপ' সম্বন্ধে) ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমালোচনা করিয়া, পিতার জীবিত কালেই (১৯১৮ খৃঃ অব্দে) সাহিত্য (ও সমালোচনা) সম্বন্ধে প্রধান তত্ত্বসমূহ নিরূপণ ও ব্যাখ্যা করিয়া তৎসম্বলিত প্রামাণিক বিস্তারিত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় ("The Principles of Literature" নামে) লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ইহার প্রথম অধ্যায় অধিকাংশই পিতার জীবিতকালেই লিখিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতি মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের—ব্যক্তির ও সমাজের—একান্ত অকল্যাণকর অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহা উপলব্ধি করিয়া, এবং সাধারণ (বিশেষতঃ আধুনিক) জনগণের এ বিষয়ে উপেক্ষা ও নানাবিধ ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর ধারণা বহুকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া, এ সকল বিষয়ে সত্য ও হিতকর জ্ঞান বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, আমার সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, ও ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতি বিষয়ক বা এ সকলের অনুকুল ও উদ্বোধক নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অধ্যয়ন এবং চরিত্রনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে আমার প্রায় সমগ্র জীবনব্যাপী চিন্তা, অনুভূতি, অনুশীলন, প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের সহায়ে, 'ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতি' ('জীবন তত্ত্ব') প্রভৃতি বিষয়ক নৈতিক আধ্যাত্মিক ও ভাবের

গ্রন্থাদি (বাংলা ও ইংরাজী ভাষায়), লিখিতে অনেক কাল হইতেই সঙ্কল্প করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব রচনা সম্পূর্ণ ও নূতন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু শারিরীক গুরুতর অস্বাস্থ্য ও নানাবিধ প্রবল প্রতিকূলতাবশতঃ বিশেষ ইচ্ছা, সঙ্কল্প ও যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও, আমার সঙ্কল্প সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিবার পথে বারংবার বাধা ও অন্তরায় উপস্থিত হইতে লাগিল। চিরকালই আমি

"শত বাধা হেরি মম সকল কাজেতে!
সহসা নিভিয়া যায়, আলোক জ্বালিতে।"

[কবিতাবলী]

রুগ্ন শরীর প্রভৃতি জনিত ক্লেশ, যন্ত্রণা, ও অন্যান্য বিবিধ প্রতিকূলতাবশতঃ অনেক সময়ে আমার কার্য্যসাধনার পথে বারংবার বাধা উপস্থিত হইয়াছে। তখন বিষাদে মনে হইয়াছে,—

'আমি শুধু চেয়েছিনু নীরব অন্তরে,
এই দীপ্ত বিশ্ব মাঝে সকল মঙ্গল কাজে,
জ্বালিতে নীরবে আমার প্রদীপটিরে।

কিন্তু হায়! যতবার, ঘুচাইয়া অং
জ্বালিতে প্রয়াস পেনু এ দীপ আমার,
চিরদিন রেখে মোরে, বিষাদের অন্ধকারে,
তখনি নিবিয়া গেল, চেষ্টা যতবার।'

[জীবন-বিড়ম্বনা]

এজন্য, ও অন্যান্য বিবিধ কারণে, আমার জীবনে দুঃখ ক্লেশ অনেক সময়েই তীব্র ও গভীর হইয়া, হৃদয় অবসাদগ্রস্ত ও শরীর মন অবসন্ন করিয়াছে। ক্ষুব্ধ অন্তরে মনে হইয়াছে,—

"কেটে গেল দিন মম, বিফল প্রয়াসে,
দুঃখ ক্লেশে, ব্যর্থ শ্রমে, রোগের পীড়নে,"

[কবিতাবলী]

এইরূপ অবস্থায় ব্যাকুল অন্তরে পরব্রহ্মেরই শরণ লই। এমনি গভীর দুঃখে,—

'যবে মহা দুঃখে ক্লেশে দগ্ধ হয় প্রাণ,
অবসন্ন চিত্ত মাঝে মনে হয় যবে,
দুঃখ সাগরের বুঝি নাহি অবসান,
দীনবন্ধু বিনা আর কারে ডাকি ভবে?'

[মর্ম্ম গীতি]

হৃদয় মধ্যে ভগবৎ সমীপে ব্যাকুল প্রার্থনা উত্থিত হয় :—

"ঘোর দুঃখে ক্লেশে এবে রয়েছি মগন ;
তুমি মোরে দাও দেখা, হে দীন শরণ !
ঢালি দুঃখদগ্ধ প্রাণে, তব কৃপা বারি
জুড়াও জুড়াও মোরে, ওগো দুঃখ হারি !"

[মর্ম্মগীতি]

"তমসো মা জ্যোতির্গময়"

'দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকে লইয়া যাও' ;

জ্বালো হে জ্বালো. তোমার আলো,
মম হৃদয়-মন্দিরে,
ঘোর বিষাদ তিমিরে।'

[মর্ম্মগীতি]

এবং দুঃখ ও অবসাদ দূর করিয়া অন্তরে আলোক প্রদান করিয়া পুনরায় কর্ম্ম সাধনার জন্য সক্ষম করিতে প্রার্থনা করি :—

'আলোকিত কর মম দিবস নিশীথ
তোমার আলোকে, হে করুণাময় ব্রহ্ম !

দুঃখ ক্লেশ দুর্ব্বলতা, দৈন্য অবসাদ ;
করি দূর, ব্যক্ত কর তোমার প্রসাদ,
ব্যথিত পরাণে মম দাও হে সান্ত্বনা ;
দুঃখ অবসন্ন প্রাণে জাগাও চেতনা ;
সার্থক করহে মম, তব আরাধনা,
সফল হউক মম বিনীত সাধনা ;'

[কবিতাবলী]

এবং

'অঙ্কিত কর অন্তরে মম
তোমার আলোক রেখা,
তাহার সনে মিশাক্ মম
দুঃখের অনল শিখা ;
অঙ্কিত কর অন্তরে মম
তোমার জ্ঞানের আলো,
মম জীবন প্রদীপটিরে
সে দিব্য দীপ্তিতে জ্বালো।"

[মর্ম্মগীতি]